বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা রবিবার ॥ বর্ষ-৩ সংখ্যা-১৮ ॥ ০৪ মে ২০২৫ ॥ ২১ বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা ॥ ৫ জিলক্বদ ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

সাংবাদিকদের সুরক্ষা নিশ্চিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান তারেক রহমানের

স্টাফ রিপোর্টার : গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষার পাশাপাশি সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। শুক্রবার রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ আহ্বান জানান।

যারা জুলাইয়ের বিপক্ষে ছিল, তারা হামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে: প্রেস সচিব

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, গত নয় মাসে আমি উপলব্ধি করেছি জুলাই এখনো শেষ হয়নি। এটি কেবল একটি সময় নয়, এটি একটি সংগ্রামের সীমান্ত, যা প্রতিদিন রক্ষা করতে হয়। যারা জুলাইয়ের বিপক্ষে ছিল, তারা এখনো হারিয়ে যায়নি। তারা দেখছে।

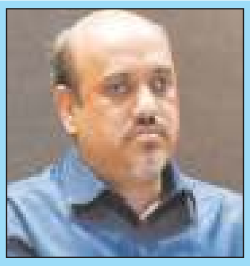

২০১৩ সালে শাপলা চত্বরে অন্তত ৫৮ জন নিহত হন: উপ-প্রেস সচিব

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর মতিঝিলে শাপলা চত্বরে ২০১৩ সালের ৫ মে'র ঘটনার স্মৃতিচারণ করলেন প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার। তিনি দাবি করেন, ৫ মে কেন্দ্রিক দুই দিনের সহিংসতায় অন্তত ৫৮ জন নিহত হন, যাদের মধ্যে নিরাপত্তা বাহিনীর সাত সদস্যও ছিলেন।

আল জাজিরার তথ্যচিত্রে ড. ইউনূসের ভূয়সী প্রশংসা

স্টাফ রিপোর্টার : শেখ হাসিনার পতন এবং পরবর্তী বাংলাদেশের পুনর্গঠন ও গণতান্ত্রিক উত্তরণে অন্তর্বর্তী সরকারের ভূমিকা নিয়ে একটি বিশেষ তথ্যচিত্র প্রকাশ করেছে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা। এতে যেমন আওয়ামী লীগের আমলে শেখ হাসিনার ভয়াবহ দুঃশাসনের কথা তুলে ধরা হয়েছে, তেমনই ক্রান্তিকালে দায়িত্ব নিয়ে দক্ষতার সঙ্গে দেশকে সঠিক পথে পরিচালনা করায় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মোহাম্মদ ইউনূসের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। শুক্রবার (২ মে) প্রকাশিত 'রিবিল্ডিং বাংলাদেশ ডেমোক্রেসি আফটার শেখ হাসিনা' শিরোনামে একটি তথ্যচিত্রে ফুটে উঠেছে ১৫ বছর পুলিশ, র‌্যাবসহ নিরাপত্তা বাহিনীকে ব্যবহার করে কীভাবে খুন, গুম ও নির্যাতনের মাধ্যমে বিরোধী মত ও চিন্তাশক্তিকে দমন করা হয়েছিল। এ ছাড়াও উঠে এসেছে কীভাবে ফ্যাসিবাদের ইতিহাস রচনা করেছিল শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ সরকার। আওয়ামী লীগ সরকারের নানা অপশাসনের বর্ণনা তুলে ধরে হাসিনা-পরবর্তী বাংলাদেশ পুনর্গঠন ও গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা

২-এর পাতায় দেখুন

বর্ষার আগেই হাঁসফাঁস

এবারও জলবন্দি হবে নগরী?

স্টাফ রিপোর্টার : বর্ষা মৌসুম মানেই ঢাকায় জলাবদ্ধতা। আসছে বর্ষা মৌসুম, মূল মৌসুম আসার আগেই সম্প্রতি দুই/তিন দিন যে বৃষ্টি হয়েছে, তাতে ডুবে যায় রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন এলাকা। তাই জোর দিয়েই বলা যায়, আসন্ন বর্ষায় এবারও ডুবতে যাচ্ছে ঢাকা। গত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে, সামান্য বৃষ্টিতে রাজধানীর অলিগলি ও প্রধান প্রধান সড়ক পানির নিচে তলিয়ে যায়। বৃষ্টি একটু দীর্ঘ সময় স্থায়ী হলে রীতিমতো ডুবে যায় ঢাকা শহর। হাঁটু ও কোমর সমান পানিতে নাকাল হতে হয় নগরবাসীকে। অথচ জলাবদ্ধতা নিরসনে বহু প্রকল্প ও পদক্ষেপ নিয়ে আসে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন। কিন্তু ফলাফল যেন শূন্যই থেকে যাচ্ছে। কোনো উদ্যোগই কাজে আসছে না। ফলে এবারও ডুববে ঢাকাড় এমন আশঙ্কায় আতঙ্কিত নগরবাসী। অথচ প্রতি বছরই জলাবদ্ধতা নিরসনে বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দেয় সরকার। বছর বছর অর্থ বরাদ্দের পরিমাণও বাড়ে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। ক্ষেত্রবিশেষ ভোগান্তির পরিমাণ বাড়ে। বছরের পর বছর জলাবদ্ধতা নিরসনে বহু প্রকল্প ও পদক্ষেপ হাতে নিয়ে প্রচুর অর্থ খরচ করেছে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন। গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরেও ঢাকার জলাবদ্ধতা নিরসনে দুই সিটি কর্পোরেশন প্রায় ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছিল, কাজও করেছে কিছু। কিন্তু ফল ছিল শূন্য। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে,

জলাবদ্ধতা নিরসনে গত ২০২৩- ২৪ অর্থবছরে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের বরাদ্দের ২০০ কোটি টাকার মধ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ডিএসসিসি) জলাবদ্ধতা নিরসনে সরাসরি ৯০ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখে। এছাড়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের (খাল, জলাশয়, নর্দমা পরিষ্কার) জন্য ৩০ কোটি টাকা, খাল-পুকুর ও জলাশয় পুনরুদ্ধারে আরও দুই কোটি টাকা এবং পানির পাম্প ক্রয় ও স্থাপনে আরও এক কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। অন্যদিকে, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (ডিএনসিসি) ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জলাবদ্ধতা নিরসনে পাম্প হাউজের যন্ত্রপাতি আধুনিকায়ন, উন্নয়ন ও ক্রয়ে বরাদ্দ রাখে ২৫ কোটি টাকা। খালের উন্নয়ন, সীমানা নির্ধারণ ও বৃক্ষরোপণে বরাদ্দ রাখে আরও ৩৮ কোটি টাকা। এছাড়া, নর্দমা পরিষ্কারে ১১ কোটি, খাল পরিষ্কারে পাঁচ কোটি, খাল-কালভার্ট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে ১০ কোটি, পাম্প হাউজ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে আট কোটি, লেক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে পাঁচ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখে তারা। একসময় রাজধানীর জলাবদ্ধতা নিরসনের দায়িত্বে ছিল ঢাকা ওয়াসা। পরে রাজধানীর সব নালা ও খাল দুই সিটি কর্পোরেশনের কাছে হস্তান্তর করা হয়। জলাবদ্ধতা থেকে মুক্তি দিতে ঢাকা ওয়াসা, সিটি কর্পোরেশনসহ বিভিন্ন সংস্থা গত ১৫ বছরে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করলেও সমস্যা যেন নগরবাসীর পিছু ছাড়েনি। ২-এর পাতায় দেখুন

মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ শনিবার ঢাকায় গুলশানে বেঙ্গল ব্লুবেরি হোটেলে 'পিএফএএস পলিউশন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। -পিআইডি

রাজনৈতিক দলগুলোকে সংস্কারমুখী হতে হবে: শারমিন মুরশিদ

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তী সরকারের সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা শারমিন এস মুরশিদ বলেছেন, রাজনৈতিক দলগুলোকে সংস্কারমুখী হতে হবে। দেশে ৩০ হাজার মানুষ পঙ্গু, ১৫০০ মানুষ মারা গেছে। এটাকে কোনোভাবেই মুছে দেওয়া যাবে না। আমরা চাই সব রাজনৈতিক দল তাদের সংস্কার করুক। এরপর আমাদের পাশে এসে দাঁড়াক। আমি এই আরজিটা রাখছি। আপনারা রাজনৈতিক দলগুলো, আপনাদের সুচিন্তিত ভাবনা আনুন। আমরা কাজ করব একসঙ্গে। তিনি বলেন, যেই দেশটা হাতে পেয়েছি। সেটা কয়েক মাসে ফেরেশতা আসলেও ঠিক করতে পারবে না। বাংলাদেশ দরিদ্র দেশ নয়, বাংলাদেশ একটা অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ। আমাদের অগাধ সম্পদ আছে। কিন্তু সেটাকে কাজে লাগানোটাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। শনিবার ৩ মে রাজধানীর একটি হোটেলে 'পিএফএস পলিউশিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক একটি আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি

২-এর পাতায় দেখুন

মধ্যরাতে সরিয়ে দেওয়া হলো খালেদা জিয়ার ফ্লাইটের দুই কেবিন ক্রুকে

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া সোমবার (৫ মে) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে লন্ডন থেকে দেশে ফিরবেন। ওই ফ্লাইটে দায়িত্ব পালনের কথা ছিল এমন দুই কেবিন ক্রুকে শুক্রবার মধ্যরাতে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা হলেন আল কুবরুন নাহার কসমিক ও মো. কামরুল ইসলাম বিপোন। বিমান সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা সূত্র জানায়, নিরাপত্তাজনিত শঙ্কা ও রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার অভিযোগের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আজ রোববার (৪ মে) সন্ধ্যায় লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দর থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিজি ২০২ ফ্লাইটটি। ফ্লাইটে খালেদা জিয়া, তার পরিবারের সদস্য ও

২-এর পাতায় দেখুন

বর্তমানে চালের দাম কমে গেছে: খাদ্য উপদেষ্টা

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি : অন্তর্বর্তী সরকারের খাদ্য ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার বলেছেন, আমরা যদি মজুত বাড়াতে পারি, তাহলে চালের দাম যেমন কমবে, তেমনি গমের দামও কমবে। বর্তমানে চালের দাম কমে গেছে। তবে চালের দাম একেবারে কমে গেলে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। শনিবার (৩ মে) সকালে নারায়ণগঞ্জের বন্দরে নির্মাণাধীন সাইলো (খাদ্যশস্য রাখার কাঠামো) ও নতুন খাদ্যগুদাম নির্মাণকাজের অগ্রগতি পরিদর্শন শেষে এসব কথা বলেন তিনি। উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার বলেন, 'মধ্যবিত্তদের মধ্যে গমের চাহিদা বেড়েছে। দেশে বর্তমানে গমের চাহিদা ৭০ লাখ টন। দেশে উৎপাদন হয় মাত্র ১০ লাখ টন। বাকি ৬০ লাখ টনের বেশিরভাগ আমদানি হয় বেসরকারিভাবে।' তিনি আরও বলেন, এবছর বোরো ফসল উৎপাদন ভালো হয়েছে। বোরো ভালোভাবে মজুত করতে পারলে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি ওএমএস ও টিসিবির পরিমাণ আরও বাড়ানো যাবে। এসময় নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসক মো. জাহিদুল ইসলাম মিঞা, পুলিশ সুপার প্রত্যুষ কুমার মজুমদার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আলমগীর হুসাইনসহ জেলা খাদ্য অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পাকিস্তান থেকে পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ করল ভারত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পহেলগাঁও পর্যটন কেন্দ্রে বন্দুকধারীদের হামলায় ২৬ জন নিহত হওয়ার পর থেকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একের পর এক পদক্ষেপ নিচ্ছে ভারত সরকার। এরই ধারাবাহিকতায় এবার পাকিস্তান থেকে সব ধরনের পণ্য আমদানি পুরোপুরি নিষিদ্ধ ঘোষণা করলো দেশটি। ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বিদেশি বাণিজ্য নীতিতে একটি নতুন ধারা যুক্ত করেছেন তারা। যেখানে বলা হয়েছে, পাকিস্তান থেকে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে আমদানি বা ট্রানজিট করা কোনো পণ্য, তা অনুমোদনযোগ্য হোক বা না হোক, তা অবিলম্বে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। এই নিষেধাজ্ঞা পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। তারা বলছে, এই সিদ্ধান্ত জাতীয় নিরাপত্তা ও জনস্বার্থ রক্ষার জন্য নেওয়া হয়েছে এবং এর

২-এর পাতায় দেখুন

সিন্ধু নদের পানি বন্ধ হলে ভারতে সামরিক হামলা হবে: পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী

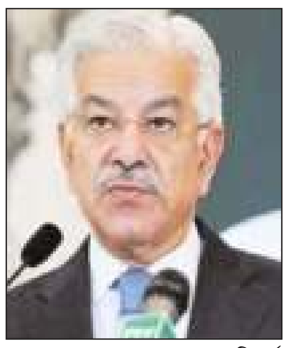

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : এশিয়ার অন্যতম দীর্ঘতম সিন্ধু নদে পানিপ্রবাহ বন্ধ করার চেষ্টা করলে ভারতে সামরিক হামলার হুঁশিয়ারি দিয়ে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা মুহাম্মদ আসিফ বলেছেন, পানির প্রবাহ থামানোও এক ধরনের আগ্রাসন- যার জবাব পাকিস্তান দেবে। শুক্রবার (২ মে) পাকিস্তানের জিও নিউজ চ্যানেলের 'নয়া পাকিস্তান' টকশোতে অংশ নিয়ে তিনি এসব কথা বলেন। খাজা মুহাম্মদ আসিফ বলেন, শুধু গোলা-বারুদের মাধ্যমে নয়, নানাভাবে আগ্রাসন চালানো সম্ভব। পানি বন্ধ করে দেওয়া, বা প্রবাহ পরিবর্তন করাও একটি ভয়াবহ আগ্রাসন। এতে লক্ষাধিক মানুষ খাদ্য ও পানির সংকটে পড়বে এবং মৃত্যু অবধারিত হয়ে উঠবে। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেন, ভারত যদি সিন্ধু নদে কোনো ধরনের বাধ বা স্থাপনা নির্মাণ শুরু করে, যার ফলে পানির প্রবাহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়- তাহলে আমরা অবশ্যই প্রতিক্রিয়া দেখাবো। ওইসব স্থাপনাকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হবে। তবে, খাজা মুহাম্মদ আসিফ জানান, বর্তমানে পাকিস্তান আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে এই বিষয়টি তুলে ধরছে এবং পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। প্রসঙ্গত, গত ২২ এপ্রিল ভারতেশাসিত কাশ্মীরের পহেলগাঁও এলাকায় পর্যটকদের ওপর ভয়াবহ হামলার ঘটনা ঘটে। লস্কর-ই-তৈয়বার সহযোগী ২-এর পাতায় দেখুন

এসএসসি পরীক্ষার্থীসহ দুজনকে ফেরত দিলো বিএসএফ

স্টাফ রিপোর্টার : দফায় দফায় আলোচনার পরে লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার সীমান্ত থেকে আটক এসএসসি পরীক্ষার্থীসহ দুই বাংলাদেশিকে ফেরত দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। গত শুক্রবার বিকালে আন্তর্জাতিক সীমানা পিলার ৮২৫-এর সাব পিলার ১-এর কাছ থেকে তাদের বিএসএফ ধরে নিয়ে যায়। এর ১০ ঘণ্টা পর গতকাল শনিবার রাত ৩টার দিকে বুড়িমারী স্থলবন্দর দিয়ে ওই দুজনকে বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করে বিএসএফ। পাটগ্রাম সীমান্ত থেকে ধরা হলেও বুড়িমারী ইউনিয়নের বুড়িমারী স্থলবন্দর দিয়ে তাদের হস্তান্তর করা হয়। এ সময় বিএসএফ, বিজিবি ছাড়াও স্থানীয় প্রশাসনের লোকজন উপস্থিত ছিলেন। হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া পাটগ্রাম ইউনিয়ন

২-এর পাতায় দেখুন

জাতীয় ঐকমত্য তৈরির মাধ্যমে একটি জাতীয় সনদ তৈরি করাই লক্ষ্য —— আলী রীয়াজ

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেছেন, গণতন্ত্র পূর্ণ প্রতিষ্ঠায় আমাদের লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জাতীয় ঐকমত্য তৈরি করার মাধ্যমে একটি জাতীয় সনদ তৈরি করা। জাতীয় সংসদের এলডি হলে জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের সঙ্গে সংলাপের সূচনা বক্তৃতায় তিনি গতকাল শনিবার এ কথা বলেন। আলী রিয়াজ আশা প্রকাশ করে বলেন, রাষ্ট্র পুনর্গঠন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক দল ও জোটগুলো নিজ নিজ অবস্থান থেকে ছাড় দেবে। তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন রকম আদর্শিক অবস্থান থেকে তাদের মতামত দিয়েছেন। আমরা আশা করি জাতীয় স্বার্থে, রাষ্ট্র পুনর্গঠনের প্রশ্নে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা

২-এর পাতায় দেখুন

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সাথে শনিবার ঢাকায় জাতীয় সংসদ ভবনের এলডি হলে জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ উপস্থিত ছিলেন। -পিআইডি

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়ন্ত্রণহীন বিশৃঙ্খলা

স্টাফ রিপোর্টার : নিজেদের মধ্যে একের পর এক সংঘর্ষ-মারামারিতে জড়াচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের বেপরোয়া আচরণে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্র বিশৃঙ্খল ও নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থা। পান থেকে চুন খসলেই শিক্ষার্থীরা সংঘর্ষে জড়াচ্ছেন। প্রতিষ্ঠান প্রধান বা প্রশাসনকে জিম্মি করে দাবি আদায়ের চেষ্টা করছেন। বিভিন্ন দাবি আদায়ের আন্দোলনে স্থবির হয়ে পড়েছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রম। বিশিষ্টজনরা বলছেন- সমাজের মধ্যকার অস্থিরতারই বহিঃপ্রকাশ শিক্ষার্থীদের মধ্যে চলা এই অস্থিরতা। এর পেছনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরও ব্যর্থতা রয়েছে। সম্প্রতি রাজধানীর বনানীতে হাসাহাসির মতো তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রাইম এশিয়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ষষ্ঠ সেমিস্টারের শিক্ষার্থী জাহিদুল ইসলাম

২-এর পাতায় দেখুন

বিএনপির সমর্থনে ইউনূস সরকার টিকে আছে : শামসুজ্জামান দুদু

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির সমর্থনের কারণে ড. মুহাম্মদ ইউনূস সরকার টিকে আছেন বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আমরা যাকে সমর্থন দিচ্ছি তিনি হচ্ছেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি শক্তভাবে দাঁড়িয়ে আছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সমর্থনের কারণে।'শনিবার দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে সাবেক মন্ত্রী সুনীল গুপ্তর ১৬তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এক স্মরণসভায় তিনি এসব কথা বলেন। সভাটি আয়োজন করে সুনীল গুপ্ত স্মৃতি সংসদ। শামসুজ্জামান দুদু বলেছেন, 'গত ১৫-১৬ বছর ধরে লড়াই করেছি। লড়াইটা এখনো আছে, এখনো রাজপথে আছি। সেই লড়াইটা শেষ হবে

২-এর পাতায় দেখুন

মানবিক করিডোরের নামে সার্বভৌমত্ব হুমকিতে ফেলা যাবে না: মামুনুল হক

স্টাফ রিপোর্টার : মানবিক করিডোরের নামে বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে ফেলা যাবে না। দিল্লির দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়েছি নিউ ইউর্কের গোলামি করার জন্য নয়। এই অপতৎপরতা বন্ধ না হলে দেশপ্রেমিক জনতাকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে হবে। শনিবার এসব কথা বলেন হেফাজতে ইসলামের যুগ্ম মহাসচিব ও খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক। রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নারী অধিকার বিষয়ক সংস্কার কমিশন বাতিলসহ চার দাবিতে হেফাজতে ইসলাম আয়োজিত মহাসমাবেশে তিনি এসব কথা

২-এর পাতায় দেখুন

আ.লীগ নিষিদ্ধসহ ১২ দফা দাবি হেফাজতের সমাবেশ থেকে কঠোর বার্তা

স্টাফ রিপোর্টার : গণহত্যা, অর্থপাচার, লুটপাট, নির্যাতন ও দুঃশাসনের দায়ে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের দাবি উঠেছে গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে। এবার একই দাবি করেছে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশও। শনিবার (৩ মে) রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে হেফাজতের ইসলামের মহাসমাবেশে সংগঠনটির পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণাসহ ১২ দফা দাবি পেশ করা হয়। সংগঠনটির নায়েবে আমির মাওলানা মাহফুজুল হক এসব দাবি পেশ করেন। এ সময় আল্লামা শাহ মুহিব্বুল্লাহ্ বাবুনগরীর সভাপতিত্বে ও হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশসহ দেশের শীর্ষ নেতৃবৃন্দসহ দেশ বরেণ্য ওলামায়ে কেরাম উপস্থিতি ছিলেন। দাবি পেশকালে হেফাজতে ইসলামের নায়েবে আমির মাওলানা মাহফুজুল হক ২০১৩ সালের ৫ মে মতিঝিলের শাপলা চত্বরে গণহত্যাসহ জুলাই আন্দোলনের ৮৪ জন মাদরাসা ছাত্র-শিক্ষকসহ সব শহীদকে স্মরণ করেন। তাদের আত্মার মাগফিরাত ২-এর পাতায় দেখুন

শেখ হাসিনার দুঃশাসন ও পতন নিয়ে আল জাজিরার বিশেষ তথ্যচিত্র

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশে ছাত্রজনতার গণঅভ্যুত্থানের মুখে পালিয়ে যাওয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দুঃশাসন ও পতন নিয়ে তথ্যচিত্র প্রকাশ করেছে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা। এতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস, সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার উজ-জামানসহ হাসিনা আমলের অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার ভুক্তভোগীর বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। তথ্যচিত্রে উঠে আসে কীভাবে রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে ফ্যাসিবাদ কায়েম করেছিল আওয়ামী লীগ সরকার। গত শুক্রবার (২ মে) প্রকাশিত 'রিবিল্ডিং

২-এর পাতায় দেখুন

গাজায় ইসরাইলি আগ্রাসনে নিহত আরও ৪৩ ফিলিস্তিনি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় বিমান হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরাইলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ)। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় উপত্যকাটিতে ইসরাইলি হামলায় নিহত হয়েছেন ৪৩ ফিলিস্তিনি। আহত আরও ৭৭। এ খবর দিয়েছে অনলাইন আল জাজিরা। শুক্রবারের অভিযানের পর দেড় বছরে গাজায় মোট নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫২ হাজার ৪১৮ জনে। আহত ১ লাখ ১৮ হাজার ৯১। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ২-এর পাতায় দেখুন

আবরার হত্যায় হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ছাত্র আবরার ফাহাদকে নৃশংসভাবে পিটিয়ে হত্যা মামলায় বিচারিক আদালতের দেওয়া ২০ জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ ও পাঁচজনের যাবজ্জীবন দণ্ডাদেশ বহাল রেখে হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ করা হয়েছে। সম্প্রতি ১৩১ পৃষ্ঠার এই রায় প্রকাশ করা হয়েছে বলে গতকাল শনিবার জানা গেছে। এর আগে গত ১৬ মার্চ বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেনের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় দেন। রায়ের সময় অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান, আসামিপক্ষের

২-এর পাতায় দেখুন

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা রবিবার ॥ ০৪ মে ২০২৫ ॥ ২১ বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা

পুঁজিবাজারে মূলধন কমেছে ১৭ হাজার ৩১৭ কোটি টাকা

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সূচকের পতনের মধ্যে দিয়ে বিদায়ী সপ্তাহের (২৭ থেকে ৩০ এপ্রিল) লেনদেন শেষ হয়েছে। এ সময়ে ডিএসইতে টাকার পরিমাণে লেনদেন কমলেও সিএসইতে বেড়েছে। তবে উভয় পুঁজিবাজারে বিদায়ী সপ্তাহে বাজার মূলধন কমেছে ১৭ হাজার ৩১৬ কোটি ৯০ লাখ টাকা। শনিবার (৩ মে) ডিএসইর সাপ্তাহিক বাজার পর্যালোচনা সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। তথ্য মতে, সপ্তাহের ব্যবধানে ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ৫৪.৬৯ পয়েন্ট বা ১.১০ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ৯১৭ পয়েন্টে। অপর সূচকগুলোর মধ্যে ডিএসই-৩০ সূচক ২২.১২ পয়েন্ট বা ১.২০ শতাংশ কমে ১ হাজার ৮২২ পয়েন্টে, ডিএসই শরিয়াহ সূচক ১০.৫২ পয়েন্ট বা ০.৯৫ শতাংশ কমে ১ হাজার ৯৪ পয়েন্টে এবং ডিএসএমইএক্স সূচক (এসএমই ইনডেক্স) ১১.০৫ পয়েন্ট বা ১.২১ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯২৩ পয়েন্টে। বিদায়ী সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে বাজার মূলধন দাঁড়িয়েছে ৬ লাখ ৫৬ হাজার ৫৬৯ কোটি ৩৬ লাখ টাকা। আর বিদায়ী সপ্তাহের আগের সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে ডিএসইর বাজার মূলধন ছিল ৬ লাখ ৬৩ হাজার ৪৫০ কোটি ১৪ লাখ টাকা।

অর্থাৎ সপ্তাহের ব্যবধানে বাজার মূলধন কমেছে ৬ হাজার ৮৮০ কোটি ৭৭ লাখ টাকা। বিদায়ী সপ্তাহে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ৪১০ কোটি ১৫ লাখ টাকা। আর বিদায়ী সপ্তাহের আগের সপ্তাহে লেনদেন হয়েছিল ১ হাজার ৭১৮ কোটি ১৮ লাখ টাকার। অর্থাৎ সপ্তাহের ব্যবধানে ডিএসইতে লেনদেন কমেছে ৩০৮ কোটি ৩ লাখ টাকা। বিদায়ী সপ্তাহে ডিএসইতে মোট ৩৯৪টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিটের লেনদেন হয়েছে। কোম্পানিগুলোর মধ্যে দর বেড়েছে ১৫৮টির, দর কমেছে ১৯৯টির ও দর অপরিবর্তিত ৩৭ রয়েছে টির। তবে লেনদেন হয়নি ১৯টির। অপর পুঁজিবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) বিদায়ী সপ্তাহে সিএসইর সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ১৫১.৬৪ পয়েন্ট বা ১.০৮ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ১৩ হাজার ৮০৫ পয়েন্টে। সিএসইর অপর সূচকগুলোর মধ্যে সিএসই-৩০ সূচক ০.৮৩ শতাংশ কমে ১১ হাজার ৬৭৩ পয়েন্টে, সিএসসিএক্স সূচক ১.১৩ শতাংশ কমে ৮ হাজার ৪২৮ পয়েন্টে, সিএসআই সূচক ০.৬৪ শতাংশ কমে ৮৯৭ পয়েন্টে এবং এসইএসএমইএক্স (এসএমই ইনডেক্স) ০.১৪ শতাংশ থাকায় ১ হাজার ৯৮৩ পয়েন্ট অপরিবর্তীত রয়েছে। বিদায়ী সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে বাজার মূলধন দাঁড়িয়েছে ৬ লাখ ৮৭ হাজার ৭৩১ কোটি ৪৯ লাখ টাকা। আর বিদায়ী সপ্তাহের আগের সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে সিএসইর বাজার মূলধন ছিল ৬ লাখ ৯৮ হাজার ১৬৭ কোটি ৬২ লাখ টাকা। টাকায়। অর্থাৎ সপ্তাহের ব্যবধানে বাজার মূলধন কমেছে ১০ হাজার ৪৩৬ কোটি ১৩ লাখ টাকা। বিদায়ী সপ্তাহে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন হয়েছে ৬৮ কোটি ৬৩ লাখ টাকা। আর বিদায়ী সপ্তাহের আগের সপ্তাহে লেনদেন হয়েছিল ২৭ কোটি ৩৪ লাখ টাকা।

৭-এর পাতায় দেখুন

ডেঙ্গু বাড়ার শঙ্কা

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীতে বর্ষা আসার আগেই বেড়েছে মশার উপদ্রব। ফলে বাড়ছে ডেঙ্গুর শঙ্কাও। নগরবাসীর অভিযোগ, কার্যকর পদক্ষেপ না থাকায় এমন পরিস্থিতির মুখে পড়েছেন তারা। তবে সিটি করপোরেশন বলছে, এরইমধ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগ এডিশ মশা ঠেকাতে নানা উদ্যোগের কথা জানিয়েছে। বৈশাখ মাসেই হঠাৎ বৃষ্টি চোখ রাঙাচ্ছে ডেঙ্গু প্রকোপের। সাধারণত জুন থেকে ডেঙ্গু মৌসুম ধরা হলেও গত দু-এক বছরে কোনো নিয়ম মানছে না ডেঙ্গু। গত ২৪ ঘণ্টায় ২৫ জন ডেঙ্গু রোগী বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে বরিশাল বিভাগেই ২০ জন। চলতি বছরে গতকাল পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন ২ হাজার ৬১১ জন রোগী এবং মৃতের সংখ্যা ২০ জন। আক্রান্তদের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বরিশাল বিভাগে ৭২৭ জন, চট্টগ্রামে ৪৯২ জন, ঢাকা বিভাগে (মহানগর ছাড়া) ৩৮৬ জন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ৪৪৫ জন, উত্তর সিটিতে ২৯২ জন, খুলনা বিভাগে ১২৭ জন, ময়মনসিংহে ৬৪ জন, রাজশাহীতে ৬৪ জন, রংপুর বিভাগে ৭ জন ও সিলেটে ৭ জন রোগী রয়েছেন। জানুয়ারিতে মৃত্যু ১০ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩ জন এবং এপ্রিলে ৭ জন। দিকে, ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে সরকার এবার বিজ্ঞানভিত্তিক ও যৌথ উদ্যোগে নতুন পরিকল্পনায় এগুচ্ছে। জানা গেছে, পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে ওলবাচিয়া ও সেরোলজিক্যাল জরিপে জোর দিয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়। গত সপ্তাহে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয় 'ডেঙ্গু প্রতিরোধে সরকারি-বেসরকারি

৭-এর পাতায় দেখুন

ভারতের সঙ্গে উত্তেজনার মাঝেই

ভয়ংকর ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালাল পাকিস্তান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা যুদ্ধের দিকে এগোচ্ছে। সীমান্তে সেনাদের মধ্যে প্রতিনিয়ত ব্যাপক গোলাগুলি হচ্ছে। এর মধ্যে গত ১ মে সামরিক মহড়া চালিয়েছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী। একদিন পরেই এবার ভয়ংকর ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালাল ইসলামাবাদ। শনিবার (৩ মে) দ্য ডন এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, কাশ্মীরের পেহেলগামে হামলার উত্তেজনার মধ্যেই ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালাল পাকিস্তান। পাকিস্তানের আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদফতরেরবরাত দিয়ে গণমাধ্যমটি জানায়, ক্ষেপণাস্ত্রটি ৪৫০ কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত এবং পারমাণবিক উভয় ধরনের ওয়ারহেড বহন করতে সক্ষম। আবদালি উইপন সিস্টেম নামের এই ক্ষেপণাস্ত্রটি 'ইন্ডাস' সামরিক মহড়ার অংশ হিসেবে উৎক্ষেপণ করা হয় পাকিস্তান সেনাবাহিনী জানায়, ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার লক্ষ্য ছিল সেনাদের অপারেশনাল প্রস্তুতি নিশ্চিত করা, ক্ষেপণাস্ত্রের উন্নত নেভিগেশন সিস্টেম এবং উন্নত ম্যানুভারেবিলিটি বৈশিষ্ট্যসহ গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত পরামিতি যাচাই করা। এদিকে, পাকিস্তানের এই ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষাকে 'গুরুতর উসকানি' হিসেবে দেখছে ভারত। অথচ, গেল সপ্তাহে ভারতও একাধিক অ্যান্টি-শিপ (জাহাজ বিধ্বংসী) ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালিয়েছিল। শুধু তাই নয়, সীমান্তে যেকোনো ধরনের হুমকি মোকাবিলায় নিজের তিন বাহিনীকে অভিযানের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গত ২২ এপ্রিল পেহেলগামে হামলায় পাকিস্তানকে দোষারোপ করছে ভারত। তবে হামলায় জড়িত থাকার কথা শুরু থেকেই অস্বীকার এবং একটি বিশ্বাসযোগ্য ও স্বচ্ছ তদন্তে অংশ নেওয়ার প্রস্তাব দিয়ে আসছে ইসলামাবাদ। তারপরেও পাকিস্তানকে দায়ী করে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে ভারত। জাতিসংঘ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বিভিন্ন দেশের নেতারা উভয় পক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন। ইরান

৭-এর পাতায় দেখুন

ডিসেম্বরের পাল্লা ভারী করার মিশনে বিএনপি

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা না হওয়ায় দেশের প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপিসহ তাদের মিত্র দলগুলোর মধ্যে অস্থিরতা ও অস্বস্তি বিরাজ করছে। এই অবস্থায় নিজেদের মধ্যে ঐক্য ধরে রাখতে এবং আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবিকে সামনে রেখে নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত প্রায় ৫০টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করেছে দলটি। নিজেদের দাবির পক্ষে অবস্থান আরও জোরালো করতে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ধর্মভিত্তিক কয়েকটি দলের সঙ্গেও বৈঠক করবে বিএনপি। বিএনপি ও তাদের মিত্র দলগুলো বলছে, এসব বৈঠকের মূল এজেন্ডা ছিল নিজেদের মধ্যকার ঐকমত্য ধরে রেখে একই ধরনের রাজনৈতিক অবস্থান বজায় রাখা। অর্থাৎ সরকার যাতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নির্বাচন ও সংস্কারের প্রশ্নে বিভক্তি-বিভাজন তৈরি করতে না পারে- সেটাই লক্ষ্য ছিল। একইসঙ্গে সরকারকে চাপে রাখা। যাতে সরকার ৪০-৫০ যে কয়টি রাজনৈতিক দলের কথা বলে, সবাই যেন বলে ডিসেম্বর মধ্যে নির্বাচন চাই। বিএনপির মিডিয়া সেলের অন্যতম সদস্য শায়রুল কবির খান বলেন, বিএনপির স্থায়ী কমিটি সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর নেতৃত্বে লিয়াঁজো কমিটি যুগপৎ আন্দোলনের সবকটি দল অর্থাৎ ২০টি রাজনৈতিক দলের সাথে বৈঠক করেছেন। এ ছাড়াও কমিউনিস্ট পার্টি ও বাসদ এবং আন্দালিব রহমান পার্থের নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির সঙ্গেও বৈঠক হয়েছে। অন্যদিকে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খানের নেতৃত্বে ২৩টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। আগামী কিছুদিনের মধ্যে ধর্মভিত্তিক কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গেও বিএনপির আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক বৈঠক হতে পারে বলে বিএনপির একটি সূত্রে জানা গেছে। দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেন, ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচনকে সামনে রেখে দল-জোটগুলোর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। বিএনপির সঙ্গে বৈঠকে অংশ নেওয়া দলগুলোর নেতারা বলছেন, বৈঠকে বিএনপি নেতারা তাদের বলেছেন, ২০১৮ সালের ??প্রহসনমূলক নির্বাচনের সময় আমরা ঐক্যবদ্ধ ছিলাম। এরপর আন্দোলন-সংগ্রাম এবং নির্যাতনও ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করেছি। সেই

৭-এর পাতায় দেখুন

শাপলা চত্বর হত্যাকাণ্ডে হাসিনার বিরুদ্ধে সবাই মামলা করুন: মাহমুদুর রহমান

স্টাফ রিপোর্টার : সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে হেফাজতে ইসলামের মহাসসমাবেশে বক্তব্য দিচ্ছেন আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমান। ২০১৩ সালে মতিঝিলের শাপলা চত্বরে গণহত্যা চালানোর অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে সবাইকে মামলা করার আহ্বান জানিয়েছেন আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমান। শনিবার (৩ মে) দুপুরে রাজধানীর ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের মহাসমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান।

৭-এর পাতায় দেখুন

১২ দফা দাবিতে অভিভাবক ঐক্য ফোরামের মানববন্ধন

স্টাফ রিপোর্টার : শিক্ষার অনিয়ম, দুর্নীতি এবং অসংগতি নিরসন, শিক্ষার পরিবেশ ও মান উন্নয়নে শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠনসহ ১২ দফা দাবিতে মানববন্ধন করেছে 'অভিভাবক ঐক্য ফোরাম'। গতকাল শনিবার সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধন থেকে সরকারের কাছে ১২ দফা দাবি তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে অন্যতম দাবিগুলো হলো- আইডিয়াল স্কুল, ভিকারুন্নেসা নুন স্কুল এবং মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে চলমান দুর্নীতি দূর করতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদমর্যাদার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করতে হবে; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এনটিআরসির মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চলমান অনিয়ম দুর্নীতি বন্ধ করে দুদকের মাধ্যমে দ্রুত তদন্তের ব্যবস্থা করতে হবে; নৈতিক শিক্ষার প্রসার ও আদর্শবান সুনাগরিক গড়ে তুলতে সব স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠন করতে হবে। এছাড়াও কোচিং বাণিজ্য বন্ধ,

৭-এর পাতায় দেখুন

ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিলে নির্বাচন হওয়া উচিত: জামায়াত আমির

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের মানুষ একটি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করছেন উল্লেখ করে বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, দেশের আবহাওয়া ও অবস্থার দিকে তাকিয়ে ফেব্রুয়ারি কিংবা এপ্রিলে নির্বাচন হওয়া উচিত। গতকাল শনিবার সকালে ঢাকার মগবাজারে আল-ফালাহ মিলনায়তনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর জেলা ও মহানগরী আমির সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। জামায়াত আমির বলেন, আমরা দুটি সময়কে উপযুক্ত মনে করি। একটি ফেব্রুয়ারিতে রোজার আগে। তবে যদি এ সময়ের মধ্যে সংস্কারগুলো এবং বিচারের দৃশ্যমান প্রক্রিয়া জনমনে আস্থা সৃষ্টির পর্যায়ে না আসে তাহলে সর্বোচ্চ এপ্রিল পার হওয়া উচিত না। এখানে আমাদের দেশের আবহাওয়া এবং পারিপার্শ্বিকতার বিষয় আছে। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ এবং মার্চ মাসের তিন ভাগের দুই ভাগ রোজা থাকবে। সে সময়ে নির্বাচন সম্ভব নয়। তিনি আরও বলেন, সংস্কার কার্যক্রম যেটা হাতে নেওয়া হয়েছে তা যদি আক্ষরিকভাবেই গতিশীল করা হয় এবং অংশীজনরা সেরকম সহযোগিতা করেন তাহলে সরকারের ঘোষিত সময়ের মধ্যে সংস্কার করে নির্বাচন সম্ভব। ফ্যাসিবাদের পতন হলো নাকি ফ্যাসিবাদীদের পতন হলো তা নিয়েও

৭-এর পাতায় দেখুন

শেখ হাসিনার ফাঁসি না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে: হাসনাত

স্টাফ রিপোর্টার : ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফাঁসি নিশ্চিত না করা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ। শনিবার (৩ মে) রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে হেফাজতে ইসলামের মহাসমাবেশে যোগ দিয়ে তিনি এ ঘোষণা দেন। শেখ হাসিনার ফাঁসি নিশ্চিত না করা অবধি দাবি আদায়ে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়ে হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন, শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে হলেও আমরা এই তরুণ প্রজন্ম শেখ হাসিনার ফাঁসি নিশ্চিত করার অবধি আন্দোলন চালিয়ে যাব। আওয়ামী লীগ একটি সন্ত্রাসী সংগঠন উল্লেখ করে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের মৃত্যু হয়েছে বাংলাদেশে, তার দাফন হয়েছে ভারতে। আওয়ামী লীগ কোনো রাজনৈতিক দল নয়। শেখ মুজিব বাকশাল কায়েম করে গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করেছেন। ৩০ হাজার জাসদ কর্মীকে হত্যা করেছিলেন। তিনি আরও বলেন, যারা বাইতুল মোকাররমের সামনে হেফাজত কর্মীদের টেনে রাস্তায় নামিয়েছিল, সেই আওয়ামী লীগের আর পুনর্বাসন হবে না। কিন্তু আট

৭-এর পাতায় দেখুন

প্রাথমিকে পরীক্ষা পদ্ধতি চালু হয়েছে, বৃত্তিও চালু হবে

— প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার বলেছেন, প্রাথমিকে পরীক্ষা পদ্ধতি চালু হয়েছে, বৃত্তিও চালু করতে যাচ্ছি। আজ লক্ষ্মীপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে লক্ষ্মীপুর জেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে করণীয় বিষয়ে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় উপদেষ্টা এ কথা বলেন। উপদেষ্টা বলেন, আমাদের টার্গেট হলো মিনিমাম সাক্ষরতা। শিশুরা মাতৃভাষায় সাবলীলভাবে বলতে পারবে, পড়তে পারবে, লিখতে পারবে। গাণিতিক বিষয়ে সাক্ষরতা অর্জন করবে। যদি শিশুরা সেগুলো পারে তাহলে বলবো আমরা লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। ডা. বিধান রঞ্জন রায় বলেন, শিক্ষকরা দায়িত্ব পালন করছেন সমাজের জন্য, জাতির জন্য। একজন শিশুকে

৭-এর পাতায় দেখুন

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার শনিবার লক্ষ্মীপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে করণীয় বিষয়ে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। -পিআইডি

বিভিন্ন দেশের ৪৮ হাজার ৩১৯ বন্দিকে ফেরত পাঠালো মালয়েশিয়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বিভিন্ন দেশের ৪৮ হাজার ৩১৯ বন্দিকে ফেরত পাঠিয়েছে মালয়েশিয়া। তবে এ সংখ্যায় কতজন বাংলাদেশি রয়েছেন তা জানায়নি দেশটির ইমিগ্রেশন বিভাগ। শনিবার ইমিগ্রেশন বিভাগ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, গত বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত সারাদেশের ১৮টি স্থায়ী ডিপো, দুটি অস্থায়ী ডিপো এবং ছয়টি বাইতুল মাহাব্বার মাধ্যমে সাজা শেষে আকাশ ও নৌপথে ৪৮ হাজার ৩১৯ জন অভিবাসীকে তাদের নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। ইমিগ্রেশন অধিদপ্তরের প্রধান দাতুক জাকারিয়া শাবান বিবৃতিতে বলেছেন, সারাদেশের ডিপোগুলোতে মাত্র ২১ হাজার ৫৩০ জন বন্দিকে রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। তারমতে, ডিপোর জট কমাতে, বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল যেন গত ৩১ ডিসেম্বর ৪৮ হাজার ৩১৯ জন আটক অভিবাসীদের সাজা শেষে তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানো

৭-এর পাতায় দেখুন

৪৩ ফ্লাইটে আরও ১৭৬৯৪ হজযাত্রী সৌদি আরব পৌঁছেছেন

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি বছর হজ করার জন্য শুক্রবার দিবাগত রাত ২টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে আরও ১৭ হাজার ৬৯৪ হজযাত্রী সৌদি আরব পৌঁছেছেন। মোট ৪৩টি ফ্লাইটে তারা সৌদিতে পৌছান। ৪৩টি ফ্লাইটের মধ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ১৮টি, সৌদি এয়ারলাইন্সের ১৩টি এবং ফ্লাইনাস এয়ারলাইন্স ১২টি ফ্লাইট পরিচালনা করেছে। এখন পর্যন্ত ৭২ হাজার ৯৫২টি ভিসা ইস্যু করা হয়েছে। শনিবার (৩ মে) হজ সম্পর্কিত সবশেষ বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এয়ারলাইন্স, সিভিল এভিয়েশন অথরিটি অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ হজ অফিস ঢাকা এবং সৌদি আরব সূত্রে এ তথ্য জানিয়েছে হেল্প ডেস্ক। এর আগে গত ২৯ এপ্রিল বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের প্রথম ডেডিকেটেড ফ্লাইট ৩৯৮ জন হজযাত্রী নিয়ে সৌদির উদ্দেশে যাত্রা করে। এর মধ্য দিয়েই চলতি বছরের হজের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। শেষ হবে ৩১ মে। চলতি বছর সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ করতে যাবেন ৫ হাজার ২০০ জন এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় যাবেন ৮১ হাজার ৯০০ জন। সৌদি আরবে চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ৫ জুন হজ অনুষ্ঠিত হতে পারে। হজ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী হজ এজেন্সির সংখ্যা ৭০টি। হজ ফ্লাইট শুরু হয়েছে ২৯ এপ্রিল। শেষ হজ ফ্লাইট ৩১ মে। হজযাত্রীদের প্রথম ফিরতি ফ্লাইট ১০ জুন, আর শেষ ফিরতি ফ্লাইট ১০ জুলাই।

নির্মাণ কাজ কমে যাওয়ায় কমেছে রড বেচাকেনা

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুরে আবাসন শিল্পসহ বিভিন্ন নির্মাণ কাজ বিগত বছরগুলোর তুলনায় অনেক কম। ফলে বাজারে কমেছে রড বেচা-কেনা। রডের দামের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা দেখা গেছে। বিভিন্ন কারখানার রড বিভিন্ন দামে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া পাইকারি ও খুচরা বাজারেও দামের ভিন্নতা দেখা গেছে। রডের পাইকারি, খুচরা ব্যবসায়ী এবং নির্মাণ শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এ বছর মানুষ বাড়িঘর নির্মাণ কম করছেন। আর

বহুতল ভবন নতুন করে গড়ে ওঠা আশংকাজনক হারে কমে গেছে। যেগুলোর নির্মাণ কাজ অব্যাহত ছিল কেবল সেগুলোর কাজ চলছে। ভোগড়া বাসন সড়ক এলাকার রড সিমেন্ট ব্যবসায়ী জামাল হোসেন জানান, গত বছরের তুলনায় এ বছর রড বিক্রি কম। আগে প্রতিদিন ৫-৭ টন রড বিক্রি হতো। এ বছর তিন দিনেও ৫ টন রড বিক্রি করতে পারিনি। চান্দনা চৌরাস্তা এলাকার ব্যবসায়ী ইসমাইল হোসেন জানান, দেশে এবার রডের উৎপাদন বেশি হওয়ায় রডের দাম কম। আবার ডলারের দাম বাড়লে রডের দামও বেড়ে যায়। ডলারের দামের সঙ্গে স্ক্রাবের দাম হ্রাসবৃদ্ধি হয়। জাহাজভাঙা স্ক্রাব থেকে যেহেতু রড উৎপাদন হয়, সেহেতু ডলারের সঙ্গে রডের দাম জড়িত। এছাড়া নির্মাণ কাজ কমে যাওয়ায় রডের বাজারে বেচাকেনা কম হচ্ছে। ভোগড়া এলাকার অপর

৭-এর পাতায় দেখুন

ঢাকায় বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১১ ব্যক্তি গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর হাতিরঝিল থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে মাদক কারবারি ও চোরসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় তাদের কাছ থেকে ২৫০ গ্রাম গাঁজা, মাদকদ্রব্য বিক্রির ১ হাজর ৮৪০ টাকা ও একটি চোরাই মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে। শনিবার (৩ মে) দুপুরে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম শাখা থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ডিএমপি জানায়, শুক্রবার (২ মে) হাতিরঝিল থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় সাঁড়াশি অভিযান চালিয়ে ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের মধ্যে আছে চোর, পেশাদার মাদক কারবারি, পরোয়ানাভুক্ত আসামি ও বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ব্যক্তি। তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা

৭-এর পাতায় দেখুন

খাগড়াছড়ির প্রধান সমস্যা পানি

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি : খাগড়াছড়ির জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার দুর্গম একটি গ্রামের নাম হাজাপাড়া। যে গ্রামে নেই কোন ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা, নেই স্বাস্থ্য সেবা, নেই কোন সুপেয় পানির ব্যবস্থা। সে গ্রামে অনেকগুলোর সমস্যার মধ্যে প্রধান সমস্যাই পানি, জানালেন গ্রামবাসীরা। তাদের দাবি,

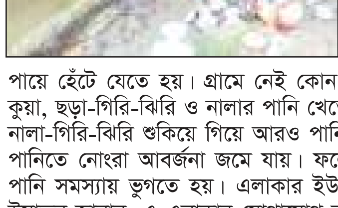

অন্তত সরকার যেন তাদের জন্য যে কোন উপায়ে সুপেয় পানির ব্যবস্থা করে দেন। মাটিরাঙ্গার অতি পুরনো এই গ্রামের বাসিন্দাদের গোসল আর পানির জন্য যেতে হয় অনেক দূরে খাড়া পাহাড়ের নিচে। আর বাজারে বা স্বাস্থ্য সেবার জন্য দেড়-দুই ঘণ্টা পায়ে হেঁটে যেতে হয়। গ্রামে নেই কোন টিউবওয়েল। সারা বছর তাদের কুয়া, ছড়া-গিরি-ঝিরি ও নালার পানি খেতে হয়। শুকনা মৌসুমে তো ছড়া-নালা-গিরি-ঝিরি শুকিয়ে গিয়ে আরও পানি সংকটে পড়তে হয়। বর্ষায় সব পানিতে নোংরা আবর্জনা জমে যায়। ফলে এই গ্রামবাসীদের সারা বছরই পানি সমস্যায় ভুগতে হয়। এলাকার ইউপি মেম্বার উমেন্দ্র বিকাশ ত্রিপুরা উষাতন জানান, এ এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা আর পানির সমস্যা প্রকট। সারা বছরই পানির সমস্যায় ভূগতে হয়। এই সময়ে ছড়া নালা সব শুকিয়ে পানির সমস্যা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। এই গ্রামের কৃতি সন্তান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদকপ্রাপ্ত ভাষা গবেষক মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা বলেন, "এই পাড়াটা অত্যন্ত প্রত্যন্ত অঞ্চল। গাড়ির কোন সংযোগ নেই। ব্রিজ কালভার্ট নেই। উন্নত দুনিয়া থেকে একটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চল। এখানে পানির কোন ব্যবস্থা নেই, সুপেয় পানির জন্য অনেক দূরে যেতে হয়। এখানে রিং ওয়েল, টিউবওয়েল কোন কিছুই নেই। কাছাকাছি নেই কোন স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রও। তাদের অনেক দূরে গিয়ে স্বাস্থ্য সেবা নিতে

৭-এর পাতায় দেখুন

সৌদির কাছে ৩৫০ কোটি ডলারের ক্ষেপণাস্ত্র বিক্রি করছে যুক্তরাষ্ট্র

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : সৌদি আরবের কাছে ৩৫০ কোটি ডলারের ক্ষেপণাস্ত্র বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। শুক্রবার (২ মে) এক বিবৃতিতে পেন্টাগন জানিয়েছে, সৌদি আরবের কাছে এআইএম-১২০সি-৮ উন্নত মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রসহ ৩৫০ বিলিয়ন ডলারের সামরিক সরঞ্জাম বিক্রয় অনুমোদন করেছে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর। ক্ষেপণাস্ত্র বিক্রি নিয়ে সৌদি আরবের সঙ্গে চুক্তির বিষয়টি এরইমধ্যে কংগ্রেসকে অবহিত করা হয়েছে। শনিবার (৩ মে) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সম্প্রতি এক হাজার এআইএম-১২০সি-৮ ক্ষেপণাস্ত্র, ৫০টি আমরাম গাইডেন্স সেকশনসহ বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম কিনতে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রস্তাব দেয় সৌদি আরব। জানা

৭-এর পাতায় দেখুন

আদালত হাতপাখার প্রার্থীকে মেয়র নির্বাচিত করবেন: ফয়জুল করীম

বরিশাল প্রতিনিধি : ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নায়েবে আমির ও বরিশাল সিটি করপোরেশনের (বিসিসি) গত নির্বাচনে হাতপাখার মেয়র প্রার্থী মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম বলেছেন, দেশে বিচার পাওয়ার সুযোগ ছিল না। ৫ আগস্টের পর পরিস্থিতি পরিবর্তন হয়েছে। তাই বরিশাল সিটি নির্বাচনে ফলাফল বাতিল ও নিজেকে মেয়র ঘোষণার দাবিতে আদালতে মামলা দায়ের করেছি। মামলার রায়ে চট্টগ্রাম ও ঢাকার রেফারেন্সে আগামী ৫ মে আদালত হাতপাখার প্রার্থী হিসেবে মেয়র নির্বাচিত করবেন বলে আশা করছি। শনিবার (৩ মে) বেলা সাড়ে ১১টায় বরিশাল প্রেসক্লাবে সিটি করপোরেশন নির্বাচন নিয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। ফয়জুল করীম বলেন, ২০২৩ সালে বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচনে তৎকালীন ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধান নির্বাচন কমিশনার সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাই ইসলামী আন্দোলনের মেয়র প্রার্থী হিসেবে তখন হাতপাখা প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি। কিন্তু ওই নির্বাচনে দুপুর ১২টার আগেই ৩০ ভাগ ভোট জালিয়াতি ও কেন্দ্র দখল করে নেওয়া হয়। প্রার্থী হিসেবে আমার ওপর হামলা করে নিশ্চিত বিজয় ছিনিয়ে নিয়েছে। সাধারণ জনগণের

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, ই-মেইল : news.manabikbangladesh@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.manabikbangladesh.com.

আবরার হত্যায় হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ

আইনজীবী, আসামিদের পরিবারের সদস্য এবং ভিকটিম আবরার ফাহাদের ভাই আবরার ফাইয়াজ ও বাবা বরকত উল্লাহ উপস্থিত ছিলেন। রায়ের পর এক সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ায় আবরার ফাইয়াজ বলেন, রায় বহাল রয়েছে। আমরা অবশ্যই সন্তুষ্ট। আমরা আশা করবো যত দ্রুত সম্ভব যে প্রক্রিয়াগুলো আছে সেগুলো সম্পন্ন করে রায় কার্যকর করা হবে। আবরার ফাহাদের বাবা বরকত উল্লাহ বলেন, নিম্ন আদালতের রায় বহাল রয়েছে। এ রায়টা যেন অতিদ্রুত কার্যকর হয়। আমরা আপাতত সন্তুষ্ট। এ রায় দ্রুত কার্যকরে সরকারের কাছে দাবি জানাই। একজন আসামির জেল থেকে পলাতকের বিষয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এটা আমরা ছয় মাস পর জানলাম। এটা আমাদের কাছে প্রশ্ন না করে জেল কর্তৃপক্ষকে প্রশ্ন করাই ভালো। এ বিষয়ে আমরা কিছু বলতে পারবো না। এর আগে শুনানি শেষে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্ট মামলাটি রায়ের জন্য অপেক্ষমান (সিএভি) রাখেন। আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মো. জসিম সরকার, খন্দকার বাহার রুমি, নূর মুহাম্মদ আজমী ও রাসেল আহম্মেদ এবং সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল আবুল জব্বার জুয়েল, লাবনী আক্তার, তানভীর প্রধান ও সুমাইয়া বিনতে আজিজ। আসামিপক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এস এম শাহজাহান, আইনজীবী আজিজুর রহমান দুলু, মাসুদ হাসান চৌধুরী, মোহাম্মদ শিশির মনির। ২০২২ সালের ৬ জানুয়ারি এ মামলার ডেথ রেফারেন্স হাইকোর্টে এসে পৌঁছায়। ফৌজদারি কার্যবিধি অনুসারে বিচারিক আদালতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলে তা অনুমোদনের জন্য মামলার যাবতীয় কার্যক্রম উচ্চ আদালতে পাঠাতে হয়। পরে কারাবন্দি আসামিরা জেল আপিল করেন। পাশাপাশি অনেকে ফৌজদারি আপিলও করেছেন। ২০২১ সালের ৮ ডিসেম্বর আবরার ফাহাদ হত্যা মামলায় ২০ জনের মৃত্যুদণ্ড ও পাঁচজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন আদালত। ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-১ এর বিচারক আবু জাফর মো. কামরুজ্জামান ওই রায় ঘোষণা করেন। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন- মেহেদী হাসান রাসেল, মো. অনিক সরকার ওরফে অপু, মেহেদী হাসান রবিন ওরফে শান্ত, ইফতি মোশাররফ সকাল, মো. মনিরুজ্জামান মনির, মেফতাহুল ইসলাম জিয়ন, মো. মাজেদুর রহমান মাজেদ, মো. মুজাহিদুর রহমান মুজাহিদ, খন্দকার তাবাকারুল ইসলাম ওরফে তানভির, হোসেন মোহাম্মদ তোহা, মো. শামীম বিল্লাহ, মো. সাদাত এ এস এম নাজমুস সাদাত, মুনতাসির আল জেমী, মো. মিজানুর রহমান মিজান, এস এম মাহমুদ সেতু, সামসুল আরেফিন রাফাত, মো. মোর্শেদ ওরফে মোর্শেদ অমর্ত্য ইসলাম, এহতেশামুল রাব্বি ওরফে তানিম, মোহাম্মদ মোর্শেদ উজ্জামান মন্ডল প্রকাশ জিসান, মুজতবা রাফিদ। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন- অমিত সাহা, ইশতিয়াক আহমেদ মুন্না, মো. আকাশ হোসেন, মুহতাসিম ফুয়াদ ও মো. মোয়াজ ওরফে মোয়াজ আবু হোরায়রা। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের অসম চুক্তি এবং পানি আগ্রাসন নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাসের জেরে বুয়েটের শেরে বাংলা হলের আবাসিক ছাত্র ও তড়িৎ কৌশল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদকে ২০১৯ সালের ৬ অক্টোবর রাতে ছাত্রলীগের এক নেতার কক্ষে নিয়ে নৃশংস কায়দায় পিটিয়ে হত্যা করে সংগঠনটির ক্যাডাররা। পরে রাত ৩টার দিকে শেরে বাংলা হলের সিঁড়ি থেকে তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় ১৯ জনকে আসামি করে পরের দিন ৭ অক্টোবর চকবাজার থানায় একটি হত্যা মামলা করেন আবরারের বাবা বরকত উল্লাহ। মাত্র ৩৭ দিনে তদন্ত শেষ করে একই বছরের ১৩ নভেম্বর চার্জশিট দাখিল করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) পরিদর্শক মো. ওয়াহিদুজ্জামান।

গাজায় ইসরাইলি আগ্রাসনে নিহত

ইসরাইলে হামলা চালায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। এতে প্রাণ হারান ১২০০ ইসরাইলি। ২৫১ জনকে জিম্মি করে হামাস। এর পরিপ্রেক্ষিতে ওই দিন থেকেই গাজায় অভিযান শুরু করে ইসরাইলি সেনাবাহিনী। পনেরো মাসের বেশি সময় ধরে চলা অভিযানের পর যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয় হামাস ও ইসরাইল। এতে মধ্যস্থতা করে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্য দেশ। ১৯ জানুয়ারি থেকে গাজায় যুদ্ধবিরতি শুরু হয়। তবে যুদ্ধবিরতি দু'মাস অতিক্রম করার আগেই ১৮ মার্চ থেকে পুনরায় গাজায় সামরিক অভিযান শুরু করে দখলদার ইসরাইল। এদিকে দ্বিতীয় দফার ওই আগ্রাসনে নিহত হয়েছেন ২ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি। আহত পাঁচ হাজারের বেশি।

শেখ হাসিনার দুঃশাসন ও পতন নিয়ে

বাংলাদেশ ডেমোক্রেসি আফটার শেখ হাসিনা' শিরোনামে একটি তথ্যচিত্রে ফুটে উঠেছে ১৫ বছর পুলিশ, র‍্যাবসহ নিরাপত্তা বাহিনীকে ব্যবহার করে এবং খুন, গুম ও নির্যাতনের মাধ্যমে বিরোধী মত ও চিন্তাশক্তিকে দমন করে কীভাবে ফ্যাসিবাদের ইতিহাস রচনা করেছিল শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ সরকার। এতে তুলে ধরা হয়েছে দীর্ঘ দেড় দশকের পর জুলাই অভ্যুত্থান যেভাবে সরকারের পতন ঘটায়, একইসঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে কীভাবে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে শেখ হাসিনা তার সরকারি বাসভবন গণভবন ছেড়ে হেলিকপ্টারে করে পালিয়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেন। তথ্যচিত্রে বলা হয়, ২০২৪ সালে শেখ হাসিনা বাংলাদেশের জেন জির বেশি-রভাগের কাছে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে থাকলেও অনেক অভিভাবকের কাছে তিনি ছিলেন ট্রাজিক নায়িকা। তার বাবা শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি। তিনি ১৯৭১ সালে ক্ষমতায় আসেন এবং পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। কিন্তু এর চার বছর পর শেখ হাসিনার ইউরোপ সফরের সময় তার বাবাকে সপরিবারে সামরিক অভ্যুত্থানে হত্যা করা হয়। বিদেশে নির্বাসন জীবন কাটিয়ে ১৯৮১ সালে দেশে ফিরে রাজনীতিতে সক্রিয় হন শেখ হাসিনা। ১৯৯৬ সালে তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথম মেয়াদে নির্বাচিত হন। ২০০৮ সালে দ্বিতীয় মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী হন তিনি। এরপর ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে টানা তিনটি বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী হন শেখ হাসিনা। এই সময়ে বিরোধীদলের অনেক নেতাকর্মীকে হাসিনার নিরাপত্তা বাহিনী বিনাবিচারে আটকে রাখে। ভুক্তভোগী পরিবারের একজন হুম্মাম কাদের চৌধুরী। ২০১৫ সালে তার বাবা বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে ফাঁসি দেয়া হয়। ফাঁসি কার্যকরের ৯ মাস পর হুম্মামকে হাসিনার নিরাপত্তা বাহিনী অপহরণ করে একটি জানালাবিহীন কক্ষে আটকে রাখে। হুম্মাম জানিয়েছেন, তাকে আয়নাঘর নামে একটি কুখ্যাত গোপন কক্ষে আটকে রাখা হয়েছিল।আল জাজিরাকে হুম্মাম কাদের বলেন, 'সত্যি কথা বলতে এটাকে আয়নাঘর বলা হয়; কারণ এটি এমন একটি জায়গা যেখানে আপনি কাউকে দেখতে পাবেন না। এটা এমনি একটি জায়গা যেখানে আপনি নিজেকে হারিয়ে ফেলবেন।' আয়নাঘরে নির্যাতনের বিষয়ে তিনি আরও বলেন, 'তারা যখন খুশি আসে, তুলে নেয়, জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং মারধর করে। এটা একটা মানসিক নির্যাতন।' শেখ হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার পর জোরপূর্বক গুমের শিকার কয়েকজনকে হঠাৎ ছেড়ে দেয়া হয়। তাদের একজন আবদুল্লাহিল আমান আযমী। দীর্ঘ আট বছর আয়নাঘরে আটকে রাখার পর গত বছরের ৭ আগস্ট তাকে একটি রাস্তায় ছেড়ে দেয়া হয়।

আল জাজিরাকে তিনি বলেন, ৬৯ হাজার ৭৯৪ ঘণ্টা আমি আটক ছিলাম। আমি রাতে কখনো ঘুমাতে পারতাম না। প্রতি রাতে উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা। একটু শব্দ হলেই আমি ভয় পেতাম। ওরা কি আমাকে নিয়ে যেতে আসছে? আমি শুধু ভোরের অপেক্ষা করতাম। কারণ আমি মনে করতাম, তারা আমাকে দিনের বেলায় হত্যা করবে না। আযমি আরও বলেন, 'আটক থাকা অবস্থায় আমি প্রকৃতিক আলো দেখিনি, সূর্য, চাঁদ, আকাশ, মেঘ কিছুই দেখিনি।' বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন ব্রিগেডিয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেও কোনো কারণ ছাড়াই ২০০৯ সালে জেনারেল আযমিকে বরখাস্ত করা হয়।এর এর সাত বছর পর তাকে কোনো অভিযোগ ছাড়াই আয়নাঘরে আটকে রাখা হয়।শেখ হাসিনার নিজ দেশে নির্যাতন-নিপীড়ন সত্ত্বেও শেখ হাসিনা বিশ্ব থেকে অনেক পুরস্কার ও সম্মাননা পেতে থাকেন। কিন্তু তবে হাসিনার বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলতে সাহস পেত না। অবশেষে ২০২৪ সালের জুন মাস এসে প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হয়ে যায়। চাকরিতে কোটা নিয়ে ২০১৮ সালের ৪ অক্টোবর বাংলাদেশ সরকারের জারি করা পরিপত্র সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ অবৈধ ঘোষণার পর ছাত্ররা বিক্ষোভ শুরু করেন। জুলাই মাসে একপর্যায়ে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে আন্দোলনকারীদের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হয়। এতে শত শত মানুষ প্রাণ হারায়। ৫ আগস্ট বিক্ষোভকারীরা শেখ হাসিনার বাসভবন ঘেরাও করে। এর মধ্যেই তিনি ভারতে পালিয়ে যান।

তথ্যচিত্রে উঠে এসেছে, ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভূমিকা এবং জনগণের প্রতি তাদের সহমর্মিতার চিত্র। সেনাবাহিনীর ভূমিকা বিশেষভাবে প্রশংসিত হয় আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান আল জাজিরাকে জানিয়েছেন, 'বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা মানুষের বিরুদ্ধে যেতে পারে না। তিনি বলেন, 'আমরা নাগরিকদের দিকে গুলি চালাই না, এটা আমাদের সংস্কৃতির অংশ নয়। আমরা চেয়েছি সবকিছু হোক শান্তিপূর্ণভাবে। কম রক্তপাত, কম বিশৃঙ্খলা, কম ধ্বংসের মধ্য দিয়ে যেন শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা পরিবর্তন হয়।'ওয়াকার-উজ-জামান আরও বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি সেনাবাহিনীর রাজনীতিতে জড়িত হওয়া উচিত নয়। তাই আমরা হস্তক্ষেপ করিনি।'আল জাজিরা বলছে, মূলত সেনাবাহিনীর নিরপেক্ষ ভূমিকার কারণে শেখ হাসিনার দুর্ভেদ্য শাসনব্যবস্থা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে।

অন্তর্বর্তী সরকারের ধারণা, বিগত সরকারের সময়, ঘনিষ্ঠরা বাংলাদেশ থেকে অন্তত ১৬ বিলিয়ন ডলার পাচার করেছে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর বলেন, শেখ হাসিনার শাসনব্যবস্থা এবং তার দোসররা আক্ষরিক অর্থেই ব্যাংক ডাকাতি করেছিল, কখনো কখনো অস্তিত্ব নেই এমন কোম্পানিগুলোকেও কোটি কোটি ঋণ দিয়ে দিয়েছিল।

তিনি বলেন, 'আমার ২৮ বছরের আইএমএফের কর্মজীবনে কখনো দেখিনি যে, বেসরকারি খাতের অভিজাতদের ওপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে পুরো ব্যাংকিং ব্যবস্থা দখল করা সম্ভব হয়েছে।'

শেখ হাসিনার আমলের অনেক মন্ত্রী, এমপি এখন বিদেশে বিলাসী জীবন যাপন করছেন। তাদের একজন সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী। সাবেক এই ভূমিমন্ত্রীর বার্ষিক বেতন ছিল ১৫ হাজার ডলারেরও কম। কিন্তু লন্ডনে অর্ধ মিলিয়ন ডলারের বেশি সম্পত্তির খোঁজ পেয়েছে আল জাজিরার একটি অনুসন্ধানী দল। পতিত শেখ হাসিনার পরবর্তী বাংলাদেশের পুনর্গঠন ও গণতন্ত্রে ফিরিয়ে আনতে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা উঠে এসেছে আল জাজিরার এ তথ্যচিত্রে। এছাড়াও দেশ গঠনে প্রশাসনের সংস্কারসহ, বিচার ব্যবস্থা পুনর্গঠনে অন্তর্বর্তী সরকারের সাফল্যের কথা তুলে ধরা হয়।

আ.লীগ নিষিদ্ধসহ ১২ দফা দাবি

কামনা করেন। একইসঙ্গে আহত ও পঙ্গুত্ব বরণকারীদের দ্রুত সুস্থতা কামনা ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। **হেফাজতের ১২ দফা দাবি :** ১. নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশন ও তাদের কোরআন বিরোধী প্রতিবেদন অবিলম্বে বাতিলপূর্বক আলেম-ওলামাদের পরামর্শক্রমে ধর্মপ্রাণ বৃহত্তর নারী সমাজের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করে নতুন কমিশন গঠন করতে হবে। নারীর সামাজিক উন্নয়নে পশ্চিমা মূল্যবোধ নয়, বরং আমাদের নিজস্ব সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের আলোকেই বাস্তবমুখী সংস্কারের দিকে যেতে হবে। ২. সংবিধানে আল্লাহর ওপরে পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস পুনঃস্থাপন করতে হবে। ধর্মপ্রাণ গণমানুষের ঈমান ও আমল রক্ষার্থে বহুত্ববাদ নামক আত্মঘাতী ধারণা থেকে সরকারকে সরে আসতে হবে। এ ছাড়া লিঙ্গ পরিচয়, লিঙ্গ বৈচিত্র্য, লিঙ্গ সমতা, তৃতীয় লিঙ্গ বা থার্ড জেন্ডার ইত্যাদি শব্দের মারপ্যাঁচে, কাউকে বাদ দিয়ে নয় এমন ধোঁয়াশাপূর্ণ স্লোগানের অন্তরালে এবং অসাম্প্রদায়িক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শব্দের আড়ালে এলজিবিটি ও ট্রান্সজেন্ডারবাদের স্বীকৃতি ও অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সমাজবিধ্বংসী ধর্মবিরুদ্ধ সমকামীবান্ধব সমাজ প্রতিষ্ঠার পাঁয়তারা বন্ধ করতে হবে। ৩. শাপলা চত্বর ও জুলাই গণহত্যার বিচারে গতি আনতে ট্রাইব্যুনালে সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করতে হবে। জাতীয় নির্বাচনের আগেই শেখ হাসিনা ও তার চিহ্নিত দোসরদের বিচার নিশ্চিত করতে হবে। ৪. গণহত্যাকারী ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগকে সন্ত্রাসী দল হিসেবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করব বিচার নিশ্চিত করতে হবে। বিচার নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের কার্যক্রম ও তৎপরতা নিষিদ্ধ করতে হবে। ৫. আল্লাহ ও তার রাসুল (সা.) এর নামে কটূক্তিকারী ও বিষোদ্?গার বন্ধে কঠোর আইন করতে হবে। গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে ধর্মীয় অবমাননাসংক্রান্ত শাস্তির আইনি ধারাগুলো বাদ দেওয়ার সুপারিশ বাতিল করতে হবে। এ ব্যাপারে কোনো ধরনের ছাড় দেওয়া হবে না। ৬. চট্টগ্রামে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের হাতে শহীদ সাইফুল ইসলাম হত্যার উসকানিদাতা চিন্ময় দাসের জামিন প্রত্যাহারপূর্বক তার দৃষ্টান্তমূলক বিচার করতে হবে। ৭. ফ্যাসিস্ট হাসিনার শাসনামলে সারা দেশে প্রতিবাদী আলেম-ওলামা ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ও ইসলামমনা তরুণদের বিরুদ্ধে হওয়া মিথ্যে ও বানোয়াট সব মামলা অতিসত্বর প্রত্যাহার বা নিষ্পত্তি করতে হবে অন্তর্বর্তী সরকারকে। সেই সঙ্গে জঙ্গি নাটক বা জঙ্গি কার্ড খেলে বাংলাদেশকে ইসলামপন্থি ও আলেম-ওলামাদের গত ১৫ বছর যারা নির্যাতন চালিয়েছিল তাদের দৃষ্টান্তমূলক বিচার নিশ্চিত করতে হবে। ৮. গাজার মুসলমানদের ওপর অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের চলমান গণহত্যা ও ভারতে সংখ্যালঘু মুসলিম নির্যাতনের প্রতিবাদে আমাদের গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী এই সরকারকে কূটনৈতিকভাবে আরও উচ্চকণ্ঠ হতে হবে এবং দেশের সর্বস্তরের জনতাকে ইসরায়েলি ভারতীয় পণ্য বয়কট করতে হবে। ৯. ৯০ শতাংশ মুসলমানের দেশ। শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে থেকে উচ্চপর্যায় পর্যন্ত সর্ব পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করতে হবে। ১০. রাখাইনকে মানবিক করিডোর প্রদানে সরকারের সম্মত হওয়া সম্পূর্ণরূপে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। আমাদের ভৌগোলিক নিরাপত্তার স্বার্থে এ অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত থেকে সরকারকে অবশ্যই অনতিবিলম্বে ফিরে আসতে হবে। ১১. চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে ভিনদেশি মিশনারি অপতৎপরতা ও দৌরাত্ম্য বন্ধে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে বাংলাদেশে ভৌগোলিক ও খণ্ডতায় ও নিরাপত্তা সংকট কমাতে আলেম সমাজের দাওয়াতি কার্যক্রমকে আরও নিরাপদ ও সুযোগ করে দিতে হবে। সেখানে সামরিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও বৃদ্ধি করা ছাড়াও পাহাড়ি ও নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমঝোতা ও স্থিতিশীলতা বিনির্মাণে রাষ্ট্রীয় তৎপরতা আরও বাড়াতে হবে। ১২. কাদিয়ানীদের বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। সাধারণ মুসলমানদের ঈমান আকিদা রক্ষার্থে কাদিয়ানীদের অপতৎপরতা বন্ধ করতে হবে।

মানবিক করিডোরের নামে

বলেন। মামুনুল হক বলেন, একাত্তর সালে মুক্তিযোদ্ধারা বলেছিলেন, আমরা পিন্ডির গোলামির জিঞ্জির ছিন্ন করেছি, দিল্লির দাসত্ব করার জন্য নয়। ২৪ এর জুলাইয়ের স্বাধীনতা সংগ্রামের পর আমি বলতে চাই, আমরা দিল্লির দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়েছি নিউ ইউর্কের গোলামি করার জন্য নয়। যদি বাংলাদেশকে ওয়াশিংটনের দাসে পরিণত করার কোনো চক্রান্ত করা হয়, হিউম্যানিটেরিয়ান করিডোরের নামে বাংলাদেশের বুকের ওপর দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব হরণ করার জন্য অপতৎপরতা চালানো হয়, তাহলে সারাদেশের মানুষের প্রতি আমার আহ্বান, যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও। দেশের জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও। হেফাজত নেতাকর্মীদের নামে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, আমরা পরিষ্কার করে বলি, ড. ইউনূসের সঙ্গে হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় নেতাদের অনেকবার সাক্ষাৎ করে বিনয়ের সঙ্গে আবেদন করেছি, আমাদের বিরুদ্ধে ফ্যাসিবাদি আমলে দায়ের করা মিথ্যা মামলাগুলো প্রত্যাহার করেন। কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছে আমাদের, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। ড. ইউনূস আপনি কি সেই কথা ভুলে গেছেন, কয়েক মাস আগেও আমাদের সামনে আদালত পাড়ায় ঘুরতেন। আগামী দুই মাসের মধ্যে যদি হেফাজতে ইসলামের নেতাকর্মীদের নামে মামলা প্রত্যাহার না হয় তাহলে হেফাজতে ইসলামের নেতাকর্মীদের যা করতে হয় তাই করবে। নারী অধিকার সংস্কারের নামে আল্লাহর কোরআনকে, ইসলামকে কটাক্ষ করা হয়েছে দাবি করে তিনি বলেন, ধর্মীয় উত্তরাধিকার বিধান, পারিবারিক বিধানকে নারী-পুরুষের বৈষম্যের প্রধান কারণ হিসেবে আখ্যায়িত করে নারী বিষয়ক কমিশন এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছে। তিনি আরও বলেন, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার অপরাধে তাদের বিরুদ্ধে আমরা রাষ্ট্রের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা দেখতে চাই। হেফাজতে ইসলাম বলতে চায়, এই তথাকথিত পশ্চিমা ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী, বিতর্কিত নারীবাদীদের আদর্শ ও দর্শন নয় বরং হেফাজতে ইসলাম ইসলাম প্রদত্ত, আল্লাহ ঘোষিত নারীর ন্যায্য অধিকারে বিশ্বাসী।

বিএনপির সমর্থনে ইউনূস সরকার

একটি সুষ্ঠু, সুন্দর, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। নির্বাচন যে পর্যন্ত না হয়- সে পর্যন্ত আমাদের লড়াইটা চালু আছে এটা সবাইকে মাথায় রাখতে হবে।'ছাত্রদলের সাবেক এই সভাপতি বলেন, 'বাংলাদেশকে বহি-ঃশত্রু থেকে বাঁচাতে হলে, দেশের ভিতরে যেসব শত্রু আছে তাদের মোকাবিলা করতে হবে। বাংলাদেশকে বিকশিত করতে হলে- একটি রাজনৈতিক সরকার দরকার। সেই রাজনৈতিক সরকার আসবে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। আমি বলছি না বিএনপি ক্ষমতায় আসবে। যে দলই ক্ষমতায় আসুক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে হতে হবে এবং বাংলাদেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য তারা কাজ করবে।'সাবেক মন্ত্রী সুনীল গুপ্ত'র স্মৃতিচারণ করে শামসুজ্জামান দুদু বলেন, সুনীল গুপ্ত ইতিহাসের পাতায় জাতীয়তাবাদীর প্রগতিশীল রাজনীতির অন্যতম দিকপাল। তাকে স্মরণ করা, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে স্মরণ করার মতোই। মাওলানা ভাসানী, সুনীল গুপ্ত, মশিউর রহমান যাদু মিয়া, তাদের রাজনৈতিক জীবন থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়ন্ত্রণহীন বিশৃঙ্খলা

পারভেজকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। ওই ঘটনাতেও দেখা যায়, শিঙাড়া খাওয়ার সময় দুই বহিরাগত নারী শিক্ষার্থীকে দেখে পারভেজ হাসাহাসি করেছে বলে অভিযোগ তোলা হয়। এরপর তাকে প্রক্টরের রুমে তলব করা হয়। পারভেজ তাদের কাছে ক্ষমাও চান। এরপর বহিরাগতদের ডেকে এনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে অস্ত্রের মহড়া দেয়া হয়। সেই মহড়া থেকেই দৌড়ে গিয়ে পারভেজকে জাপটে ধরে মারধর করে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হয়। আর এসব কিছুই হয় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে প্রকাশ্যে। সেখানে নিরাপত্তাকর্মীরা উপস্থিত থাকলেও তারা কোনো ব্যবস্থা নেননি। উল্টো গেট বন্ধ করে দেন। এই হত্যাকাণ্ডের মামলার প্রধান আসামি, বনানী থানার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাসহ বেশ কয়েকজনকে আটক করে রিমান্ডেও নিয়েছে পুলিশ। বিশ্ববিদ্যালয়টির পক্ষ থেকে তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়েছে। এদিকে কয়েকদিন পরপরই সায়েন্সল্যাব এলাকায় ঢাকা সিটি কলেজ ও ঢাকা কলেজ এবং আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ওই সংঘর্ষে কখনো ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা আইডিয়াল কলেজের সাইনবোর্ড খুলে আনছে, কখনো আবার সিটি কলেজে গিয়ে হামলা করে কলেজের নামফলক ভেঙে নিয়ে আসছে। সিটি কলেজের শিক্ষার্থীরা আবার ঢাকা কলেজ, আইডিয়াল কলেজের ড্রেস পরা যাকে পাচ্ছে তাকেই বেধড়ক পেটাচ্ছেন। আবার সিটি কলেজে হামলা করার জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গ্রুপ খুলে আগে থেকে ঘোষণা দিচ্ছে আইডিয়ালের শিক্ষার্থীরা। চলন্ত বাসের মধ্যে উঠে মারধর করা হচ্ছে। ভাঙচুর করা হচ্ছে যাত্রীবাহী বাস। শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষে আতঙ্কের পাশাপাশি পুরো এলাকাতে সৃষ্টি হয় তীব্র যানজট। কলেজ ড্রেস পরে সায়েন্সল্যাব এলাকায় নিত্যদিনের সাপে-নেউলে এই লড়াইয়ে যেন অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে এলাকাটি দিয়ে চলাচল করা সাধারণ মানুষ। গত ২২শে এপ্রিলও দেখা যায়, ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা সিটি কলেজে হামলা করে তাদের কলেজের নামফলক-লোগো তুলে নিয়ে যাচ্ছে। এ সময় যাত্রীবাহী বাসও ভাঙচুর করা হয়। পুরো এলাকায় দিনভর আতঙ্ক বিরাজ করে। পরে পুলিশ টিয়ারশেল ও লাঠিচার্জ করে উভয়পক্ষকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। তখন ঘটনাস্থল থেকে একাধিক শিক্ষার্থীর কাছে সংঘর্ষের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা বলতে পারেননি। তারা শুধু অপর পক্ষকে দোষারোপ করে বলেন- ওরা আমাদের কলেজের ছাত্রকে মেরেছে। অন্যদিকে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ঢাকাসহ সারা দেশেই চলছে পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের আন্দোলন কর্মসূচি। চাকরি, পদোন্নতি ও উচ্চশিক্ষার নিশ্চয়তাসহ ৬ দফা দাবি আদায়ে রাজপথে নেমেছেন তারা। ইতিমধ্যে তারা জেলা, বিভাগীয় এবং ঢাকায় মহাসমাবেশেরও কর্মসূচি পালন করেছেন। গতকাল সকালেও রাজধানীর তেজগাঁও এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল বের করেন তারা। পরে তাদের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সচিবালয়ে বৈঠকও হয়েছে। গত ২২শে এপ্রিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সভা করেন কারিগরি ছাত্র আন্দোলনের নেতারা। তবে দাবি আদায় না হওয়ায় তারা আবারো কর্মসূচি ঘোষণা করেন। একই সময়ে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) ভিসির পদত্যাগের একদফা দাবি ওঠে। যেই আন্দোলনের ঢেউ ঢাকাতেও দেখা যায়। কুয়েট ভিসি'র পদত্যাগের দাবিতে ঢাকায় এসে শাহবাগে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থীরা। কুয়েটের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে আন্দোলনে নামে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে ভিসিসহ কর্মকর্তাদের পদত্যাগ করতে হয়। পিএসপি সংস্কারের দাবিতেও সরগরম বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের অনশন ও বিক্ষোভ মিছিলের পাশাপাশি রাজধাশাহীতেও ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেয় রাবি'র শিক্ষার্থীরা। অপরদিকে গত শনিবার শিক্ষার্থীদের তীব্র আন্দোলনের মুখে অবশেষে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির (ইউআইইউ) ভিসি অধ্যাপক ড. মো. আবুল কাশেম মিয়া। তার সঙ্গে বেসরকারি এই বিশ্ববিদ্যালয়টির সকল অনুষদের ডিন, বিভাগীয় প্রধান ও ইনস্টিটিউটের পরিচালকও পদত্যাগ করেছেন। এরপরও শনিবার রাতে ভিসিসহ অন্তত ২৫ জন শিক্ষক-কর্মকর্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। এরকম একের পর এক ঘটনা ঘটেই চলেছে। ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক পারভীন সুলতানা হায়দার বলেন, এটা সত্য যে আগের তুলনায় আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছু না হতেই তারা সংঘর্ষে জড়াচ্ছে। তবে এসব দ্বন্দ্ব শুরু হয় হাতেগোনা ১০ থেকে ১৫ জন শিক্ষার্থীর সঙ্গে। পরে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হয়ে সকল শিক্ষার্থী এতে যোগ দেয়। এভাবেই ধীরে ধীরে সংঘর্ষ বড় হয়। অনেক সময় দেখা যায় শিক্ষার্থীদের বেশির ভাগই জানেন না তারা কেন অন্য কলেজের সঙ্গে বিবাদ করছে। আমরা এসব ঘটনা জানার সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিভৃত করার চেষ্টা করি। কিন্তু সব সময় তা হয়ে ওঠে না। ইতিমধ্যে আমরা গত ২৩শে এপ্রিল রমনা জোনের ডিসি মাসুদ আলমকে নিয়ে ঢাকা সিটি কলেজ, আইডয়াল কলেজসহ আশেপাশের ৫টি কলেজের পক্ষ থেকে ধানমণ্ডি থানায় বৈঠক করে একটি চুক্তি করেছি। এ ছাড়াও আমরা চেষ্টায় আছি যেন শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই সংঘর্ষের ঘটনা আর না ঘটে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক এবং সমাজ ও অপরাধ বিশেষজ্ঞ ড. তৌহিদুল হক বলেন, আগে আমরা দেখেছি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ঝামেলা হলে তা চড়, কিল, ঘুসি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকতো। পরে আবার সবাই মিল হয়ে যেতো। কিন্তু এখন দেখা যায় কোনো কিছু হলেই মব সৃষ্টি করে হামলা করা হচ্ছে। এসব হামলায় শিক্ষার্থীদের হাতে শিক্ষার্থীদের জীবন পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। কিন্তু এরপরও সমাধান হচ্ছে না। দ্বন্দ্ব থামছে না। বেপরোয়া হয়ে উঠেছে আমাদের কোমলমতি শিক্ষার্থীরা। তাদের এই বেপরোয়া আচরণের জন্যই একের পর এক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেই চলেছে। শিক্ষা উপদেষ্টা চৌধুরী রফিকুল আবরার বলেছেন, সারা দেশের শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা বিরাজ করছে। বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এ সংকট মোকাবিলার জন্য কাজ করছে সরকার। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চলমান অস্থিরতার ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে উদ্বিগ্ন এবং এটা যেন আর না ঘটে তার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। তিনি বলেন, আগে দাবি-দাওয়া উত্থাপন করার মতো সুযোগ-সুবিধা ছিল না। যখনই কেউ কোনো দাবি উত্থাপন করতো তখন রাষ্ট্র তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। এখন সেই অবস্থা নেই। আমরা সমস্যা সমাধানে চেষ্টা করে যাচ্ছি।

জাতীয় ঐকমত্য তৈরির মাধ্যমে

প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেকটা দল ও জোট কিছুটা ছাড় দিতে প্রস্তুত থাকবেন। কারণ আমরা সকলে মিলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুনর্গঠন, বিনির্মাণের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আলী রিয়াজ বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে যে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জাতি ও রাষ্ট্র হিসেবে অগ্রসর হওয়ার জন্য তা অত্যন্ত প্রয়োজন। তিনি বলেন, 'আমাদের এক জায়গায় আসতে হবে। এর অর্থ এ নয় যে সব বিষয়ে আমরা একমত হতে পারব। কিন্তু যেগুলো রাষ্ট্র বিনির্মাণে, পুনর্গঠনে এবং গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহি ব্যবস্থা তৈরির জন্য প্রয়োজন সেখানে আশা করি একমত হতে পারব। সেটাই জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের চেষ্টা।' জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের ১৬৬ প্রস্তাবের মধ্যে জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট (এনপিপি) ১১২টায় একমত, ২৬টায় একমত নয় এবং ২৮ টায় আংশিক একমত হয়েছে বলে জানান জোটের চেয়ারম্যান ফরিদুজ্জামান ফরহাদ। বৈঠকে ফরিদুজ্জামান ফরহাদের নেতৃত্বে জোটের ১১ জন নেতা আজ সংলাপে অংশ নিয়েছেন। ফরিদুজ্জামান ফরহাদ বলেন, একটা অনির্বাচিত সরকার যদি দীর্ঘসময় থাকে এটা বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের উদ্দেশে ফরিদুজ্জামান ফরহাদ বলেন, 'আপনি এমন একটা ভোটের ব্যবস্থা করে দেন যাতে মানুষ বলতে পারে দীর্ঘ পনেরো বছর পর আমরা এমন একটা ভোট দেখতে পেরেছি।' তিনি বলেন, দেশের মানুষ যেন বলতে পারে ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে সরকার গঠন করতে পেরেছি। প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দারের সঞ্চালনায় বৈঠক উপস্থিত ছিলেন ঐকমত্য কমিশনের সদস্য সফর রাজ হোসেন, ড. বদিউল আলম মজুমদার, ড. ইফতেখারুজ্জামান। সংস্কার কমিশন সমূহের সুপারিশ বিবেচনা ও গ্রহণের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার অনুমোদনক্রমে 'জাতীয় ঐকমত্য কমিশন' গঠন করা হয় গত ১২ ফেব্রুয়ারি। সাত সদস্য বিশিষ্ট এই কমিশনের নেতৃত্বে রয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় এ কমিশনকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করছে।

এসএসসি পরীক্ষার্থীসহ দুজনকে

পরিষদ সদস্য তবিবর রহমান সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, রাত ৩ টার দিকে তাদের বাড়িতে আনা হয়েছে। হস্তান্তর প্রক্রিয়া জিরোলাইনে হয়েছে। এ সময় বিএসএফের একটি দল ও নায়েব সুবেদারে নেতৃত্বে বিজিবির একটি দল অংশ নেয়। পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন জিরোলাইন থেকে দূরে ছিল। এ প্রতিবেদন তৈরির আগপর্যন্ত বিজিবির পক্ষ থেকে গণমাধ্যমে কোনও বক্তব্য দেয়া হয়নি। আটক সাজেদুর ও মাহফুজ জানান, সীমান্ত পিলারের খুব কাছে তারা অবস্থান করছিলেন। এ সময় বিএসএফের পক্ষ থেকে তাদের স্যারেন্ডার করতে বলা হয়। স্যারেন্ডার না করলে গুলি চালানোর হুমকি দেওয়া হয়। এরপর বিএসএফের কাছে আত্মসমর্পণ করলে মোবাইলে ধারণ করা চা বাগান ও বর্ডার এলাকার ছবি মোবাইল ফোন থেকে মুছে ফেলা হয়। এরপর বিএসএফ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। এসএসসি পরীক্ষার্থী মাহফুজ বলেন, ধরে নিয়ে যাওয়ার পর বিএসএফের পক্ষ থেকে তাদের ভিডিও ধারণ করে রাখা হয়। এর আগে, ওই ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তবিবর রহমান বলেন, গত শুক্রবার বিকালে এসএসসি পরীক্ষার্থী মাহফুজ ইমন (১৬) বগুড়া থেকে বেড়াতে আসা মামাতো ভাই সাজেদুর ইসলামসহ (২২) বাড়ির পাশে সীমান্তলাগোয়া চা বাগানে সেলফি তুলতে যায়। এ সময় তারা ভারত সীমান্তের আন্তর্জাতিক মেইন পিলার ৮২৫/১-এর ২০-২৫ গজ ভেতরে চলে গেলে জলপাইগুড়ি বিএসএফের টহল দল তাদের আটক করে নিয়ে যায়। বিজিবির পক্ষ থেকে বলা হয়, ঘটনার পর স্থানীয়রা ধবলসুতি বিওপিকে জানান। দায়িত্বরত বিজিবি সদস্যরা বিএসএফ ক্যাম্পের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে। বিএসএফের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, অবৈধভাবে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ ও ভিডিও ধারণ করার কারণে তাদেরকে আটক করা হয়েছে।

সিন্ধু নদের পানি বন্ধ হলে ভারতে

গোষ্ঠী 'দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট' এই হামলা চালায় বলে দাবি নয়াদিল্লির। হামলায় অন্তত ২৮ জন পর্যটক নিহত হন। এ ঘটনার পর পাকিস্তানকে সরাসরি দায়ী করে ভারত। এর পরিপ্রেক্ষিতে নয়াদিল্লি সিন্ধু পানি চুক্তি স্থগিত, কূটনৈতিক সম্পর্ক সীমিতকরণ, পাকিস্তানিদের ভিসা বাতিলসহ একাধিক কঠোর পদক্ষেপ নেয়। পাল্টা জবাবে ইসলামাবাদও ভারতের জন্য স্থল ও আকাশসীমা বন্ধ, ভিসা বাতিল ও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য স্থগিত করে। এতে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা চরমে উঠেছে।

মধ্যরাতে সরিয়ে দেওয়া হলো

বিএনপির শীর্ষ নেতারা থাকবেন। আগাম প্রস্তুতি হিসেবে শুক্রবার (২ মে) দুপুরে ওই ফ্লাইটে চিফ পার্সার নিশি, ফ্লাইট পার্সার আল কুবরুন নাহার কসমিক, ফ্লাইট পার্সার মো. কামরুল ইসলাম বিপোন এবং জুনিয়র পার্সার রিফাজের নাম চূড়ান্ত করে বিমানের ফ্লাইট সার্ভিস বিভাগের সংশ্লিষ্ট ইউনিট। তবে গোয়েন্দা তথ্যে তাদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা এবং ভিআইপি যাত্রীর নিরাপত্তার সম্ভাব্য ঝুঁকির কথা উঠে আসায় শুক্রবার মধ্যরাতে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে দুজনের নাম বাতিল করা হয়। ফ্লাইট সার্ভিস বিভাগ তাদের নাম অন্তর্ভুক্তিকরণ ও পরে ফ্লাইট থেকে সরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। তারা জানায়, ফ্লাইটে কসমিক ও বিপোনের পরিবর্তে শেষ মুহূর্তে ফ্লাইট পার্সার ডিউক এবং ফ্লাইট স্টুয়ার্ডেস আনহারা মারজানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিমান বাংলাদেশ সূত্র জানায়, গোয়েন্দা তথ্যে উঠে এসেছে আল কুবরুন নাহার কসমিক নিয়মিত ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বোন শেখ রেহানার ফ্লাইট পরিচালনা করতেন। পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের নেতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বজায় রেখে সরকারি সুবিধা ভোগের অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে। চাকরি জীবনে তিনি ১৮ বার কারণ দর্শানোর নোটিশ পেয়েছেন। শাস্তি হিসেবে একাধিকবার গ্রাউন্ডেড হয়েছেন। অপরদিকে, জুনিয়র পার্সার কামরুল ইসলাম বিপোন দীর্ঘদিন ধরে সরকারি দলের নানা কার্যক্রমে সরাসরি যুক্ত ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। প্রতি বছর ১৫ আগস্ট পালনের জন্য নিয়মিত ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে ফুল দেওয়া, শেখ কামালের জন্মদিনে প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা এবং বিমানে শেখ রাসেল দিবস পালনের অন্যতম উদ্যোক্তা তিনি। বিমানের মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) বোসরা ইসলাম বলেন, তাদের সরানো হয়েছে এমন তথ্য আমার কাছে আসেনি। বিমানের সংশ্লিষ্ট বিভাগ নানা কারণে কাউকে ডিউটি নাও দিতে পারে কিংবা রিশিডিউলিং হতে পারে, এটা খুবই স্বাভাবিক। গোয়েন্দা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তাদের সরিয়ে দেওয়ার বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, গোয়েন্দা প্রতিবেদনের কারণে অনেক সময় অনেককে সরানো হতে পারে; শত শতজনকে সরানো হয়। তেমন বড় কিছু না হলেও কিংবা সামান্য কিছু পেলেই প্রতিবেদন দেওয়া হয়। প্রতিবেদনে তাদের সরিয়ে দিতে বলা হয়।

পাকিস্তান থেকে পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ

কোনো ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে ভারত সরকারের পূর্বানুমোদন বাধ্যতামূলক।পহেলগাঁও হামলার পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একমাত্র বাণিজ্যিক করিডর ওয়াঘা-আটারি সীমান্ত এরইমধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ২০১৯ সালের পুলওয়ামা হামলার পর ভারত পাকিস্তানের জন্য 'সর্বোচ্চ বাণিজ্যিক সুবিধা' বাতিল করে এবং পাকিস্তান থেকে আসা পণ্যের ওপর ২০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে। এরপর থেকেই দু'দেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে ধস নামে। ২০১৭-১৮ সালে যেখানে দু'দেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ২.৪ বিলিয়ন ডলার সেখানে ২০২৩-২৪ সালে তা নেমে আসে মাত্র ৬৪৭ মিলিয়ন ডলারে। চলতি অর্থবছর ২০২৪-২৫ (জানুয়ারি পর্যন্ত) পাকিস্তানে ভারতের রপ্তানি ছিল ৪৪৭.৬৫ মিলিয়ন ডলার, অথচ পাকিস্তান থেকে আমদানি মাত্র ০.৪২ মিলিয়ন ডলারড় যা ভারতের মোট আমদানির ০.০০০১ শতাংশেরও কম। পাকিস্তান থেকে ভারতের আমদানি মূলত কিছু ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য, ফলমূল ও তেলের বীজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কাশ্মীর হামলার জেরে এর আগে ভারত ইন্দাস নদী পানিবণ্টন চুক্তি স্থগিত করে এবং সব পাকিস্তানি নাগরিকের ভিসা বাতিল করে। তাছাড়া কাশ্মীরে লাইন অফ কন্ট্রোল ও আন্তর্জাতিক সীমান্তে পরিস্থিতি এখনও উত্তপ্ত রয়েছে।

রাজনৈতিক দলগুলোকে সংস্কারমুখী

এসব কথা বলেন। আলোচনা সভার আয়োজন করেন ওয়াটার কিপার্স বাংলাদেশ। তিনি বলেন, আমরা খুবই পলিউটেড অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। পরিবেশ ধ্বংস হয়ে গেলে মানুষের সুরক্ষা হয় না। আপনারা (রাজনৈতিক দল) হাত না মেলালে আমরা সামাল দিতে পারব না। আমরা ভালনারেবল জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। চলুন সবাই মিলে নদী রক্ষা করি। পিএফএস দূষণ থেকে আমাদের নদী ও মানুষকে বাঁচাই। উপদেষ্টা বলেন, আমাদের দেশে এখনো বিভিন্ন জায়গায় পানিতে আর্সেনিক পাওয়া যাচ্ছে। কেন আমরা এখনো ভূপৃষ্ঠের পানি খেতে পারছি না। এই সুমিষ্ট পানিকে আমরা শোধন করতে পারিনি। এই পানি রক্ষা করতে পারিনি। অথচ এটা আমাদের অনেক বড় সম্পদ। যে পানি আমরা পান করব, সেটা একটা ইন্ডাস্ট্রি এসে ধ্বংস করে দেবে, আর কমিউনিটির লোক কিছুই বলতে পারছি না। শারমিন মুরশিদ বলেন, আমরা এখনো গার্মেন্টস সেক্টর সুনীতির মধ্যে নিয়ে আসতে পারিনি। যারা এক্সট্রা ৫ টাকা শ্রমিককে দিতে চায় না। তারা কীভাবে নদী রক্ষা করবে। আমাদের দেশে বড় জায়গা থেকে ক্ষুদ্র জায়গা, যেখানেই যাই, একটা ধ্বংসাত্মক অর্থনৈতিক ও রাজনীতির চর্চা দেখি। এই নীতি লালন করে যাচ্ছি ৫৪ বছর থেকে। তিনি বলেন, সঠিক নীতিমালা তৈরির জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের এই সময়টা এখন মোক্ষম সময়। আমাদের সময় সীমিত। আপনারা যারা পরিবেশ আন্দোলনকারী আছেন, দ্রুত কাজ করুন। এই সরকারের দরজা সবসময় খোলা। আলোচনা সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন পরিবেশ আন্দোলনকর্মী।

এবারও জলবন্দি হবে নগরী?

আগে ঢাকা মহানগরীর প্রধান প্রধান ড্রেন লাইন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ঢাকা ওয়াসা এবং শাখা লাইনগুলোর দায়িত্ব সিটি কর্পোরেশনের ওপর ন্যস্ত ছিল। ওই সময় রাজধানীর মোট ড্রেনেজ লাইনের মধ্যে ৩৮৫ কিলোমিটার ঢাকা ওয়াসার অধীন এবং প্রায় দুই হাজার ৫০০ কিলোমিটার ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের অধীনে ছিল। এর বাইরে ৭৪ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ২৬টি খাল এবং ১০ কিলোমিটার বক্স কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও ছিল ঢাকা ওয়াসার। যে কারণে বর্ষায় সৃষ্ট জলাবদ্ধতা নিরসনে সংস্থাগুলো একে অন্যের ওপর দায় চাপানোর সুযোগ পেত। কিন্তু ২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বর থেকে ওয়াসার দায়িত্বে থাকা সব নালা ও খাল দুই সিটি কর্পোরেশনের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এরপর থেকে রাজধানীর জলাবদ্ধতার সব দায় এসে পড়ে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের ওপর। তারাও গত কয়েক বছরে রাজধানীর জলাবদ্ধতা নিরসনে প্রায় হাজার কোটি টাকা ব্যয় করেছে। কিন্তু এর সুফল পায়নি নগরবাসী। এবারও যেসব এলাকায় থাকবে জলাবদ্ধতা প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে ঢাকার সিংহভাগ এলাকা ডুবলেও নির্দিষ্ট কিছু এলাকা বেশি জলাবদ্ধতার স্থান বা হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত করেছে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন। সেসব স্থানে এবারও বেশি জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হতে পারে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন জলাবদ্ধতাপ্রবণ এলাকাগুলোর মধ্যে রয়েছে উত্তরখান, দক্ষিণখান, হরিরামপুর, বাড্ডা, ভাটারা, বিমানবন্দর সড়ক, বনানী কবরস্থান সড়ক ও রোকেয়া সরণি। অন্যদিকে, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকার মধ্যে এবারও জলাবদ্ধতা বেশি হতে পারে নিউ মার্কেট, ধানমন্ডি হকার্স মার্কেট, ঢাকা কলেজ এলাকা, নায়েম সড়ক, বকশীবাজার মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এলাকা, মুগদা প্রধান সড়ক ও মুগদা হাসপাতালের আশপাশের এলাকা, জুরাইন আলমবাগ, মিতালী স্কুল রোড এবং রাজারবাগ গ্রিন লাইন বাস কাউন্টারের সামনের সড়কে। তবে আশার কথা, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গত ২ ফেব্রুয়ারি নতুন করে খাল বাঁচানোর উদ্যোগের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে। যেখানে ঢাকার খালগুলোতে 'ব্লু নেটওয়ার্ক' সৃষ্টি করার উদ্যোগ গ্রহণের কাজ চলমান। এই কার্যক্রমের আওতায় ঢাকার খালগুলোতে পানির প্রবাহ ফিরিয়ে আনা এবং খাল খনন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জলাবদ্ধতা নিরসনে ডিএনসিসির ছয়টি খাল খননের কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে এবং আরও ১৩ টিসহ ১৯টি খাল খননের কার্যক্রম চলতি বছরের মধ্যেই বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানানো হয়েছে। কার্যক্রমগুলোর অগ্রগতি হলে ঢাকায় আগের মতো আর জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হবে না। সার্বিক বিষয় নিয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ বলেন, 'খাল ও জলাশয়ের অবৈধ দখলের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান চলমান আছে। আমরা কাজ করছি। ইতোমধ্যে হাইক্কার খালের (কাটাসুর) ওপর অবৈধভাবে গড়ে তোলা একটি দোতলা ভবন সম্পূর্ণ এবং তিনতলা ভবনের আংশিক ভেঙে দিয়েছে। এই খালের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ এবং খাল খনন করে লাউতলা খালের সঙ্গে সংযোগ করে দিব। ডিএনসিসির কবরস্থানের দেওয়ালও ভেঙে দিয়ে পানির প্রবাহ নিশ্চিত করা হবে। ফলে বৃষ্টির পানি বা বন্যার পানি খাল দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তুরাগে চলে যাবে। 'আমি ঢাকাবাসীকে বলতে চাই, যারা এখনও সরকারি খাল-বিল দখল করে নাকে তেল দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছেন, তাদের ঘুমানোর সময় শেষ। যারা সরকারি জমি, খাস জমি দখল করে স্থাপনা বানিয়ে ভোগদখল করছেন, তাদের বলছি, ঘুম থেকে জেগে দখল করা জায়গাটা ছেড়ে দিন। খালগুলো দখলমুক্ত করে পানির প্রবাহ ঠিক করা গেলে জলাবদ্ধতা অনেকাংশে কমে যাবে।' অন্যদিকে, জলাবদ্ধতা নিরসনে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রস্তুতির বিষয়ে সংস্থাটির দায়িত্বপ্রাপ্ত এক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, জলাবদ্ধতা নিরসনে আমাদের প্রস্তুতি ও কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তবে, বর্ষার জলাবদ্ধতা নিরসনের কাজ খুবই চ্যালেঞ্জিং। খাল উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়নকাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পাশাপাশি জলাবদ্ধতার স্থানগুলো চিহ্নিত করে খাল ও নর্দমা পরিষ্কারের কাজ চলমান রয়েছে আমাদের। সার্বিক বিষয় নিয়ে নগর পরিকল্পনাবিদ এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও পরিকল্পনা বিভাগের অধ্যাপক ড. আদিল মুহাম্মদ খান বলেন, 'জলাবদ্ধতা নিরসনে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রয়োজন। নিয়ম মেনে সঠিক কার্যক্রম হিসেবে এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে। বর্তমানে এসব কাজের দায়িত্ব সিটি কর্পোরেশনের, তাই তাদের অন্যদের ওপর দোষ চাপানোর কোনো সুযোগ নেই। কাজের সঠিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন তাদেরই করে নগরবাসীকে জলাবদ্ধতার সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে হবে।' ঢাকায় প্রতি বছর কেন জলাবদ্ধতা ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা গেছে, ঢাকার পানি তিনটি মাধ্যমে আশপাশের নদ-নদীতে গিয়ে পড়ে। এগুলো হচ্ছে- পাম্প স্টেশন, স্লুইসগেট ও খাল। বর্তমানে বেশ কয়েকটি পাম্প স্টেশন নষ্ট হয়ে আছে। একইভাবে স্লুইসগেটগুলোও অকেজো অবস্থায় আছে। আর খালগুলোর অবস্থা ভালো নয়, সেগুলো পানি প্রবাহের জন্য উপযুক্ত নয়। অবৈধ দখলের পাশাপাশি নানা ধরনের বর্জ্য জমে খালগুলোতে কয়েক স্তরের প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে। ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্রতিদিন প্রায় সাত হাজার টন বর্জ্য উৎপাদন হয়। এর মধ্যে প্রায় ১৫ শতাংশ প্লাস্টিক বর্জ্য। এগুলো ঢাকার ড্রেন, নালা আর খালে গিয়ে পড়ছে। এসব বর্জ্য খালে বা ড্রেনে আটকে থাকছে, যে কারণে পানি নামতে পারছে না। আবার কিছু খাল এখনও দখল অবস্থায় আছে। বাকিগুলো যেভাবে সংকুচিত করা হয়েছে, তা দিয়ে পানির প্রবাহ সম্ভব নয়। ফলে বৃষ্টি হলেই পানিতে নিমজ্জিত হচ্ছে রাজধানী ঢাকা। বৃষ্টি হলেই রাজধানীর বিভি-ন্ন এলাকায় নিয়মিত জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। আসন্ন বর্ষাতেও একই ফল দেখা যাবে বলে ধারণা নগরবাসীর। সবচেয়ে বেশি জলাবদ্ধতা হওয়া এলাকাগুলোর মধ্যে রয়েছে- রাজধানীর নিউ মার্কেট, আজিমপুর, নীলক্ষেত, বকশিবাজার, মালিবাগ, শান্তিনগর, সায়েদাবাদ, শনির আখড়া, পুরান ঢাকা, বংশাল, নাজিমুদ্দিন রোড, ধানমন্ডি, মিরপুর, শেওড়াপাড়া, আরামবাগ, মতিঝিল, বনানী, খিলক্ষেত, উত্তরার কিছু অংশ, কারওয়ান বাজার, বিজয় সরণি, মিরপুর ১৩, হাতিরঝিলের কিছু অংশ, আগারগাঁও থেকে জাহাঙ্গীর গেট যেতে নতুন রাস্তা, খামারবাড়ি থেকে ফার্মগেট, ফার্মগেট-তেজগাঁও ট্রাক স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকা, মোহাম্মদপুরের কিছু অংশ, মেরুল বাড্ডা, ডিআইটি প্রজেক্ট, গুলশান লেকপাড় এলাকার সংযোগ সড়কসহ বিভিন্ন সড়ক ও অলিগলিতে সবচেয়ে বেশি জলাবদ্ধতা দেখা যায় নিয়মিত। বারবার জলাবদ্ধতায় ক্ষুব্ধ নগরবাসী প্রতি বছর এত কাজ, এত প্রকল্প তবুও কেন ঢাকাবাসীকে প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতার কবলে পড়তে হয়ড় এটা নিয়ে ক্ষুব্ধ নগরবাসী। রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকার বেসরকারি চাকরিজীবী হাবিবুর রহমান ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, প্রতি বছরই বর্ষা মৌসুমে তলিয়ে যায় ধানমন্ডি এলাকা। শুধু ধানমন্ডি নয়, রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা বৃষ্টির পানিতে থইথই করে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কাজের কাজ কিছুই করে না। প্রতি বছর জলাবদ্ধতা নিরসনে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ থাকে, লোক দেখানো কাজও হয়। কিন্তু এর কোনো সুফল আমরা পাই না। ধারণা করছি এবারও এর ব্যতিক্রম হবে না, ডুববে ঢাকা। রাজধানীর নিউ মার্কেটের নিচতলার একটি দোকানের ম্যানেজার দেলোয়ার হোসেন। বলেন, গত বছর বর্ষায় কয়েকবার আমাদের দোকান ডুবে যায়। একবার দোকানে পানি ঢোকা মানেই লাখ লাখ টাকার ক্ষতি।

আল জাজিরার তথ্যচিত্রে

উঠে এসেছে আল জাজিরার এ তথ্যচিত্রে। এছাড়াও দেশ গঠনে প্রশাসনের সংস্কারসহ, বিচার ব্যবস্থা পুনর্গঠনে অন্তর্বর্তী সরকারের সাফল্যের কথা তুলে ধরা হয়। এতে আরও বলা হয়, আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানান। প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীরা যোগাযোগ করে জানিয়ে ড. ইউনূস বলেন, 'তারা (শিক্ষার্থীরা) আমাকে ফোন দিয়েছিল, আমি বললাম, না আমি না। আমি দেশ পরিচালনার সঙ্গে জড়িত হতে চাই না। বাংলাদেশে অনেক যোগ্য লোক আছে, তাদের খুঁজে বের করো। কিন্তু সবাই বলছিল, আপনাকেই সেখানে থাকতে হবে।'

তথ্যচিত্রে বলা হয়, ২০২৪ সালে শেখ হাসিনা বাংলাদেশের জেন জির বেশি-রভাগের কাছে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে থাকলেও অনেক অভিভাবকের কাছে তিনি ছিলেন ট্রাজিক নায়িকা। তার বাবা শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি। তিনি ১৯৭১ সালে ক্ষমতায় আসেন এবং পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। কিন্তু এর চার বছর পর শেখ হাসিনার ইউরোপর সফরের সময় তার বাবাকে সপরিবারে সামরিক অভ্যুত্থানে হত্যা করা হয়। পরে বিদেশে নির্বাসন জীবন কাটিয়ে ১৯৮১ সালে দেশে ফিরে রাজনীতিতে সক্রিয় হন শেখ হাসিনা।

বিভিন্ন দেশের ৪৮ হাজার ৩১৯

হয়। ফেরত পাঠানো সংখ্যার মধ্যে ৩৪ হাজার ৭০২ জন পুরুষ, ১১ হাজার ৫৪০ জন নারী ১ হাজার ১৭৬ জন ছেলে এবং ৯০১ জন মেয়ে রয়েছে। জট কমাতে গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে ছিল ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে শুরু করে দুই বছরের জন্য সাবাহের সান্দাকান বন্দর থেকে ফিলিপাইনের জাম্বোয়াঙ্গা বন্দরে ফিলিপিনো বন্দিদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ফেরি পরিবহন ব্যবস্থা করা করা। ১ জানুয়ারি ২০২৪ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত দুই বছরের জন্য তাওয়াউ বন্দর থেকে ইন্দোনেশিয়ার নুনুকান বন্দরে ইন্দোনেশিয়ার নাগরিক বন্দিদের ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য ফেরি ভাড়া পরিষেবা দেওয়া হয়। জাকারিয়া বলেন, এর বাইরে আরেকটি পদক্ষেপ হলো পেনিন-সুলার মালয়েশিয়া ডিপোতে ইন্দোনেশিয়ান নাগরিক বন্দিদের পাসির গুদাং বন্দর থেকে ইন্দোনেশিয়ার তানজুং পিনাং বন্দরে দুই বছরের জন্য, অর্থাৎ ১ নভেম্বর ২০২৪ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত ফেরি ভাড়া পরিষেবা দেওয়া হয়। এছাড়া সাজা শেষ করা অভিবাসী বন্দিদের দ্রুত নিজ দেশে স্থানান্তর কর্মসূচির পরিচালনা করছে ইমিগ্রেশন। পরিচালক বলেন, ডিপোতে জট কমাতে ইমিগ্রেশন বিভাগের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে এটি একটি।

আদালত হাতপাখার প্রার্থীকে মেয়র

প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, গত দুটি শুনানিতে আপনারা রাজপথে ছিলেন। তবে আগামী ৫ মে ওই মামলার ধার্যকৃত শুনানির দিন কেউ বরিশালের রাজপথে নামবেন না। কারণ আদালত অবমাননা হয় আমরা এমন কিছু করতে চাই না। আদালতের ওপর আস্থা রাখুন। আমরা চট্টগ্রাম ও ঢাকার মতো ন্যায়বিচার পাব। সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন ফয়জুল করিমের আইনজীবী অ্যাডভোকেট শেখ আব্দুল্লাহ নাসির, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহানগর সভাপতি লোকমান হাকিম, সিনিয়র সহসভাপতি মাওলানা সৈয়দ নাসির আহমেদ কাওসার প্রমুখ। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ১২ জুন বরিশাল সিটি করপোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী আবুল খায়ের আব্দুল্লাহকে নির্বাচিত ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করিম। ওই বছরের ১৭ এপ্রিল নির্বাচনের ফল বাতিল ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ সমর্থিত হাতপাখা প্রতীকের প্রার্থীকে মেয়র ঘোষণা করতে আদালতে মামলা করা হয়। ওই মামলায় দুইবার শুনানি পিছিয়ে ফের ৫ মে দিন ধার্য করেন আদালত।

খাগড়াছড়ির প্রধান সমস্যা পানি

হয়। তারা এক-দেড় ঘণ্টা পায়ে হেঁটে যাওয়ার পর কোন একটা বাহনে চড়ে তারা স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছাতে পারে। এখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা দরকার। এর মধ্য দিয়ে অন্যান্য সমস্যাগুলোর সমাধান করা যেতে পারে।' এ বিষয়ে খাগড়াছড়ি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী পলাশ চন্দ্র দাশ এর কাছে বারবার গিয়েও তাকে অফিসে পাওয়া যায়নি। মুঠো ফোনেও (০১৯১৪১৬২৪৭) সংযোগ পাওয়া যায়নি। এ নিয়ে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক এবিএম ইফতেখারুল ইসলাম খন্দকার জানান, পার্বত্য অঞ্চলে সুপেয় পানির কমন সমস্যা, এটি নিয়ে তিনি কাজ করছেন। বর্ষা কালে কিছু পানি থাকলেও গ্রীষ্মকালে বা শুষ্ক মৌসুমে ছড়া নালার পানি কমে যায়। মাটিরাঙ্গা গোমতি হাজাপাড়ার বিষয়টি বিশেষভাবে দেখবেন। এছাড়া সুপেয় পানির ব্যবস্থা নিয়ে বেশ কিছু পরিকল্পনা করেছেন বলেও জানান তিনি।

প্রাথমিকে পরীক্ষা পদ্ধতি চালু হয়েছে

জীবনের চলার দিকটি করে দিচ্ছে শিক্ষক। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজন প্রধান শিক্ষক টিম লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আমরা চাই প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে সুন্দরভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হোক। প্রধান শিক্ষক অন্যান্য শিক্ষকদের নিয়ে টিমওয়ার্ক করবেন। প্রধান শিক্ষক ভালো হলে স্কুল খুব ভালো চলবে। তিনি বলেন, যৌক্তিক দাবিকে আমরা স্বীকৃতি দেই, মন্ত্রণালয় কার্যকর করার চেষ্টা করে। শূন্যপদ পূরণে চেষ্টা করছি। অবকাঠামো নির্মাণের বিষয়ে বলেন, পরিকল্পনায় কিছু সমস্যা রয়েছে, তবে অনেক ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে। চোখে পড়ার মতো। প্রাথমিকে পরীক্ষা পদ্ধতি চালু হয়েছে, বৃত্তিও চালু করতে যাচ্ছি। জেলা প্রশাসক রাজীব কুমার সরকারের সভাপতিত্বে এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) সম্রাট খীসার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক পিইডিপি-৪ মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ সাজ্জাদ, উপজেলা সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এবং প্রধান শিক্ষকবৃন্দ। এর আগে উপদেষ্টা জেলা প্রশাসন কার্যালয়ে 'জেলা প্রশাসন গ্রন্থাগার' পরিদর্শন করেন। উপদেষ্টা পরে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে দেশে প্রথমবারের মতো লক্ষ্মীপুর জেলা প্রশাসন আয়োজিত 'আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা' ফাইনাল পর্ব উপভোগ শেষে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দলের মধ্যে প্রধান অতিথি হিসেবে পুরস্কার বিতরণ করেন।

সৌদির কাছে ৩৫০ কোটি ডলারের

গেছে, আগামী ১৩ থেকে ১৬ মে সৌদি আরব, কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর করবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই সফরে ১০ হাজার কোটি ডলারের সমপরিমাণ অস্ত্র, বিস্ফোরক ও সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়সংক্রান্ত একটি চুক্তি রিয়াদের সঙ্গে স্বাক্ষরিত হবে বলে আশা করছে ওয়াশিংটন। তার আগেই ৩৫০ কোটি ডলারের ক্ষেপণাস্ত্র বিক্রির খবরটি সামনে এলো।

অবশ্য সৌদি আরবে দীর্ঘদিন ধরেই অস্ত্র সরবরাহ করে আসছে যুক্তরাষ্ট্র। ২০১৭ সালে ট্রাম্প তার প্রথম মেয়াদে সৌদি সফরকালে রিয়াদের কাছে ১১০ বিলিয়ন ডলার মূল্যমানের অস্ত্র বিক্রির প্রস্তাব দেন। তবে ২০১৮ সাল নাগাদ মাত্র সাড়ে ১৪ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রির উদ্যোগ নেওয়া হয়। তবে সাংবাদিক জামাল খাসোগি হত্যাকাণ্ডের জেরে ২০২১ সালে সৌদি আরবের কাছে মারণাস্ত্র বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে মার্কিন কংগ্রেস। কিন্তু পরের বছর ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযানের কারণে বৈশ্বিক তেল সরবরাহে বিঘ্ন ঘটলে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় বাইডেন প্রশাসন।

ঢাকায় বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১১

নেওয়া হচ্ছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলো- মো. রাকিবুল হাসান শান্ত, মোছা. খাদিজা বেগম, মো. শামীম, জুবায়ের হাসান, মো. ইমরুল খান, সোহেল রানা, কামরুল ইসলাম, সোহেল রানা, মো. রবিউল হাসান, মো. মোস্তাকিম ও মো. শাহীন।

নির্মাণ কাজ কমে যাওয়ায়

ব্যবসায়ী এমারত হোসেন জানান, এলাকায় এখন আগের মতো বাড়িঘর নির্মাণ করা হচ্ছে না। যার কারণে রড-সিমেন্টের বিক্রিও কম। গাজীপুর মহানগরীর মালেকের বাড়ি এলাকার রড ব্যবসায়ী শাকিল এন্টারপ্রাইজের ব্যবস্থাপক হাফিজুর রহমান জানান, বাজারে বিভিন্ন ধরনের রড রয়েছে। দামের ক্ষেত্রেও রয়েছে ভিন্নতা। আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রডের দাম নির্ধারণ হয়। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত রডের কারখানাগুলোতে বিভিন্ন গ্রেডের রড বিভিন্ন দামে বিক্রি হয়ে থাকে। আবার একই গ্রেডের রডের দামের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা রয়েছে। রডের বাজার প্রতিদিন ওঠানামা করে। গত বছরের তুলনায় রডের দাম বেশি হ্রাসবৃদ্ধি হয়নি। গাজীপুরের কয়েকটি রডের দোকান ঘুরে জানা গেছে, বিএসআরএম প্রতিটন ৯০ হাজার টাকা, একেএস ৮৭ হাজার ৫০০ টাকা, আরআরএম ৮২ হাজার ৫০০ টাকা, এসএসআরএম ৮৫০০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য কোম্পানীর রড ৮৪ হাজার ৮৫ থেকে ৮৭ টাকা ৫০ পয়সা দরে বিক্রি হচ্ছে। তবে পাইকারি ও খুচরা দোকানে দামের ক্ষেত্রে কেজিতে এক টাকা থেকে ৫০ পয়সা পর্যন্ত কম বেশি হয়ে থাকে। ডেভেলপার কোম্পানি আমান্তা প্রপার্টিজের পরিচালক রমজান হোসেন বলেন, এ খরচ ফ্ল্যাট বেচা-কেনা অনেক কম। তাই নতুন করে ভবন ও ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে না। এছাড়া অনেক কোম্পানি সুদিনের আশায় হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে। বিল্ডিং নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত ঠিকাদার মো. মোস্তফা বলেন, শুকনো মৌসুমে অন্যান্য বছর যেভাবে কাজ হতো এ বছর তা হচ্ছে না। খুব প্রয়োজন না থাকলে কেউ বাড়ি নির্মাণ করছেন না। এমনিতে রডসহ নির্মাণ সামগ্রীর দাম বৃদ্ধিতে বাড়ি নির্মাণ কমেছে। কাজ না থাকায় অনেক নির্মাণ শ্রমিক অন্য পেশার দিকে ঝুঁকছেন। নির্মাণ শ্রমিক রফিকুল ইসলাম বলেন, আগে এ মৌসুমে কাজ করে বেশ ভালো টাকা আয় করতে পারতাম। এখন সপ্তাহে দুই-তিন দিন কাজ করি। কাজ না থাকলে টাকাও নেই। সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হয়। অনেকেই অটোরিকশা চালানোসহ ভিন্ন পেশা বেছে নিচ্ছে।

১২ দফা দাবিতে অভিভাবক ঐক্য

টিউশন ফি নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে হবে; সরকার নির্ধারিত টিউশন ফি সর্বনিম্ন ৩০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১ হাজার ১০০ টাকা নির্ধারণের স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে; বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে সরকার দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবে বিনা ভোটে তথাকথিত নির্বাচনের মাধ্যমে বিতর্কিত গভর্নিং বডি বাতিল করে এডহক কমিটি গঠন করতে হবে এবং গভর্নিং বডির অনৈতিক খবরদারি বন্ধ করতে হবে; ছাত্রীদের যৌন হয়রানি নির্যাতনকারী চরিত্র শিক্ষকদের চাকরিচ্যুতি ব্যবস্থা করতে হবে। মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউল কবির দুলু, সাধারণ সম্পাদক সেলিম মিয়া, সিনিয়র সহ-সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার ফাহিম উদ্দিন আহমেদ প্রমুখ। বক্তারা দাবিগুলো দ্রুত বাস্তবায়নে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

ভয়ংকর ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা

ও বাংলাদেশ প্রকাশ্যে মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিয়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, পাকিস্তান যে কাশ্মীরা হামলা চালিয়েছে, তার জোরালো প্রমাণ এখনও দেখাতে পারেনি ভারত। এ অবস্থায় বিশ্ব মঞ্চে ভারত তার ন্যায্যতা পাওয়ায় সম্ভাবনা কম। তবে, পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে চলমান সামরিক সংঘর্ষের আশঙ্কা যদি বাড়তে থাকে তাহলে তা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হতে পারে।

শেখ হাসিনার ফাঁসি না হওয়া পর্যন্ত

মাস পরে এসেও অনেক রাজনীতিবিদ আমাদের বার বার মনে করিয়ে দেন আওয়ামী লীগ নাকি রাজনৈতিক দল। দলটিকে নিয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার এখতিয়ার তাদের নেই।

হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন, প্রধান উপদেষ্টা কিছুদিন আগে বলেছেন আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নেবে কি নেবে না সেটার সিদ্ধান্ত নাকি দলটির। ড. ইউনূস আপনি ভুলে যাবেন না আমরাই আপনাকে ক্ষমতায় বসিয়েছি। আওয়ামী লীগ আগামী নির্বাচনে অংশ নেবে কি না সে সিদ্ধান্ত আমাদের। এ সময় নারী কমিশনের ইসলামবিরোধী ধারাগুলো বাতিলেরও আহ্বান জানান তিনি।

ডিসেম্বরের পাল্লা ভারী

ঐক্য এখনও অটুট রয়েছে। বিএনপি আশাবাদী যে, তাদের প্রতি মিত্র রাজনৈতিক দলগুলোর সেই আস্থা আগামীতে বজায় থাকবে। উত্তরে মিত্র দলগুলোর নেতারা বলেছেনড় কাঙ্ক্ষিত সাফল্য না পাওয়া পর্যন্ত তারা ঐক্যবদ্ধভাবে বিএনপির সঙ্গে থাকবে। দলগুলোর নেতারা আরও বলছেন, বৈঠকে বিএনপি নেতৃবৃন্দ স্পষ্ট করে বলেছেন যে, সরকার প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রতি তাদের এখনও আস্থা আছে এবং সেই আস্থাই তারা রাখতে চাই। তবে, সরকারের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর নানাবিধ চিন্তাভাবনা ইতোমধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে কারও-কারও বক্তব্যে নানা ইস্যুকে সামনে নিয়ে এসে নির্বাচনকে বিলম্বিত করার উদ্দেশ্যও প্রকাশ পেয়েছে। এসব বিষয়ে সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানানো হয় বিএনপির পক্ষ থেকে। বিএনপি নেতারা বলছেন, বৈঠকে শরিক দলগুলোর প্রতি বিএনপির পরামর্শ ছিলড় কোনো সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পরিষ্কার না হয়ে আগেই মন্তব্য না করার। ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ সৃষ্টি করে এমন মন্তব্য থেকেও বিরত থাকতে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়। গণতন্ত্র মঞ্চের শরিক দল বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক বলেন, বৈঠকে সামগ্রিক ব্যাপারে কথা বলেছি আমরা। সরকার বা সরকারে যারা আছে, তাদের অনেকে বলার চেষ্টা করছেন যে, তড়িঘড়ি করে বিএনপি এবং বিরোধী দলগুলো নির্বাচনে যেতে চায়। এই অপ্রচার নিয়ে আমরা কথা বলেছি। তিনি আরও বলেন, আমরা রাজনৈতিক দলগুলো জুলাই-আগস্ট বিচারের গতিকে ত্বরান্বিত ও দৃশ্যমান করতে চাই। আর সংস্কারের বিষয়টি তো আমাদের অনেক আগের কমিটমেন্ট। বিএনপির সঙ্গে বৈঠক করা ১২ দলীয় জোটের মুখপাত্র শাহাদাত হোসেন সেলিম বলেন, অতীতের ন্যায় আমরা আগামী দিনে ঐক্যবদ্ধ থাকবো। যতদিন না কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসে, ততদিন ঐক্যবদ্ধভাবে বিএনপির পাশে থাকার বিষয়ে বৈঠকে একমত পোষণ করেছেন ১২ দলীয় জোটের নেতারা। গণতন্ত্র মঞ্চের একটি দলের শীর্ষ এক নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, যেসব বিষয়ে সবাই একমত, সেখানে সবাই সই (স্বাক্ষর) করে একটা সনদ স্বাক্ষরিত হবে। তারপর থাকে নির্বাচন। ফলে, সরকারের সদিচ্ছা কাজ করলে ডিসেম্বর বা তার আগেই নির্বাচন করা সম্ভব। কিন্তু মনে হচ্ছে রোহিঙ্গা ইস্যুকে সরকার বড় ইস্যু করে আনছে, আমরা পুরো পরিস্থিতি দেখছি। সরকারের মধ্যে নানা ধরনের চিন্তা ও তার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে। এসব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আগামী সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা না হওয়ায় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অস্থিরতা ও অস্বস্তি বিরাজ করছে বলে জানান বিএনপিসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতারা। তারা বলছেন, এনসিপিসহ অল্প কয়েকটি দল ছাড়া অধিকাংশ রাজনৈতিক দল বারবার সরকারকে সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণার দাবি জানিয়ে আসছে। কিন্তু সরকার এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কোনো তারিখ ঘোষণা করেনি। যার ফলে, নির্বাচনসহ নানা ইস্যুতে বর্তমান সরকারের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর অপ্রয়োজনীয় দূরত্ব তৈরি হয়েছে। যদিও এটা হওয়ার কথা ছিল না। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম বলেন, রোডম্যাপ ঘোষণা না হওয়ায় নিশ্চয় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অস্বস্তি বিরাজ করছে। একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে যে বর্তমান সরকার রাজনৈতিক দলগুলোকে কোনো পাত্তাই দেয় না। তাদের সেই রাজনৈতিক দূরদর্শিতা নেই। তাদের প্রথম টার্গেট হচ্ছে, কীভাবে তাদের সরকারের স্থায়িত্ব বাড়ানো যেতে পারে, এই নিয়ে। বর্তমান সরকারের সফলতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিএনপির এই নেতা বলেন, তারা সব শেষে যদি মানবিক করিডোর নিয়ে আন্তর্জাতিক সমস্যার মধ্যে দেশকে ঠেলে দিয়ে যায়... এটার ম্যান্ডেট তো তাদের নেই। তারা যে যার মতো চলে যাবে দেশের মানুষকে এই যুদ্ধের অবস্থার মধ্যে ফেলে রেখে। আসলে তাদের কোনও জবাবদিহিতা নেই, দূরদর্শিতা নেই। তাদের অন্যতম চিন্তা হলো নিজস্ব ক্ষমতার স্থায়ীত্বকাল কীভাবে বাড়ানো যায়। রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষ করে আমার দল এই রকমই মনে করে। বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক বলেন, এক ধরনের অস্বস্তি তো আছেই। সরকারের নানা পদক্ষেপে নির্বাচনকে প্রলম্বিত করা কিংবা অনিশ্চিত সময়ের দিকে নিয়ে যাওয়ার একটা তৎপরতা আছে কিনা সেটা নিয়ে সন্দেহ-অবিশ্বাস বাড়ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ১২ দলীয় জোটের একটি দলের শীর্ষ নেতা বলেন, বর্তমান সরকারের কোনো রাজনৈতিক এজেন্ডা থাকার কথা না, তারা কোনো দলের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষও না। ফলে, রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রতিপক্ষ বানানোর দরকারও নেই তাদের। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে তারা তাই-ই বানাচ্ছে।

শাপলা চত্বর হত্যাকাণ্ডে হাসিনার

মাহমুদুর রহমান বলেন, আমি জুলাই বিপ্লবের শহীদদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। আমাদের মনে রাখতে হবে ২০১৩ সালে শাপলা চত্বরে গণহত্যার পর এই প্রথম স্বাধীনভাবে কোনো প্রোগ্রাম করতে পেরেছি। মাহমুদুর রহমান বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, আপনারা কেন এখনো সেই দানব ফ্যাসিস্ট হাসি-নার বিরুদ্ধে মামলা করেন নাই, আমি জানি না। আমি মনে করি, শাপলা চত্বরে যতজন নিহত হয়েছেন তাদের সবার হয়ে গণহত্যার দায়ে হাসিনার নামে মামলা করতে হবে। তিনি বলেন, আমরা যেহেতু মুসলমান, তাই গাজা ও ভারতের কাশ্মীরের মুসলমানদের ওপর যে নির্যাতন চলছে, তার বিরুদ্ধে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন চালাতে হবে। এতে সভাপতিত্ব করেন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের আমির মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী। সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন হেফাজতের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির মাহমুদুর হাসান কাশেমী, নায়েবে আমির আহমেদ কাশেমী, জাতীয় নাগরিক পার্টির দক্ষিণাঞ্চলের সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ, হেফাজত ইসলামের যুগ্ম মহাসচিব মামুনুল হক প্রমুখ।

ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিলে নির্বাচন

আমাদের চিন্তা করতে হচ্ছে। আমাদের দুঃখের ইতিহাসে জাতি হিসেবে আমরা এখনো ইতি টানতে পারিনি। জামায়াত আমির বলেন, ২০১১ সালের এপ্রিল মাসের পর এমন একটি সম্মেলন একত্রে বসে করার সুযোগ পাইনি। ২০০৯ থেকে শুরু করে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ও তাদের সঙ্গীরা দেশকে শাসন এবং শোসন করেছে। তারা এ দেশের বিরোধী দল-মত বিশেষ করে ইসলামপন্থিদের ওপর বিভিন্নভাবে তাণ্ডব চালিয়েছে। কমপক্ষে তিনটি গণহত্যা তারা চালিয়েছে। প্রথমটি তৎকালীন বিডিয়ারদের হেডকোয়ার্টারে পিলখানায় ৫৭ জন চৌকস দেশপ্রেমিক সেনাদের হত্যা করে। এরপরের হত্যা হয়েছে ২০১৩ সালের ৫ মে শাপলা চত্বরে। হেফাজতের আহ্বানে সমাবেশে রাতের বেলায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে ঘুটঘুটে অন্ধকারে মানুষগুলোকে হত্যা করা হয়েছে। আরেকটি গণহত্যা ২০২৪ এর জুলাই মাসের অর্ধেক ও আগস্টের ৫ তারিখ পর্যন্ত। এতে শহীদ হয়েছে অনেকে, পঙ্গু হয়ে আছে অনেকজন। জামায়াত আমির বলেন, ৫ আগস্টের পর দেশে কার্যত কোনো সরকার ছিল না। আমরা আমদের দলীয় সহকর্মীদের অনুরোধ করেছিলাম, সবাই যেন ধৈর্য ধরে, শান্ত থাকে। এর পাশাপাশি আমরা সাধারণ মানুষকেও আহ্বান জানিয়েছি। অন্যান্য দলও সেই আহ্বান জানিয়েছে। অন্যান্য দেশে এ সময়ে যা ঘটেছে তার তুলনায় তেমন কিছুই ঘটেনি। যা ঘটেছে তাও আমরা সমর্থন করি না। সেদিনই আমরা বলেছিলাম আমরা আইন হাতে তুলে নেবো না। প্রতিকার চাইতে হবে আইনি প্রক্রিয়ায়। আমাদের সহকর্মীরা এই ডাকে সাড়া দিয়েছে। কিছু জায়গায় এমন ঘটলেও সে জায়গায় আমরা চেহারার দিকে না দেখে ব্যবস্থা নিয়েছি। এরপর আমাদের শহীদ পরিবার ও আহতদের কাছে যাওয়া। শহীদদের পরিবারের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। আহতদের জন্য অনেক বেশি করতে পারিনি। তবে তাদের জন্য যতটুকু পেরেছি তা করেছি, এর বাইরে সরকারকে চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রেখেছি। এরপর থেকে ফেনীতে যে বন্যা হয়েছে সেখানে আমরা শুরু থেকে অবস্থানের চেষ্টা করেছি। আমাদের চেষ্টায় যদি কিছুটা হলেও তাদের সান্তনার কারণ হয় তার জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া। বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী একটি কল্যাণ রাষ্ট্র গঠন করতে কাজ করছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ জন্য যেখানে জনগণের ভোগান্তি সেখানে সবার আগে সাড়া দেওয়া হয়তো সবসময় সম্ভব হয় না। আওয়ামী লীগের পতনের পর দেশে আইনশৃঙ্খলা যাতে বিঘ্ন না ঘটে এবং যে ধরনের ভয়াবহতা বন্ধে জামায়াত ইসলাম কাজ করছে জানিয়ে তিনি বলেন, আমাদের ভলেন্টিয়ার ভাইয়েরা সে সময় যারা মাঠে ছিল তারা টানা ১৫ দিন অমুসলিমদের বাড়িঘর, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, যে চেয়েছে তার ব্যবসা আমরা রক্ষা করেছি। এর পাশাপাশি মাদরাসার ছাত্র ও শিক্ষকরা এগিয়ে এসেছেন। অন্যান্য কিছু সংগঠনের লোকদেরও আমরা দেখেছি। এ সময় যারা অনাকাঙ্ক্ষিত কাজ করেছে তাদের শাস্তির আওতায় আনার কথা বলেছি। এছাড়া সাড়ে ১৫ বছরের সময় ধরে যারা হত্যা, গণহত্যা গুম, খুন, ধর্ষণ করেছে, দেশের মানুষের অর্থ বিদেশে পাচার করেছে তাদের যাতে আইনের আওতায় আনা হয় তার দাবি আমরা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত কাজ করে যাবো। তাদের প্রাপ্য শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে। এই সরকার জন-আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে গঠিত হয়েছে। তাদের সহযোগিতা করছি। তবে এর মাঝে সরকারের কিছু উপদেষ্টা অনাকাঙ্ক্ষিত কাজ করে। যা থেকে তাদের দূরে থাকার আহ্বান জানাই।

ডেঙ্গু বাড়ার শঙ্কা

অংশীদারিত্ব' শীর্ষক একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় কানাডাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান মেরিট ইন-করপোরেশন দুটি প্রস্তাব উপস্থাপন করে। প্রতিষ্ঠানটির প্রতিনিধি ডা. কাজী জামিল প্রস্তাব দুটি তুলে ধরেন। সভা শেষে প্রস্তাব দুটি গৃহীত হয়। প্রথম প্রস্তাবে বলা হয়, সেরোলজিক্যাল জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ডেঙ্গু রোগে সংক্রমণের হার ও অ্যান্টিবডির উপস্থিতি নিরূপণ করা হবে। রক্তের নমুনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানা যাবে, কারা পূর্বে আক্রান্ত হয়েছেন এবং কোন এলাকায় ঝুঁকি বেশি। দ্বিতীয় প্রস্তাব অনুযায়ী, 'ওলবাচিয়া' পদ্ধতি প্রয়োগ করে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নেয়া হবে। এই পদ্ধতিতে মশার দেহে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করানো হয়, যা ডেঙ্গু ভাইরাস বহনে বাধা সৃষ্টি করে। ফলে মশা কামড়ালেও ভাইরাস ছড়ায় না। সভায় জানানো হয়, যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয় সেরোলজিক্যাল জরিপে এবং অস্ট্রেলিয়ার একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা ওলবাচিয়া প্রযুক্তির প্রয়োগে কারিগরি সহায়তা দেবে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, কীটতত্ত্ববিদ ড. কবিরুল বাশার এ ব্যাপারে বলেন, এডিস মশার ঘনত্ব নিয়ে যে কাজটা করি, গবেষণা করি সেখানে দেখছি ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সঙ্গে সঙ্গে বেশ কয়েকটি জেলায় এডিস মশার ঘনত্ব বেশি পাচ্ছি। নিশ্চিতভাবে বলতে পারি এসব এলাকায় এবার ডেঙ্গু বাড়বে। এখনই যদি আমরা এডিস মশার প্রজনন, নিয়ন্ত্রণ, ব্রিডিং সোর্স ম্যানেজম্যান্ট এবং ডেঙ্গু রোগী ম্যানেজম্যান্ট সঠিকভাবে শুরু করতে না পারি তাহলে এ বছর পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার ঝুঁকি আছে। তিনি আরও বলেন, ডেঙ্গুতে মৃত রোগীর হার অনেক বেশি। মৃত্যুর কারণ পর্যালোচনা করলে সমস্যাগুলো শনাক্ত করা যাবে। সমাধানে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়ার তাগিদ দেন এই বিশেষজ্ঞ। হাসপাতাল থেকে ক্রস ট্রান্সমিশন হচ্ছে। হাসপাতালে রোগী দেখতে এসে অনেকে আক্রান্ত হচ্ছেন বলে জানান ড. কবিরুল বাশার। মশার বিস্তার রোধে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় জনসম্পৃক্ততা বাড়ানোর ওপর জোর দিচ্ছেন জনস্বাস্থ্যবিদরা। আক্রান্ত হলেও মৃত্যুর হার কমানোর দিকে বিশেষ নজর দেয়ার পরামর্শ তাদের। জনস্বাস্থ্যবিদ ডা. মুশতাক হোসেন বলেন, মশার উপদ্রব বন্ধ করার জন্য একটা কাজ হচ্ছে চিকিৎসার কাজ বিকেন্দ্রীকরণ। গতানুগতিক কাজ করলে মশার উৎপাদন কমবে না। এদিকে, ঢাকায় ডেঙ্গু রোগের জীবাণুবাহী এইডিস মশা নিয়ন্ত্রণে সেনাবাহিনী কাজ করবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি) প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ। ২২শে এপ্রিল ডিএনসিসি নগর ভবনে আসন্ন বর্ষা মৌসুমে ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রস্তুতি ও করণীয় সম্পর্কে বিভি-ন্ন হাসপাতালের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন ডিএনসিসি প্রশাসক। ঘরবাড়ি পরিষ্কার রাখতে নাগরিকদের সচেতন করতে ডিএনসিসি কার্যক্রম চালাবে তুলে ধরে ডিএনসিসি প্রশাসক বলেন, বাড়িঘর পরিষ্কার না পেলে বাড়ি মালিকদের জরিমানা করা হবে। তিনি বলেন, ডেঙ্গু আক্রান্তদের চিকিৎসায় ঢাকার সরকারি হাসপাতালগুলোয় ডেঙ্গু কর্নার করা হবে। তিনি আরও বলেন, ডিএনসিসি এলাকায় মশার ওষুধ ছিটানোর কার্যক্রম ঠিকাদারকে দিয়ে করানো হচ্ছে। সে অবস্থান থেকে সরে এসেছে ডিএনসিসি। এখন থেকে সেনাবাহিনী মশা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করবে। যে থার্ড পার্টি দিয়ে আমরা মশার ওষুধ ছিটাতাম, সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাদের দিয়ে এই কাজ আমরা আর করাবো না। এইবার আমরা বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরিকে দিয়ে এই কাজটি করাবো। বাধ্য হয়ে আমাদের এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। কারণ পাবলিক হেলথ নিয়ে আমরা কোনো ধরনের ঝুঁকি নিতে চাই না, কোনো ধরনের ত্রুটি চাই না। ডিএনসিসি প্রশাসক এজাজ বলে, বৃষ্টির মৌসুম শুরু হওয়ায় ডেঙ্গুর প্রকোপ আরও বাড়ার আশঙ্কা আছে। ডেঙ্গু প্রতিরোধে মশা নিয়ন্ত্রণ জরুরি, কিন্তু বাড়িঘরে মশা নিধন কঠিন। আমরা ঘুরলে ৯০ শতাংশ বাড়ির পাশে ময়লা পাওয়া যাবে, বাড়ি মালিকরা ঠিকমতো পরিষ্কার করেন না। লার্ভা মারার জন্য যে ওষুধ দিতে হচ্ছে, নিরাপত্তার কথা বলে আমাদের লোকজনকে ঢুকতে দেন না। বাড়িঘর পরিচ্ছন্ন রাখতে ভাড়াটিয়ারা বাড়ি মালিকের ওপর চাপ তৈরি করবেন। তিনি বলেন, ডিএনসিসি প্রতিটি হাসপাতালে একটি করে ডেঙ্গু কর্নার করতে চায়। এ বিষয়ে প্রয়োজনে ডিএনসিসি সব ধরনের সহায়তা করবে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গুর সঙ্গে ২০০০ সাল থেকে লড়ছে বাংলাদেশ। ২০১৯ ও ২০২৩ সাল ছিল এ লড়াইয়ের টার্নিং পয়েন্ট। ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ও মৃত্যুর রেকর্ডে ২০২৩ সাল ছিল মশার বিরুদ্ধ পরাজয়ের বড় মাইলফলক। ২০২৪ সালে এসে সংক্রমণ ও মৃত্যু তুলনামূলক কমলেও তা ছিল দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায়, ২০১৯ সালে এক লাখ এক হাজার ৩৫৪ জন, ২০২০ সালে এক হাজার ৪০৫ জন, ২০২১ সালে ২৮ হাজার ৪২৯ জন এবং ২০২২ সালে ৬২ হাজার ৩৮২ জন এবং ২০২৩ সালে মোট তিন লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। ২০২৪ সালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন এক লাখ এক হাজার ২১৪ জন। এর মধ্যে ৬৩ দশমিক ১০ শতাংশ পুরুষ এবং ৩৬ দশমিক ৯০ শতাংশ নারী।

পুঁজিবাজারে মূলধন কমেছে

সপ্তাহের ব্যবধানে সিএসইতে লেনদেন বেড়েছে ৪১ কোটি ২৯ লাখ টাকা। বিদায়ী সপ্তাহে সিএসইতে মোট ৩০৮টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেনে অংশ নিয়েছে। কোম্পানিগুলোর মধ্যে দর বেড়েছে ১১১টির, দর কমেছে ১৭২টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ২৫টির শেয়ার ও ইউনিট দর।

চাঁদপুরে ছেলেকে খুঁজতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার গৃহবধূ, গ্রেপ্তার ২

স্টাফ রিপোর্টার : চাঁদপুরের কচুয়া উপজেলায় একটি মাদ্রাসা থেকে নিখোঁজ ছেলেকে খুঁজতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন এক গৃহবধূ। এ ঘটনায় মো. সুমন (৩১) ও মো. মহসিন (২৮) নামের দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত শুক্রবার দুপুরে তাদের চাঁদপুর আদালতে সোপর্দ করে কচুয়া থানা পুলিশ। সন্ধ্যায় এ তথ্য নিশ্চিত করেন থানার ওসি মো. আজিজুল ইসলাম। গ্রেপ্তার সুমন উপজেলার গোহট উত্তর ইউনিয়নের হাড়িচাইল মুন্সিবাড়ির মৃত বাবুল মিয়ার ছেলে এবং মহসিন একই বাড়ির আব্দুল হালিমের ছেলে। অভিযোগে জানা গেছে, গত ১৭ এপ্রিল সন্ধ্যায় গৃহবধূ (৩০) তার ১০ বছরের ছেলেকে খুঁজতে বের হন। ছেলেকে খোঁজার জন্য তিনি ওই গ্রামের মুন্সিবা-ড়িতে গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা তার ছেলেকে পরিত্যক্ত একটি ঘরে লুকিয়ে থাকতে দেখেছেন বলে সেখানে নিয়ে যান। পরে ওই গৃহবধূকে সেখানে দুই যুবক ধর্ষণ করেন। গৃহবধূ ধর্ষণের শিকার হয়ে সম্মানহানির ভয়ে বিষয়টি প্রথমে গোপন রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু কয়েকদিন পর ঘটনাটি জানাজানি হলে ওই গৃহবধূ পরিবারের লোকদের পরামর্শে ঘটনার ১৩ দিন পর ৩০ এপ্রিল থানায় লিখিত অভিযোগ দেন। অভিযোগের ভিত্তিতে থানা পুলিশ বৃহস্পতিবার ভোরে উপজেলার রহিমানগর নামক এলাকা থেকে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করে। গৃহবধূ পুলিশকে জানিয়েছেন, তার নিখোঁজ ছেলেকে পরে মাদ্রাসা এলাকা থেকে খুঁজে পাওয়া যায়। এদিকে কচুয়া থানার ওসি মো. আজিজুল ইসলাম বলেন, ওই গৃহবধূর অভিযোগের ভিত্তিতে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। এ ঘটনায় ওই গৃহবধূ বাদী হয়ে থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। ওসি আরও বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায়। পরে তাদের চাঁদপুর আদালতে সোপর্দ করা হয়। পরে আদালত তাদের জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

গাইবান্ধায় মারধরের পর পল্লিচিকিৎসককে তুলে নিয়ে গেছে প্রতিপক্ষ

স্টাফ রিপোর্টার : গাইবান্ধার সাদুল্লাপুরে প্রকাশ্যে রাস্তায় মোটরসাইকেল থামিয়ে তরিকুল ইসলাম (৩৫) নামে এক পল্লিচিকিৎসককে বেধড়ক মারধরের ঘটনা ঘটেছে। পরে তাকে জোরপূর্বক টেনেহিঁচড়ে একটি অটোরিকশা ভ্যানে তুলে নিয়ে যেতে দেখা যায় কয়েকজনকে। পূর্বশত্রুতার জেরে সুমন ও মিলনের নেতৃত্বে তরিকুলকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ করেছেন স্বজনরা। ঘটনার সময় প্রত্যক্ষদর্শীর ধারণ করা একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। ঘটনাটি ঘটে গত শুক্রবার বিকালে সাদুল্লাপুর উপজেলার ভাতগ্রাম ইউনিয়নের হাতি চামটার ব্রিজ এলাকায়। পেশায় পল্লিচিকিৎসক তরিকুল ইসলাম ভাতগ্রাম ইউনিয়নের কৃষ্ণপুর কুটিপাড়ার নুরুল ইসলামের ছেলে। ভাতগ্রাম বাজারে তার একটি ঔষধের দোকান রয়েছে। এ ছাড়া তিনি একটি মসজিদে ইমামতি করেন। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, গত শুক্রবার বিকালে মোটরসাইকেলে করে ভাতগ্রাম বাজারের ঔষধের দোকানে যাচ্ছিলেন তরিকুল ইসলাম। পথে হাতি চামটার ব্রিজের এলাকায় পৌঁছালে মোটরসাইকেলের গতিরোধ করে আগে থেকে দাঁড়িয়ে থাকা ৭-৮ জন যুবক। এ সময় তারা মোটরসাইকেল থেকে তরিকুলকে নামিয়ে কিলঘুষিসহ বেধড়ক মারধর করে। পরে তাকে জোরপূর্বক টেনেহিঁচড়ে একটি অটোরিকশা ভ্যানে তুলে নিয়ে যায়। এ ছাড়া দ্রুতগতিতে মোটরসাইকেল চালিয়ে দুজনকে ঘটনাস্থল ত্যাগ করতে দেখা গেছে। তরিকুলের স্বজনদের অভিযোগ, পূর্বশত্রুতার জেরে তাকে অপহরণ করেছে প্রতিপক্ষের লোকজন। দক্ষিণ সন্তোলা গ্রামের সুমন মিয়া ও চাঁদকরিম গ্রামের মিলন মিয়ার নেতৃত্বে ৭-৮ জন মিলে প্রকাশ্যে রাস্তায় মারধরের পর তরিকুলকে তুলে নিয়ে যায়। পরে মিলনের বাড়িতে তাকে আটকে রাখা হয়। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন তরিকুলকে উদ্ধার করতে মিলনের বাড়িতে গেলে তাদের বিভিন্ন হুমকি দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। এ ঘটনার পরপরেই তরিকুল ইসলামের ছোট ভাই হিরু মিয়া বাদী হয়ে সাদুল্লাপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। এ বিষয়ে হিরু মিয়া বলেন, দীর্ঘদিন ধরে তরিকুলের সঙ্গে নানা বিষয়ে শত্রুতা করে আসছেন সুমন ও মিলনসহ তাদের পক্ষের লোকজন। তরিকুলকে অপহরণের ঘটনাটি পরিকল্পিত। দ্রুত তরিকুলকে উদ্ধারসহ জড়িতের গ্রেপ্তারের দাবি জানান তিনি। বিষয়টি নিশ্চিত করে সাদুল্লাপুর থানার ওসি মো. তাজউদ্দিন খন্দকার জানান, তরিকুলকে অপহরণের ঘটনায় সুমন ও মিলনসহ অজ্ঞাত ৭-৮ জনের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন তার ভাই হিরু মিয়া। অপহৃত তরিকুল ইসলামকে উদ্ধারে তৎপরতা চালাচ্ছে পুলিশ। ঘটনার সময়ের ভিডিওটি দেখে আসামি শনাক্তসহ গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাবেক শিক্ষার্থীর হামলায় আহত শিক্ষক, বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার : খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক এক শিক্ষার্থীর হামলায় সহকারী ছাত্রবিষয়ক পরিচালক হাসান মাহমুদ সাকি গুরুতর আহত হয়েছেন। তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। গত শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে ৯টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন প্রশাসনিক ভবনের সামনে এ হামলা হয়। হামলাকারী আবদুল্লাহ নোমান বাংলা ২০১৮ ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন। এ ঘটনার প্রতিবাদে রাতে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন শিক্ষার্থীরা। তারা আবদুল্লাহ নোমানকে ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছেন। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. রেজাউল করিম বলেছেন, এ ঘটনায় ইতোমধ্যে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা জানান, ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরীণ ইস্যুতে বর্তমান শিক্ষার্থীদের সঙ্গে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী ছাত্রবিষয়ক পরিচালক হাসান মাহমুদের (সাকি) কথপোকথনের একপর্যায়ে সাবেক শিক্ষার্থী বাংলা ১৮ ব্যাচের আব্দুল্লাহ নোমান তর্কে লিপ্ত হয় এবং স্যারের গায়ে হাত দিয়ে আঘাত করে। এ ঘটনায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষার্থীরা তীব্র নিন্দা জানিয়ে বাংলা ১৮ ব্যাচের সাবেক শিক্ষার্থী আব্দুল্লাহ নোমানকে আজীবনের জন্য ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেন এবং বিদ্যমান আইনে সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করেন। এ ছাড়া ঘটনার প্রতিবাদে রাত সাড়ে ১২টার দিকে শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন। একই সঙ্গে হামলাকারী শিক্ষার্থীকে ক্যাম্পাসে নিষিদ্ধ এবং সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের দাবির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. রেজাউল করিম বক্তৃতা করেন।

রাজধানীতে মোটরসাইকেল ধাক্কায় পথচারী নিহত, দম্পতি আহত

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর কারওয়ান বাজার এলাকায় রাস্তা পারাপারের সময় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় শাহ আলম (৬৫) নামে এক পথচারী নিহত হয়েছেন। এ দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেলের চালক ও তার স্ত্রীও আহত হয়েছেন। গত শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে কারওয়ান বাজারে স্টার বেকারির বিপরীত পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় পথচারীরা তিন জনকে উদ্ধার করে সন্ধ্যা ৭টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পথচারী শাহ আলমকে মৃত ঘোষণা করেন। উদ্ধার করে ঢামেকে নিয়ে আসা পথচারী নাঈম সরকার বলেন, স্টার বেকারির সামনে রক্তাক্ত অবস্থায় এক বৃদ্ধকে পড়ে থাকতে দেখি। সঙ্গে মোটরসাইকেলের স্বামী-স্ত্রীও রাস্তায় পড়ে ছিল। পরে তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাই। আহত মোটরসাইকেল চালক সাইদুল ইসলাম (৩৪) বলেন, আমি ও আমার স্ত্রী সাবিহা বেগম (৩০) বসুন্ধরায় শপিং শেষে বাসায় ফিরছিলাম। এ সময় পথচারী ওই বৃদ্ধ রাস্তা পার হচ্ছিলেন। আমি মোটরসাইকেল থামিয়েও আবার চালু করি। তখনই তিনি হঠাৎ সামনে এসে পড়লে ধাক্কা লাগে। এতে আমরা তিন জনই ছিটকে পড়ে যাই। নিহত শাহ আলম নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী উপজেলার ধনুপুর গ্রামের মৃত আব্দুল খালেক কালামিয়ার ছেলে। বর্তমানে তিনি গাজীপুরের কালিয়াকৈরের গোয়ালবাথন এলাকায় পরিবার নিয়ে বসবাস করতেন। তার ছেলে আলাউদ্দিন জানান, দুই দিন আগে বাবা গাজীপুর থেকে গ্রিন রোডে আমার বাসায় বেড়াতে আসেন। হঠাৎ সন্ধ্যায় জানতে পারি তিনি সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে তেজগাঁও থানার ওসি মোবারক হোসেন জানান, রাস্তা পারাপারের সময় মোটরসাইকেল ধাক্কায় পথচারীসহ তিন জনই আহত হন। পরে তাদের হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক বৃদ্ধকে মৃত ঘোষণা করেন। লাশটি হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। আহত দম্পতি সাইদুল ইসলাম ও সাবিহা বেগম বর্তমানে ঢামেক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

হাতিরঝিলে মাদককারবারিসহ গ্রেপ্তার ১১

স্টাফ রিপোর্টার : অপরাধ নিয়ন্ত্রণে রাজধানীর হাতিরঝিল থানার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে পেশাদার মাদককারবারি ও চোরসহ বিভি-ন্ন অপরাধে জড়িত ১১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) হাতিরঝিল থানা পুলিশ। গতকাল শনিবার ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন। গত শুক্রবার হাতিরঝিল থানার বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তাররা হলেন- মো. রাকিবুল হাসান শান্ত (২৮), মোছা. খাদিজা বেগম, মো. শামীম (২৫), জুবায়ের হাসান (২২), মো. ইমরুল খান (২৩), সোহেল রানা (৩০), কামরুল ইসলাম (৪০), সোহেল রানা (৩০), মো. রবিউল হাসান (২২), মো. মোস্তাকিম (২১) ও মো. শাহীন (৩৫)। গ্রেপ্তারের সময় তাদের হেফাজত থেকে ২৫০ গ্রাম গাঁজা, মাদকদ্রব্য বিক্রয়লব্ধ নগদ এক হাজর ৮৪০ টাকা ও একটি চোরাই মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়। হাতিরঝিল থানার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, অপরাধ নিয়ন্ত্রণে রাজধানীর হাতিরঝিল থানার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে পেশাদার মাদককারবারি ও চোরসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারদের মধ্যে রয়েছে চোর, পেশাদার মাদককারবারি, পরোয়ানাভুক্ত আসামি ও বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অপরাধী। গ্রেপ্তারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান তিনি।

ঝিনাইদহে বিয়ের প্রলোভনে নারীকে ধর্ষণ ও জোরপূর্বক গর্ভপাতের অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার : ঝিনাইদহের শৈলকূপায় উপজেলা কৃষকদল নেতার ছেলের বিরুদ্ধে বিয়ের প্রলোভনে এক নারীকে ধর্ষণ ও জোরপূর্বক গর্ভপাতের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী নারী ঝিনাইদহ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে কৃষকদল নেতাসহ চার জনের নামে মামলা করেছেন। মামলার এজাহারে ধর্ষণ, গর্ভপাত ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ করা হয়েছে। এদিকে শৈলকূপা থানায় নির্যাতিত ওই নারী পৃথক আরেকটি অভিযোগ করেন। সেই অভিযোগ তদন্ত করে পুলিশ প্রাথমিকভাবে সত্যতা পেয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই সম্রাট মন্ডল। মামলার এজাহার ও ভুক্তভোগী নারী সূত্রে জানা গেছে, দুই বছর ধরে ওই নারীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলেন নাজমুল খন্দকার নামের এক যুবক। নাজমুল খন্দকার শৈলকূপা উপজেলা কৃষকদলের সদস্য সচিব কামরুল ইসলামের ছেলে। ওই নারীকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে নাজমুল খন্দকার নিয়মিত শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হন। তাদের সম্পর্কের বিষয়টি নাজমুলের পরিবারের সবাই জানার পরে তারা ওই সম্পর্ক মেনে নেয়। এরপর ওই নারী নাজমুলের বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করেন। এক পর্যায়ে ভুক্তভোগী নারী গর্ভবর্তী হয়ে পড়লে নাজমুল ও তার বাবা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তারা কৌশলে ওই নারীকে ঝিনাইদহ শহরের হামদহ এলাকার রয়েল ক্লিনিকে ভর্তি করে গর্ভপাত ঘটান। ভুক্তভোগীর অভিযোগ, চিকিৎসা শেষ হওয়ার আগেই নাজমুল খন্দকার ও তার বাবা-মা ভুক্তভোগী নারীকে হাসপাতালে ফেলে রেখে পালিয়ে যান। নাজমুল খন্দকার ও তার বাবা-মায়ের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করেও ওই নারী কোনো সমাধান পাননি। পরে তিনি শৈলকূপা থানায় মামলা দায়ের করতে গেলে থানা মামলা গ্রহণ করেনি। নাজমুল খন্দকারের বাবা কামরুল ইসলাম রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ওই নারীকে নানাভাবে হুমকি ধামকি দিয়ে যাচ্ছেন বলে তার অভিযোগ। ভুক্তভোগী নারী বলেন, দুই বছর ধরে নাজমুলের সঙ্গে তার সম্পর্ক। বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত থাকায় নাজমুলের বাবা কামরুল ইসলামসহ পরিবারের সবাই বিয়ের আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু গর্ভবতী হয়ে পড়লে নাজমুলের পরিবারের লোকজন আমাকে মারধর করেন। এক পর্যায়ে তারা জোরপূর্বক আমার গর্ভের সন্তান নষ্ট করে দেন। এ বিষয়ে কৃষকদল নেতার ছেলে নাজমুল খন্দকার বলেন, ওই নারীর অভিযোগ সত্য নয়। সে একজন প্রতারক। আমার নামে থানায় কোনো মামলা হয়েছে কি না জানি না। নাজমুলের বাবা শৈলকূপা উপজেলা কৃষক দলের সদস্য সচিব কামরুল ইসলাম বলেন, অভিযোগকারী নারী সম্পর্কে আমি খুব বেশি কিছু জানি না। তবে সে আমার বাড়িতে আসা যাওয়া করতো। গর্ভপাত ও হাসপাতালে ভর্তির বিষয়ে আমি কিছু জানি না। এসময় তিনি সাংবাদিকদের নিউজটি এড়িয়ে যাওয়ার অনুরোধ করেন। শৈলকূপা থানার এসআই সম্রাট মন্ডল বলেন, ওই নারীর অভিযোগ পেয়ে পারিপার্শ্বিকতা ও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। প্রাথমিকভাবে অভিযোগের সত্যতা মিলেছে। শৈলকূপা থানার ওসি মাসুম খান বলেন, ভুক্তভোগী নারীকে বিয়ের প্রলোভনে ফেলে নানাভাবে নির্যাতন করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে আমরা সেটা পেয়েছি। এ বিষয়ে আদালতের আদেশ হাতে পেয়েছি। আদালত মামলা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। থানায় মামলা রেকর্ড করা হয়েছে। আসামি গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

কুষ্টিয়ায় থানায় নেওয়ার পথে ২ পুলিশকে হাতুড়িপেটা করলো আসামি

স্টাফ রিপোর্টার : কুষ্টিয়ার মিরপুরে গ্রেপ্তার করে থানায় নেওয়ার পথে দুই পুলিশ সদস্যকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়েছেন এক আসামি। গত শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার পালপাড়া বাজারের কাছে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাতে আমলা হঠাৎ পাড়া এলাকা থেকে একটি মামলার সন্দেহভাজন আসামি হিসেবে আশিক (২৫) নামে একজনকে আটক করে পুলিশ। তাকে মোটরসাইকেলে মিরপুর থানায় নিয়ে যাচ্ছিলেন আমলা পুলিশ ক্যাম্পের এসআই মনিরুল ইসলাম ও কনস্টেবল রুস্তম আলী। থানার পালপাড়া বাজারের কাছে পৌঁছালে আশিক চিৎকার করে মটরসাইকেল থামাতে বলে।

জাকসু নির্বাচন ঘিরে জাবিতে বহিরাগত প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

স্টাফ রিপোর্টার : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচন ঘিরে ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা পরিস্থিতি জোরদারের লক্ষ্যে গতকাল শনিবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বহিরাগত প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। গত শুক্রবার রাত ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ অফিসের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মোহাম্মদ মহিউদ্দিন সই করা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ইতোমধ্যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) এবং আবাসিক হল সংসদ সমূহের নির্বাচনের তারিখ ও তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা পরিস্থিতি এই সময়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয়। সেই আলোকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গতকাল শনিবার থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বহিরাগতদের প্রবেশ নিষেধ করা হয়েছে। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অংশীজনকে স্ব স্ব পরিচয়পত্র বহন করার জন্য অনুরোধ করা হয় বিজ্ঞপ্তিতে।

সম্পাদকীয়

বাড়ছে অপরাধ
জননিরাপত্তা নিশ্চিত হোক

দেশে ডাকাতি, চোরাচালান ও অপহরণ বাড়ছে। হত্যা, ধর্ষণ, ছিনতাই, নারী নির্যাতনের মতো অপরাধ নিয়মিত চলছে দেশব্যাপী। কিশোর বয়সীরাও হয়ে উঠছে সহিংস। ফলে নিরাপত্তাহীনতা গ্রাস করছে জনজীবন। রাজধানীসহ দেশের কয়েক শহর ও গ্রামে জননিরাপত্তার ব্যত্যয় ঘটায় এবং সমাজে অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধিতে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ, মন্ত্রণালয় এবং খোদ সরকার প্রশ্নের মুখে পড়ছে। সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমে চোখ রাখলেই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির খবর। নাগরিকের ক্ষোভেরও শেষ নেই। আমরা মনে করি, যেকোনো মূল্যে নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কা দূর করতে হবে। একটি সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দেওয়া। তাই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দায় সরকার কোনোভাবেই এড়াতে পারে না। পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্য, শিক্ষার ভূমিকা এবং সমাজের দায়িত্বের প্রতি গভীর অবহেলার ফলে ঘটছে নানা ধরনের সহিংসতা। পারিবারিক সহিংসতা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সহপাঠীদের মধ্যে সহিংস প্রতিযোগিতা, রাজনৈতিক সহিংসতা-এগুলো আমাদের ভেতরকার নৈতিকতা, সহানুভূতি ও মানবিকতাকে মেরে ফেলছে। নানা ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের ঘটনায় পুরো দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাগত অবনতির প্রেক্ষাপটে চলছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর বিশেষ তিনটি অভিযান, যার মধ্যে রয়েছে অপারেশন ডেভিল হান্ট, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) সাঁড়াশি অভিযান এবং যৌথ বাহিনীর অভিযান। কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতিতে সরকারের এমন প্রচেষ্টায়ও থেমে নেই অপরাধ ও সহিংসতা। প্রচলিত আইনের কঠোর প্রয়োগের পাশাপাশি সামাজিক অনুশাসন ও মূল্যবোধগুলো ফিরিয়ে আনতে হবে। সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে নাগরিকের মনে নিরাপত্তাবোধ তৈরি করা। আমরা আশা করি, সরকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরও গুরুত্বের সাথে দেখবে এবং অপরাধ দমনে সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করবে। জনজীবনে নিরাপত্তাহীনতার যে আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে -তা দ্রুত দূর করতে হবে।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাগত অবনতির প্রেক্ষাপটে চলছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর বিশেষ তিনটি অভিযান, যার মধ্যে রয়েছে অপারেশন ডেভিল হান্ট, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) সাঁড়াশি অভিযান এবং যৌথ বাহিনীর অভিযান

হাতি হত্যায় নিঃশব্দ বন
নিঃসহায় বিবেক

বাংলাদেশের বনাঞ্চলে হাতি হত্যার হারে যে উদ্বেগজনক উর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে, তা শুধু পরিবেশ নয়, আমাদের সভ্যতার বিবেককেই প্রশ্নবিদ্ধ করছে। চলতি বছরের মাত্র চার মাসে সারা দেশে ১৮টি হাতির মৃত্যু, যার বেশিরভাগই সহিংস ও অস্বাভাবিক, এই মহাবিপন্ন প্রাণীটির অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলেছে। দাঁত ও নখের লোভে বৈদ্যুতিক ফাঁদ, গুলি কিংবা কুপিয়ে হত্যার মতো নৃশংস পদ্ধতিতে হাতি হত্যা এখন নিয়মিত ঘটনার মতোই প্রকাশ পাচ্ছে। সবচেয়ে উদ্বেগজনক হলো, বন বিভাগের কিছু অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংশ্লিষ্টতার অভিযোগও বারবার উঠে আসছে, যা সংরক্ষণ ব্যবস্থার দুর্বলতাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। ১৯৮০ সালে দেশে ৩৮০টি হাতি থাকলেও ২০১৬ সালের সর্বশেষ জরিপে তা কমে ২৬৮-তে দাঁড়ায়। এরপর আর কোনো জরিপ না হওয়াই প্রমাণ করে, এই প্রজাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতার ঘাটতি রয়েছে। ৮ এপ্রিল কক্সবাজারের ফাঁসিয়াখালীর জলদি রেঞ্জে কুপিয়ে হত্যা, ১১ মার্চ রাঙামাটির গর্ভবতী হাতির মৃত্যু কিংবা উখিয়ায় গুলি করে হত্যা-প্রতিটি ঘটনাই আমাদের নীতিনির্ধারক, বন রক্ষা কর্মী এবং সচেতন নাগরিকদের সামনে একটি কঠিন প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়: আমরা কি প্রকৃতির এই অনন্য জীবটিকে চিরতরে হারিয়ে ফেলার পথে হাঁটছি? হাতির আবাসভূমি হ্রাস, খাদ্যের অভাব ও মানুষের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সব মিলিয়ে হাতির বেঁচে থাকার পরিবেশ সংকুচিত হয়ে আসছে। বন ও পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের উদ্যোগ যেমন-হাতির চলাচলের জন্য খাস জমি বরাদ্দ ও খাদ্য সমৃদ্ধ আবাস তৈরির পরিকল্পনা-প্রশংসনীয় হলেও, তা বাস্তবায়নে প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা, কার্যকরি পদক্ষেপ এবং শক্তিশালী আইনি কাঠামো। আমরা ভুলে যেতে পারি না, একটি হাতির মৃত্যু শুধু একটি প্রাণ হারানো নয়-তা একটি বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার পূর্বাভাস। এখনই যদি কঠোর আইন, সঠিক বাস্তবায়ন, এবং জনসচেতনতা না বাড়ে, তবে একদিন হয়তো আমরা শুধু ইতিহাসের পাতায় হাতির কথা পড়বো-বাস্তবতায় নয়।

চালের বাজারে অস্থিরতা, সরবরাহ
বাড়লেও কেন দাম বাড়ছে?

চাল বাংলাদেশের মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য। তাই এই পণ্যটির মূল্যবৃদ্ধি শুধু অর্থনৈতিক সমস্যা নয়, তা সরাসরি সাধারণ মানুষের জীবনের ওপর প্রভাব ফেলে। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে চাল আমদানিতে অভূতপূর্ব ২০৫১ শতাংশ বৃদ্ধি সত্ত্বেও বাজারে দাম বেড়েই চলেছে-যা সত্যিই বিস্ময়কর এবং নীতিনির্ধারকদের জন্য গভীর উদ্বেগের বিষয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য মতে, জুলাই থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চাল আমদানিতে ব্যয় হয়েছে প্রায় ২৮ কোটি ৬১ লাখ ডলার। অথচ বাজারে এর কোনো ইতিবাচক প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। বিশেষ করে ঢাকার বাজারে সূক্ষ্ম জাতের চালের মূল্য প্রতি কেজিতে ২ থেকে ৩ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে, যা নিম্ন আয়ের মানুষদের জন্য বড় বোঝা। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, তিন দফা ভয়াবহ বন্যা কৃষি উৎপাদনকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করেছে। ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, কুমিল্লাসহ ১১টি জেলায় প্লাবন পরিস্থিতি ছিল ভয়াবহ। এ কারণে বাজারে খাদ্য সংকটের সম্ভাবনা এড়াতে আমদানি বাড়ানো হয়েছে। আবার বোরো মৌসুমে চাল ও ধানের সংগ্রহমূল্য বাড়িয়ে কৃষকের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণে চেষ্টা করা হয়েছে। এগুলো নিঃসন্দেহে ইতিবাচক পদক্ষেপ। তবে প্রশ্ন থেকেই যায়-সরবরাহ বাড়লেও বাজারে দামের এই ঊর্ধ্বগতি কেন? অর্থনীতিবিদরা যেমন বলছেন, বাজার ব্যবস্থাপনার ঘাটতি, মজুতদারির প্রবণতা এবং সরকারি গুদাম থেকে সরবরাহে ধীরগতিই মূলত এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণ। আমদানির জন্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হলেও এর সুফল জনগণ পাচ্ছে না-এটি একটি নীতিগত ব্যর্থতা। এই পরিস্থিতিতে কেবল আমদানির ওপর নির্ভর না করে বাজার মনিটরিং জোরদার করা, মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য রোধ করা এবং গুদামজাত চালের সুষ্ঠ বন্টন নিশ্চিত করাই হবে টেকসই সমাধানের পথ। সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা, গোপন মজুত ও সরবরাহে স্বচ্ছতার অভাব যতদিন থাকবে, ততদিন সাধারণ মানুষ চাল কিনতে গিয়ে কষ্টেই পড়বে। জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে বাজার ব্যবস্থার সংস্কার এবং কৃষি উৎপাদনের প্রতি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগই হতে পারে একমাত্র কার্যকর উপায়।

আমদানির জন্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হলেও এর সুফল জনগণ পাচ্ছে না-এটি একটি নীতিগত ব্যর্থতা। এই পরিস্থিতিতে কেবল আমদানির ওপর নির্ভর না করে বাজার মনিটরিং জোরদার করা, মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য রোধ করা এবং গুদামজাত চালের সুষ্ঠ বন্টন নিশ্চিত করাই হবে টেকসই সমাধানের পথ। সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা, গোপন মজুত ও সরবরাহে স্বচ্ছতার অভাব যতদিন থাকবে, ততদিন সাধারণ মানুষ চাল কিনতে গিয়ে কষ্টেই পড়বে। জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে বাজার ব্যবস্থার সংস্কার এবং কৃষি উৎপাদনের প্রতি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগই হতে পারে একমাত্র কার্যকর উপায়

সততার পুরস্কার কি কেবল অভাব?

রাজু আহমেদ

যারা এন্ট্রি লেভেলে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ স্কেল/গ্রেডে সরকারি চাকুরিতে যোগদান করে, তাদের সাকুল্যে বেতন ৩৫ হাজারের আশেপাশে। রাজধানী, বিভাগ, জেলা কিংবা উপজেলায় পদায়ন ভেদে বাড়িভাড়ার তারতম্যে অঙ্কের কিছুটা কমবেশি হতে পারে। প্রথম শ্রেণির পিছনেও আরও দুটো শ্রেণি আছে-দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণি। প্রত্যেক শ্রেণির আবার উচ্চ ও নিম্ন ধাপ আছে। সরকার প্রদেয় সর্বনিম্ন বেতন ১৪ হাজারের কমবেশি। চাকুরিতে সবচেয়ে কম সংখ্যক জনবল প্রথম শ্রেণির। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির মর্যাদাভেদে জনবলের বড় সংখ্যা নিয়োজিত। বেতন, সঞ্চয় এবং ব্যয়ের হিসাবনিকাশ করে কখনো প্রশ্ন জাগে না যে, মানুষগুলোর সংসার কেমন চলছে? তারা টিকে আছে কেমনে? সরকারি চাকুরির যোগ্য হতে কত বছর বিনিয়োগ করতে হয়েছে এবং পরিবারকে কত টাকা ব্যয় করতে হয়েছে? টাকার হিসাব বাদ দিলাম। পড়াশোনার সময়কাল একটু হিসেব করে দেখি-মাস্টার্সে ১ বছর, অনার্সে ৪ বছর, উচ্চমাধ্যমিকে ২ বছর, মাধ্যমিকে ৫ বছর এবং প্রাথমিকে ৫ বছর। সর্বমোট ১৭ বছর বই খাতা হাতে ছুটতে হয়েছে প্রশ্ন হতে পারে, সকল সরকারি চাকুরিতে কি মাস্টার্স ম্যান্ডেটরি? না। তবে দেশে মাস্টার্স ডিগ্রিধারী বেকারের সংখ্যা এত অধিক যে আয়া, বুয়া, ঝাড়ুদার, দফাদার চেয়ে বিজ্ঞাপন দিলেও মাস্টার্স ডিগ্রির আবেদনে সয়লাব হয়ে যায়। এই পাশদের কোথাও জায়গা হয় না? সরকারি চাকুরিজীবীরা এমন অল্প বেতনে চলছেন কেমনে? যাদের আয়ের উৎস শুধু বেতন এবং ব্যয়ের খাত বহু, তাদের তো আসলে দুর্দিন চলছে। তারা বেতন নিলেও তাদেরকে আবার সেবক উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ভাত খেতে না পারলেও, সংসার না চললেও কখনো সেবা প্রদান বিঘ্নিত করা যাবে না মর্মে নির্দেশনা ও অঙ্গীকার থাকে।সরকারি চাকুরিজীবীদেরও আবার শ্রেণিবিভাগ আছে-অসৎ এবং সৎ! অসৎদের বেতন না হলেও চলে। যারা বিবেক বিক্রি করেছে, হালাল-হারামের পার্থক্য তুলে নিয়েছে, তাদের ব্যাপার ভিন্ন! যাদের উপরি কামাই আছে, তারা সমাজে কামাল জীবন যাপন করে। অসৎ পিয়নেরও বাড়ি-গাড়ি হয়। নীতিভ্রষ্ট বসেরও বিদেশে আলিশান জীবনযাপন হয়। ঘুষখোরদের সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তি তড়তড় করে বাড়ে। তারা অর্থবিত্ত দান করে নাম কাম কামায়। মোটকথা, তাদের এলাহি কারবার। মাঝে মাঝে তাদের দু-চারজন ভ্রষ্টাচারের অভিযোগে পাকড়াও হন। রাষ্ট্রের আমজনতা তাদের নিয়ে তর্কবিতর্ক সভা করে। দিন যায়! অসহায়ের ভাগ্য বদল ঘটে না। যত সমস্যা তা তো সৎদের। পরিবারের চাহিদা মেটাতে পারে না। আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতে পারে না। সন্তানদের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। কেউ যাতে নিমন্ত্রণ না করে-স্রষ্টার কাছে সেই প্রার্থনা জানায়। যারা কাঁচাবাজার করে রাত্রে, মাছ-মুরগি কেনে দরদাম করে। ডিম-ডাল খেয়ে দিন পার করতে পারলে বাঁচে। যাদের দুই পয়সা খরচ করতে চারবার ভাবতে হয়, যাদের মাসের শেষে চালিয়ে নিতে টানাটানি লাগে-তাদের পাশে রাষ্ট্র দাঁড়ায়? সৎদের নিয়ে রাষ্ট্র ভাবে?

বেতন কম বললেই একদল বলে, তোমরা তো জেনেশুনেই বিষ করেছো পান। ২০১৫ সালের বেতন কাঠামো দিয়ে এই সময়টায় চলে না। ১০ বছরের ব্যবধানে দুনিয়ায় অনেক কিছুর পরিবর্তন হয়েছে। তখনকার সময়ে দ্রব্যমূল্যের বাজারদর, জীবনযাত্রার ব্যয় এই সময়ের সাথে খাপ খায় না-কে কারে বোঝাবে? দুর্নীতির অন্যতম কারণ কম বেতন প্রদান করা। যতটুকু স্বাভাবিক চাহিদা, ততটুকু তো দিতেই হবে। আবার সম্পূর্ণ দিলেও একটি অংশের লোভ থাকবে, ঘুষ খাবে। তাদের চিহ্নিত করে শাস্তির মুখোমুখি করতে হবে। কিন্তু যাদের চলছে না, যারা আধমরা হয়ে পড়ে আছে কিংবা বিষণ্নতার বিপন্নতায় যাদের দিন কাটছে, তাদের দিকে দেখুন। অল্প হলেও একটু একটু ভাবুন। এখন বোধহয় নতুন পে-স্কেল গঠন করা যৌক্তিক। যারা বেতনে সংসার চালিয়ে সৎ থাকতে চায়, তাদের পাশে রাষ্ট্রের থাকা উচিত। রাষ্ট্রকে তো তখনই ভালো সেবা দেওয়া যাবে, যখন সংসারের অশান্তি মিটবে, সন্তানের সুবিধা নিশ্চিত হবে। এজন্য বেতন বাড়ানো জরুরি। ন্যায্যতাভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি পরিশোধ করা আবশ্যক। সরকারি চাকুরিজীবীদের বেতন যেহেতু স্বদেশী মুদ্রায় পরিশোধিত হয়, সেহেতু বেতন বেশি দিলে রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। বরং সে অর্থ বাজারে বিনিময় হয়ে অর্থের প্রবাহ বৃদ্ধি করবে এবং মুনাফার জন্ম দেবে। রাষ্ট্রের চেহারাও বদলাবে এবং কাজ আকর্ষণীয় হবে। স্বাভাবিক জীবন ও জীবিকার জন্য যতটুকু দরকার, ততটুকু প্রদানের লক্ষ্য নির্ধারণ নিয়ে কর্তৃপক্ষ ভাবুক। চলমান বেতন কাঠামোয় জীবন আসলে চলছে না। বারবার থেমে যাচ্ছে, ধাক্কা খাচ্ছে। বেতনের সাথে তুলনা করে সরকারি চাকরি এখন লজ্জার কারণ হচ্ছে। যারা সৎভাবে বাঁচতে চায়, তাদেরকে সততায় বাঁচার ব্যবস্থা করে দিন। যারা স্বভাব দোষেই দুর্নীতি করে, তাদেরকে রুখে দিন। সর্বোচ্চ শাস্তি দিন। শুধু দুর্নীতি রোধ করার মাধ্যমে প্রচলিত বেতন কাঠামোর দ্বিগুণ বেতন পরিশোধ করা সম্ভব। দুর্নীতির অর্থ সঠিক চ্যানেলে প্রবেশ করাতে পারলে দেশের সামগ্রিক চিত্র বদলে যাবে। কাম্য বেতন নিশ্চিত করার ব্যবস্থায় উদ্যোগ নিন। তবেই রাষ্ট্রের সমৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত হবে। ভুখা পেটে, অভাব পুষে কোনো সেক্টরে কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদান করা যায় না।

বাংলাদেশ এভিয়েশনে পরিকল্পনা আর বাস্তবায়নে অনন্য ইউএস-বাংলা

মো. কামরুল ইসলাম

সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা ছাড়া এভিয়েশনে সঠিক গন্তব্যে পৌঁছানো অসম্ভব। সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে বাংলাদেশের এভিয়েশনে জ্বল জ্বল করে জ্বলছে দেশের আকাশ পরিবহনের অন্যতম ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে ইউএস-বাংলা পরিকল্পনা আর বাস্তবায়নকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্য যত দূরেই থাকুক সঠিক পরিকল্পনা সেই লক্ষ্যকে নিজস্ব দৃষ্টি সীমায় নিয়ে আসাই সঠিক ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য থাকে। ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স ২০১৪ সালের ১৭ জুলাই যাত্রা শুরু করার পূর্বে দেশের এভিয়েশনে যাত্রী সেবাকে প্রাধান্য দিয়ে, প্রায় ১৫ মিলিয়ন প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য আধুনিক এয়ারক্রাফট, প্রতিযোগিতামূলক ভাড়া, উন্নত ইন-ফ্লাইট সার্ভিসসহ সব ধরনের সেবার সম্মিলন ঘটিয়েছে। যাত্রার শুরুতে পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের সব বিমানবন্দরে ফ্লাইট চালানো, যা এক বছরের মধ্যেই বাস্তবায়ন করেছে ইউএস-বাংলা। লক্ষ্য যখন দূর দিগন্তে সেখানে ইউএস-বাংলা থেমে যায়নি। দু'বছরের মধ্যেই ঢাকা থেকে কাঠমান্ডু রুটে ফ্লাইট পরিচালনার মাধ্যমে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে গমন করে। ধীরে ধীরে ইউএস-বাংলা ইনফ্যান্ট থেকে চাইল্ডে রূপান্তরিত হয়েছে, তখন স্বপ্নগুলো আরও বড় দেখতে শুরু করেছে। তৃতীয় বছরেই বহরে যোগ করেছে বোয়িং ৭৩৭-৮০০ এয়ারক্রাফট যার মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম মাস্কাট, দোহাসহ এশিয়ার অন্যতম গন্তব্য সিঙ্গাপুর, কুয়ালালামপুর রুটে ফ্লাইট পরিচালনা করেছে। এছাড়া যাত্রী চাহিদার ওপর ভিত্তি করে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের কলকাতা ও বাংলাদেশি যাত্রী যারা চিকিৎসা সেবা নেওয়ার জন্য ভারতে গমন করে তার মধ্যে অন্যতম গন্তব্য হচ্ছে চেন্নাইতে ফ্লাইট পরিচালনা করেছে ইউএস-বাংলা।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশি কোনো এয়ারলাইন্স চীনের কোনো প্রদেশে ফ্লাইট পরিচালনায় প্রথমবারের মতো স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে পেরেছে ইউএস-বাংলা। বাংলাদেশি ব্যবসায়ী, শিক্ষার্থী, পর্যটক ও চিকিৎসা সেবা নেওয়ার জন্য চীনের গুয়াংজুতে ইউএস-বাংলা ফ্লাইট পরিচালনা করছে যা, বাংলাদেশের এভিয়েশনের ইতিহাসে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে। ধারাবাহিকভাবে ইউএস-বাংলা দেশীয় পর্যটক ও চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তির সুবিধা হিসেবে ঢাকা থেকে ব্যাংককে ফ্লাইট পরিচালনা করছে। কোভিডকালীন সময়ে সব ভয়ভীতিকে উপেক্ষা করে বিস্তৃত আকাশসীমাকে নিজেদের করে নেওয়ার জন্য বাংলাদেশি যাত্রীদের অন্যতম গন্তব্য আরব আমিরাতের দুবাই ও সার্ক এর অন্তর্ভুক্ত মালদ্বীপের রাজধানী মালেতে ফ্লাইট পরিচালনা করেছে ইউএস-বাংলা। মালেতে প্রায় দেড় লক্ষাধিক বাংলাদেশিরা অবস্থান করছে। কোভিড পরবর্তীতে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম গন্তব্য আরব আমিরাতের শারজাহ, আবুধাবিতে ফ্লাইট পরিচালনা করছে। প্রতিমুহূর্তে বাংলাদেশি যাত্রীদের কাছে ইউএস-বাংলা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। প্রতিযোগিতামূলক ভাড়ায় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশি যাত্রীরা দেশীয় আতিথেয়তায় ভ্রমণ করতে পারছে ইউএস-বাংলায়। বাংলাদেশি তথা বিশ্বের সব ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের আবেগের জায়গা সৌদি আরবের অত্যন্ত জনপ্রিয় জেদ্দায় ফ্লাইট শুরু করেছে ২০২৪ সালের ১ আগস্ট। লাখ লাখ ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা কাজের প্রয়োজনে কিংবা ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে ইউএস-বাংলার সেবা গ্রহণ করছে। সাম্প্রতিক সময়ে ইউএস-বাংলা সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করেছে। এভিয়েশন ব্যবসায় নিজেকে গুটিয়ে রাখার কোনো সুযোগ নেই। মুক্ত আকাশে এভিয়েশন ব্যবসাটা সত্যিকার অর্থেই মুক্ত। মুক্ত অর্থনীতিতে একটি এয়ারলাইন্সকে প্রতিনিয়ত নানাবিধ প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়েই সামনে অগ্রসর হতে হবে। দেশের এভিয়েশনে ইউএস-বাংলা একটি সেরা এয়ারলাইন্স। নিকট ভবিষ্যতে দক্ষিণ এশিয়াসহ এশিয়ার অন্যতম সেরা এয়ারলাইন্স হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে ইউএস-বাংলা। বর্তমানে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স এর বিমান বহরে ৪৩৬ আসনের ২টি এয়ারবাস ৩৩০-৩০০, বোয়িং ৭৩৭-৮০০ এয়ারক্রাফট আছে ৯টি যাদের আসন সংখ্যা ১৮৯। মোট বহরে এয়ারক্রাফট আছে ২৪টি। এয়ারক্রাফট সংখ্যার দিক থেকে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স দেশের সর্ববৃহৎ বিমান সংস্থা। চলতি বছর বহরে আরও দু'টি বৃহৎ আকারের এয়ারক্রাফট যুক্ত করা পরিকল্পনা আছে। পরিকল্পনার অংশ হিসেবে খুব শিগগিরই ঢাকা থেকে মদিনা, দাম্মাম, ২০২৬ সালের মধ্যে ইউরোপের গন্তব্য লন্ডন, রোম এবং ২০২৮ সালের মধ্যে ঢাকা থেকে টরেন্টো, নিউইয়র্ক রুটে ফ্লাইট পরিচালনার জন্য কাজ করছে ইউএস-বাংলা। সর্বপ্রথম ব্র্যান্ডনিউ এয়ারক্রাফট দিয়ে অভ্যন্তরীণ রুটে ফ্লাইট পরিচালনা করছে ইউএস-বাংলা। বর্তমানে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের এয়ারক্রাফটগুলোর গড় বয়স প্রায় ১০ বছর। ভবিষ্যতে নতুন নতুন রুট, নতুন নতুন এয়ারক্রাফটকে যুক্ত করে এয়ারলাইন্সকে আরও সমৃদ্ধি করার পরিকল্পনা করছে ইউএস-বাংলা। সুন্দর ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা যেকোনো উদ্দেশ্যকে সঠিক বাস্তবায়নের দিকে ধাবিত করে। ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স বাংলাদেশ এভিয়েশন শিল্পে তেমনি একটি বিমান সংস্থা, যা ভবিষ্যতে সঠিক পরিকল্পনা আর বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ এভিয়েশন সেক্টরকে আরও সমৃদ্ধি করে গড়ে তুলবে।

বিভিন্ন দেশে সাংস্কৃতিক শিক্ষার গুরুত্ব

সৈয়দ মো. সিয়াম

মানব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি দিক হলো সংস্কৃতি এবং শিক্ষা, যা সমাজ কর্তৃক প্রতীয়মান হয়। সংস্কৃতি প্রবহমান, গোষ্ঠীগত ঐতিহ্য যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে চলে আসছে। অন্যদিকে শিক্ষা ব্যক্তিত্ব বিকাশের মাধ্যমে মানুষের আচরণিক অপেক্ষাকৃত ইতিবাচক স্থায়ী পরিবর্তন আনে সেইসাথে আমরা যে সমাজে বসবাস করি তা সম্পর্কে বুঝতে ও জ্ঞান অর্জন করতে সাহায্য করে। মানুষের আচরণমালার সমষ্টিই হলো সংস্কৃতি। এখানে শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতি শাব্দিকভাবে ভিন্ন অর্থ ও সংজ্ঞাবিশিষ্ট হলেও প্রতিটি প্রত্যয় ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত রয়েছে এবং একে অপরের ওপর গভীর প্রভাব রাখছে। শিক্ষা যেকোনো সমাজের বিকাশের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সত্যিকারের শিক্ষা ব্যক্তির মূল্যবোধ এবং বিশ্বাসকে গঠন করতে, জ্ঞানকে প্রশমিত করতে এবং জীবনে সাফল্যের জন্য দক্ষতা প্রদান করতে সাহায্য করে। শিক্ষা সংস্কৃতি দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। আমরা সবাই বেড়ে উঠি একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতির বাতাবরণে যা প্রতিফলিত হয় আমাদের কথা-বার্তায়, আচার-আচরণে, চলনে-বলনে, আকার-ইঙ্গিতে। সংস্কৃতি হলো বিশ্বাস, মূল্যবোধ, ভাষা, রীতিনীতি, ধর্ম এবং ঐতিহ্যের বুনিয়াদ, যা একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা সমাজকে সংজ্ঞায়িত করে। শিক্ষা যেমন সংস্কৃতিকে গতিশীল রাখে, আবার সংস্কৃতিও শিক্ষার দ্বারাই অর্জিত হয়। ফলে উভয়ই যেন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। পূর্ব পুরুষের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া শিক্ষা-দীক্ষা, ভাবধারা, রীতি-নীতি, বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, জ্ঞান, কৌশল, দক্ষতা, দর্শন ইত্যাদি সংস্কৃতি। সংস্কৃতির আরেক নাম 'সামাজিক উত্তরাধিকার (ঝড়পরধষ ঐবৎরঃধমব)', সংক্ষেপে 'সংস্কৃতি' বলতে একটি মানবগোষ্ঠীর সমগ্র জীবন ধারাকে বোঝায়। 'ঈঁষঃঁৎব রং ঃযব ঃড়ঃধষ ধিু ড়ভ ষরভব'। এ হলো একটি মানবগোষ্ঠীর আচার-আচরণ, বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, আহার-বিহার, বিলাস-ব্যসন, উপকরণ প্রভৃতি সবকিছুই। আর সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীব হিসেবে মানুষের ব্যক্তিত্বে উৎস মূলত দ্বিবিধড়একটি জন্মগত ও অপরটি সংস্কৃতিগত। অর্থাৎ সমাজ-সংস্কৃতির ওপর মানুষের ব্যক্তিত্ব অনেকাংশে নির্ভরশীল। বস্তুত, মানুষের ব্যক্তিত্বকে রূপায়ন করে তার সংস্কৃতি। মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠিত ও বিকশিত হয় তার সামগ্রিক সংস্কৃতিরই অংশ হিসেবে। শিক্ষার দ্বারা মানুষ তার জ্ঞান ও দক্ষতার বিকাশ ঘটায় এবং দৃষ্টিভঙ্গির পুনর্গঠন করে। এভাবে শিক্ষা মানুষের আচরণে পরিবর্তন আনার মাধ্যমে তার সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। প্রত্যেক জাতির সংস্কৃতিরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। এক সংস্কৃতির সঙ্গে অন্য সংস্কৃতির পার্থক্য থাকাটাই স্বাভাবিক। একটি সংস্কৃতির স্বরূপ নির্ধারিত হয় তার পারিপার্শ্বিকতা, আবহাওয়া, প্রযুক্তি, জনসংখ্যা এবং ভৌগোলিক অবস্থান দ্বারা। এসব নিয়ামক সমূহের প্রতিফলন ঘটে মানুষের আচার-ব্যবহার, মূল্যবোধ ও ভাষার ওপর। ইউরোপের দেশ ফিনল্যান্ডের শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যতিক্রমধর্মী হিসেবে সারা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হলেও তারা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি সংরক্ষণে ভূমিকা রাখছে। এমনকি একই দেশে একই সমাজে গোষ্ঠীভেদে সংস্কৃতির মধ্যে বৈচিত্র্য থাকাটাই স্বাভাবিক। কারণ সংস্কৃতি হলো, মানুষের অর্জিত বিষয়, সহজাত নয়। একেকটি জাতির, গোষ্ঠীর, অঞ্চলের বা ইতিহাসের এক একটি অধ্যায়ের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এ কারণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের স্বতন্ত্র সংস্কৃতির কথা বলা হয়। আর শিক্ষা এই আবহমান কাল ধরে চলে আসা ধ্রুপদ সংস্কৃতি সংরক্ষণে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে। আর সেটি রক্ষা করে শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্তি করা এবং সেটি শিক্ষার্থীদের চর্চা করানোর মাধ্যমে। আর এই ধ্রুপদ সংস্কৃতি সংরক্ষণে বিশ্বের উন্নত অনুন্নত সব দেশেই জোর ভূমিকা রাখে। জাপানে বিশেষ দিনে বিশেষ আয়োজন হলে তা স্কুলের দরজায় রাখা কাচের বাক্সে রেখে অভিভাবকদের দেখানো হয়। কোনো বিশেষ উৎসব বা ঋতু পরিবর্তন হলে তার নমুনাও প্রবেশদ্বারের টেবিলে সাজিয়ে রেখে শিশুদের শিক্ষা দেওয়া হয়। অভিভাবকদেরও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় উৎসবের আগমন। বিদ্যালয়ে সেই উৎসব যেমনভাবে পালিত হয় ঠিক তেমনই পাঠ্যবইতেও এ জাতীয় বিষয়গুলো নিয়ে আসা হয়। কানাডার শিক্ষা ও সংস্কৃতি নিয়ে সৌরভ বড়ুয়া নামক একজন গবেষকের ইউনেস্কো পরিচালিত কয়েকটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স উপস্থাপিত সংস্কৃতি সংরক্ষণ বিষয় সংক্রান্ত প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় সেখানকার আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের যান্ত্রিকতার চাপে স্থানীয় ভাষারগুলোর অবলুপ্তি। কানাডার মূলধারার স্থানীয় অভিবাসী ও আদিবাসী সংস্কৃতির শেকড়ের ভাষার চর্চা বজায় রাখার পাশাপাশি কানাডা স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষার চর্চার ক্ষেত্রে কানাডা সরকারের শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্যোগের দিক আলোকপাত করেন। একইসাথে সেখানকার বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চার বিষয়ে গুরুত্বেও বিষয়টি নিয়ে আসেন। মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইরানে দেখা যায় ইরানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে তারা সর্বদাই তৎপর। তারা তাদের শিশু সাহিত্যে ও প্রাথমিক বিদ্যালয় (মাদ্রাসাগুলোয়) তাদের আবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য চর্চা করে থাকেন। তারা তাদের নওরোজ উৎসবসহ ধ্রুপদ পারস্য সংস্কৃতি তত্ত্বীয়ভাবে বইয়ে আলোচনা ও ব্যবহারিকভাবে পালন করে থাকে। ২০১৯ সালে ইরানের রসুলবাদের বাসিন্দারা ঠিক করেছিল গ্রামের সব রাস্তার আবার নতুন করে নামকরণ করা হবে। আর সেই নাম হবে পারস্য সাহিত্যের বিশ্ববিখ্যাত বিভিন্ন বইসমূহের নামে। ইউরোপের দেশ ফিনল্যান্ডের শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যতিক্রমধর্মী হিসেবে সারা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হলেও তারা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি সংরক্ষণে ভূমিকা রাখছে। সেখানে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের প্রচলিত বইখাতা সমেত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য গতানুগতিক স্কুলে যেতে না হলেও শিশুরা এসময় শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান (সোশ্যাল ক্লাব) থেকে আর সেখানকার মূল কাজ শিক্ষার্থীরা তাদের মৌলিক শিক্ষা এবং নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে জানবে। একমাত্র মানুষেরই সংস্কৃতি আছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ সাংস্কৃতিক আবহে বাঁচে, সংস্কৃতির জন্ম দেয়। মানুষের সব ধরনের আচার-আচরণ, চিন্তা-কর্ম, সৃষ্টি সবই তার সংস্কৃতি। প্রতিটি সমাজের মানুষই তার নিজস্ব সংস্কৃতি বহন করে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যেও বিদ্যালয়গুলোয় রয়েছে ভারতীয় কেন্দ্রীয় ইতিহাস ঐতিহ্য আর সংস্কৃতি শেখানোর পাশাপাশি রাজ্যেও নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভাষা চর্চার ব্যবস্থা, সেগুলো বইয়ের ভাষায় জানানোর পাশাপাশি নিজস্ব সাংস্কৃতিক ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন উৎসব পালনের রীতিনীতি। এরকম নিজস্ব সংস্কৃতি সংরক্ষণে আমাদের বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় প্রতিটি উন্নত এবং সভ্যদেশসমূহ সদা তৎপর কেননা আবহমান সংস্কৃতি রক্ষা আর শেকড় রক্ষা একই এবং সেগুলো তারা সবসময় ছড়িয়ে দিতে চায় সারা বিশ্বে। যেমনটা আমরা দেখতে পায় বিশ্বব্যাপী আয়োজিত বড় খেলাধুলার আসর যেমন অলিম্পিক গেমস, প্যারালিম্পিকসহ বিশ্বকাপ ফুটবল ক্রিকেটসহ বিভিন্ন খেলার আসরে সেখানে আয়োজক দেশ তাদের নিজস্ব আবহমান সংস্কৃতি বিভিন্ন ডিসপ্লের মাধ্যমে তুলে ধরে ছড়িয়ে দেয় বিশ্বব্যাপী। আর এই কাজটি সহজ হয় বিদ্যালয় পর্যায় থেকে সেটি চর্চা করার মাধ্যমে।

মানুষ সংস্কৃতিপ্রবণ। একমাত্র মানুষেরই সংস্কৃতি আছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ সাংস্কৃতিক আবহে বাঁচে, সংস্কৃতির জন্ম দেয়। মানুষের সব ধরনের আচার-আচরণ, চিন্তা-কর্ম, সৃষ্টি সবই তার সংস্কৃতি। প্রতিটি সমাজের মানুষই তার নিজস্ব সংস্কৃতি বহন করে। মানুষ যেমন সংস্কৃতি সৃষ্টি করে তা আবার সমাজে লালন করে, বহন করে অর্থাৎ সংরক্ষণ করে এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আবার তা হস্তান্তর করে যায়। সমাজের দল বা গোষ্ঠী সংস্কৃতি বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। যেমন পরিবার একটি সামাজিক দল বা গোষ্ঠী। প্রতিটি পরিবারের সদস্যরা সেই পরিবারের আচার-আচরণ, প্রথা পালনের মধ্যে দিয়ে তা সংরক্ষণ করে এবং পরবর্তী প্রজন্মকে যেসব পালন করতে শিখিয়ে বা শিক্ষা দিয়ে যায়। এভাবেই যুগ যুগ ধরে সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও হস্তান্তর চলতে থাকে। আর বংশ পরম্পরায় কোনো আচরণ শিখিয়ে দেওয়া ও শিখে নেওয়ার ব্যাপার চলতে থাকে এটিই শিক্ষা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা যে শিক্ষা গ্রহণ করেন তা তারা নিজের মধ্যে ধারণ বা সংরক্ষণ করেন এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে যেই শিক্ষা শিক্ষাদানের মাধ্যমে হস্তান্তর করেন। এভাবেই শিক্ষার মাধ্যমে আবহমান ধ্রুপদ সংস্কৃতি সংরক্ষণ চলমান থাকে।

এখানে শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতি শাব্দিকভাবে ভিন্ন অর্থ ও সংজ্ঞাবিশিষ্ট হলেও প্রতিটি প্রত্যয় ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত রয়েছে এবং একে অপরের ওপর গভীর প্রভাব রাখছে। শিক্ষা যেকোনো সমাজের বিকাশের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সত্যিকারের শিক্ষা ব্যক্তির মূল্যবোধ এবং বিশ্বাসকে গঠন করতে, জ্ঞানকে প্রশমিত করতে এবং জীবনে সাফল্যের জন্য দক্ষতা প্রদান করতে সাহায্য করে। শিক্ষা সংস্কৃতি দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। আমরা সবাই বেড়ে উঠি একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতির বাতাবরণে যা প্রতিফলিত হয় আমাদের কথা-বার্তায়, আচার-আচরণে, চলনে-বলনে, আকার-ইঙ্গিতে। সংস্কৃতি হলো বিশ্বাস, মূল্যবোধ, ভাষা, রীতিনীতি, ধর্ম এবং ঐতিহ্যের বুনিয়াদ, যা একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা সমাজকে সংজ্ঞায়িত করে। শিক্ষা যেমন সংস্কৃতিকে গতিশীল রাখে, আবার সংস্কৃতিও শিক্ষার দ্বারাই অর্জিত হয়। ফলে উভয়ই যেন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। পূর্ব পুরুষের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া শিক্ষা-দীক্ষা, ভাবধারা, রীতি-নীতি, বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, জ্ঞান, কৌশল, দক্ষতা, দর্শন ইত্যাদি সংস্কৃতি। সংস্কৃতির আরেক নাম 'সামাজিক উত্তরাধিকার (ঝড়পরধষ ঐবৎরঃধমব)', সংক্ষেপে 'সংস্কৃতি' বলতে একটি মানবগোষ্ঠীর সমগ্র জীবন ধারাকে বোঝায়। 'ঈঁষঃঁৎব রং ঃযব ঃড়ঃধষ ধিু ড়ভ ষরভব'। এ হলো একটি মানবগোষ্ঠীর আচার-আচরণ, বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, আহার-বিহার, বিলাস-ব্যসন, উপকরণ প্রভৃতি সবকিছুই। আর সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীব হিসেবে মানুষের ব্যক্তিত্বে উৎস মূলত দ্বিবিধড় একটি জন্মগত ও অপরটি সংস্কৃতিগত। অর্থাৎ সমাজ-সংস্কৃতির ওপর মানুষের ব্যক্তিত্ব অনেকাংশে নির্ভরশীল। বস্তুত, মানুষের ব্যক্তিত্বকে রূপায়ন করে তার সংস্কৃতি। মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠিত ও বিকশিত হয় তার সামগ্রিক সংস্কৃতিরই অংশ হিসেবে। শিক্ষার দ্বারা মানুষ তার জ্ঞান ও দক্ষতার বিকাশ ঘটায় এবং দৃষ্টিভঙ্গির পুনর্গঠন করে। এভাবে শিক্ষা মানুষের আচরণে পরিবর্তন

বিশ্বে সামরিক ব্যয় রেকর্ড বেড়ে ২.৭ ট্রিলিয়ন ডলার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ২০২৪ সালে বিশ্বজুড়ে সামরিক ব্যয় রেকর্ড পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২.৭ ট্রিলিয়ন ডলারে। স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (সিপরি) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ইউক্রেন ও গাজা যুদ্ধসহ বৈশ্বিক উত্তেজনা বৃদ্ধির মধ্যেই সামরিক ব্যয়ে এ ঊর্ধ্বগতি দেখা গেছে। গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি বলছে, ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে বিশ্বজুড়ে সামরিক ব্যয় বেড়েছে ৯.৪ শতাংশ। এটিই টানা দশম বছর, যখন সামরিক খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধ ও ন্যাটো জোটে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতিকে ঘিরে সংশয়ের প্রভাবে ইউরোপে সামরিক ব্যয় নজিরবিহীন হারে বেড়েছে। সিপরির তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে ইউরোপীয় দেশগুলোর সামরিক ব্যয় ১৭ শতাংশ বেড়েছে, যা শীতল যুদ্ধের সমাপ্তির পর সর্বোচ্চ। রাশিয়ার সামরিক ব্যয় ২০২৪ সালে দাঁড়িয়েছে ১৪৯ বিলিয়ন ডলারে, যা ২০২৩ সালের তুলনায় ৩৮ শতাংশ বেশি। এ খরচ দেশটির মোট জিডিপির ৭.১ শতাংশ এবং সরকারি ব্যয়ের ১৯ শতাংশ। অন্যদিকে, ইউক্রেনের সামরিক ব্যয় বেড়ে ৬৪.৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যা তাদের জিডিপির ৩৪ শতাংশ। জার্মানির সামরিক ব্যয় ২৮ শতাংশ বেড়ে ৮৮.৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যা দেশটিকে বিশ্বের চতুর্থ সর্বোচ্চ সামরিক ব্যয়কারী দেশে পরিণত করেছে। গাজা যুদ্ধ ও আঞ্চলিক উত্তেজনার প্রভাবে মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক ব্যয় ১৫ শতাংশ বেড়ে ২৪৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। ইসরায়েলের সামরিক ব্যয় ৬৫ শতাংশ বেড়ে ৪৬.৫ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা ১৯৬৭ সালের ছয় দিনের যুদ্ধের পর সর্বোচ্চ বৃদ্ধি। অন্যদিকে, ইরানের সামরিক ব্যয় ১০ শতাংশ কমে ৭.৯ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে, যা মূলত পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কারণে। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম সামরিক ব্যয়কারী দেশ চীন ২০২৪ সালে তাদের সামরিক বাজেট ৭ শতাংশ বাড়িয়ে ৩১৪ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করেছে। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ব্যয় ৫.৭ শতাংশ বেড়ে ৯৯৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যা বৈশ্বিক সামরিক ব্যয়ের ৩৭ শতাংশ।

শীর্ষ পাঁচ সামরিক ব্যয়কারী দেশ

বৈশ্বিক ভূরাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে এগিয়ে আছে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া, ভারত ও সৌদি আরব। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ৮৯৫ বিলিয়ন ডলার, চীন ২৬৬.৮৫ বিলিয়ন ডলার, রাশিয়া ১২৬ বিলিয়ন ডলার, ভারত ৭৫ বিলিয়ন ডলার এবং সৌদি আরব ৭৪.৭৬ বিলিয়ন ডলার। সিপরি সতর্ক করে বলেছে, সামরিক নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ফলে অন্যান্য খাতের বাজেট কমে যাচ্ছে, যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। সূত্র: এনডিটিভি

ইউক্রেন যুদ্ধে সৈন্য পাঠানোর কথা নিশ্চিত করলো উত্তর কোরিয়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : উত্তর কোরিয়া প্রথমবারের মতো নিশ্চিত করেছে যে, দেশটি ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার হয়ে লড়াই করার জন্য তাদের সৈন্য পাঠিয়েছে। রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা কেসিএনএ-এর এক প্রতিবেদনে পিয়ংইয়ং এর সামরিক বাহিনী দাবি করেছে, তাদের সৈন্যরা ইউক্রেনে কুরস্ক সীমান্ত অঞ্চল 'পুরোপুরি মুক্ত' করার জন্য রাশিয়ান বাহিনীকে সহায়তা করেছে। দেশটির নেতা কিম জং আন এর নির্দেশেই তারা এটি করেছে বলে ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। রাশিয়ার চিফ অব স্টাফ ভ্যালেরি গেরাসিমভ 'উত্তর কোরিয়ার সৈন্যদের বীরত্বের' প্রশংসা করার পর উত্তর কোরিয়ার দিক থেকে এমন প্রতিক্রিয়া এলো। মস্কোও এই প্রথম প্রকাশ্যে উত্তর কোরিয়ার সেনাদের অংশগ্রহণ স্বীকার করলো। তিনি একইসঙ্গে দাবি করেছেন, ইউক্রেনের পশ্চিমাঞ্চলীয় কুরস্ক অঞ্চলের ওপর নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে রাশিয়া। ইউক্রেন অবশ্য এ দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে। দক্ষিণ কোরিয়া এবং পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থাগুলো দীর্ঘদিন ধরেই বলে আসছিল, পিয়ংইয়ং গত বছর কুরস্ক অঞ্চলে সৈন্য পাঠিয়েছে। কেসিএনএ বলছে, এই সৈন্য মোতায়েনের সিদ্ধান্ত হয়েছে পিয়ংইয়ং ও মস্কোর মধ্যে পারস্পারিক প্রতিরক্ষা চুক্তির আওতায়। 'যারা ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই করেছে, তারা সবাই বীর এবং মাতৃভূমির সম্মানের প্রতিনিধি,' কিমকে উদ্ধৃত করে বলেছে কেসিএনএ। কুরস্কে নিজেদের জোট ও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রদর্শনের কথা বলেছে উত্তর কোরিয়া ও রাশিয়া। তারা বলেছে, 'রক্তে প্রমাণিত বন্ধুত্ব' প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেশ দুটির মধ্যে সম্পর্ক সম্প্রসারণে বড় অবদান রাখবে। কেসিএনএ অবশ্য বলেনি যে, কুরস্ক মিশন শেষে উত্তর কোরিয়ার এই সেনাদের নিয়ে কী করা হবে। রিপোর্টে বলা হয়, কিম ও পুতিনের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গভীরতর হওয়ার প্রেক্ষাপটে উত্তর কোরিয়ার এসব সেনাকে গত অক্টোবরে মোতায়েন করা হয়। এর মধ্যে দুই দেশের মধ্যে একটি চুক্তিও ছিল, যেখানে ভ্লাদিমির পুতিন ও কিম পরস্পরকে সমর্থনে একমত হয়েছিলেন। জানুয়ারিতে পশ্চিমা কর্মকর্তারা বিবিসিকে বলেছিলেন, তাদের বিশ্বাস উত্তর কোরিয়া থেকে পাঠানো কমপক্ষে এক হাজার থেকে ১১ হাজার সেনা গত তিন মাসে মারা গেছে। উত্তর কোরিয়ার এই সেনাদলটি একটি এলিট ইউনিটের অংশ, যার নাম স্টর্ম কর্পস। তবে আধুনিক যুদ্ধের ক্ষেত্রে তাদের প্রস্তুতির ঘাটতি ছিল। 'তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে রাশিয়ার কর্মকর্তারা, কিন্তু তারা এদের বুঝতে পারতেন না,' বলছিলেন সাবেক ব্রিটিশ আর্মি ট্যাংক কমান্ডার কর্নেল হামিশ ডি ব্রেটন গর্ডন।

পাকিস্তানে ভয়াবহ বিস্ফোরণে হতাহত ২৩

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ায় এক বৈঠকে ভয়াবহ বিস্ফোরণে কমপক্ষে ৭ জন নিহত হয়েছেন এবং ১৬ জন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। স্থানীয় সময় দুপুরের পর প্রদেশটির দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান অঞ্চলে শান্তি কমিটির এক বৈঠকে এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের বরাত দিয়ে ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স ও ইরানী বার্তা সংস্থা মেহর এ তথ্য জানিয়েছে। দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের পুলিশ কর্মকর্তা উসমান ওয়াজির জানান, পেশোয়ার থেকে পাওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, 'বৈঠক চলাকালীন বিস্ফোরণের ফলে ভবনের একটি অংশ ধসে পড়েছে'। তবে এখনো পর্যন্ত এ হামলার পেছনে কে বা কারা দায়ী, সে বিষয়ে কিছুই জানা যায়নি বলেও উল্লেখ করেন তিনি। উসমান ওয়াজির বলেন, এখনো কেউ হামলার দায় স্বীকার করেনি। তদন্ত চলছে। দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান অঞ্চলটি দীর্ঘদিন ধরেই সন্ত্রাসবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদী সহিংসতার কারণে অস্থিতিশীল। স্থানীয় শান্তি কমিটিগুলো সাধারণত উপজাতীয় প্রবীণ, স্থানীয় নেতা ও নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে এ ধরনের সহিংসতা দমন ও নিরাপত্তা বজায় রাখার কাজ করে থাকে। ফলে এসব কমিটি হামলার লক্ষ্যবস্তু হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে। যার জেরে অতীতেও দক্ষিণ ও উত্তর ওয়াজিরিস্তানে শান্তি কমিটির সদস্যদের লক্ষ্য করে আত্মঘাতী হামলা ও আইইডি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, পাকিস্তানে সাম্প্রতিককালে জঙ্গি হামলা বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হলো আফগানিস্তানের সঙ্গে সীমান্ত ব্যবস্থাপনার জটিলতা এবং নিষিদ্ধ সংগঠনগুলোর নতুন করে সংগঠিত হওয়া। এদিকে, জিও নিউজের খবর অনুযায়ী, পাকিস্তানের সেনাবাহিনী গত রোববার জানিয়েছে, দেশটির উত্তর ওয়াজিরিস্তানের হাসান খেল এলাকায় পাক-আফগান সীমান্তে অনুপ্রবেশের প্রচেষ্টা রুখে দিয়ে কমপক্ষে ৭১ জন সন্ত্রাসীকে হত্যা করা হয়েছে। এই ঘটনা সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের ইতিহাসে একক সংঘর্ষে 'সর্বোচ্চ সাফল্যের' রেকর্ড বলেও দাবি করেছে বাহিনীটি। গত রোববার দেশটির আইএসপিআর এক বিবৃতিতে জানায়, ২৫ থেকে ২৭ এপ্রিল রাতের মধ্যে পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনী হাসান খেল এলাকায় অনুপ্রবেশের চেষ্টা লক্ষ্য করে দ্রুত ও সুনির্দিষ্ট প্রতিরোধমূলক হামলা চালায়।

ভারতে নিষিদ্ধ ১৬ পাকিস্তানি ইউটিউব চ্যানেল, বিবিসিকে সতর্কবার্তা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার পর উসকানিমূলক ও সাম্প্রদায়িকভাবে সংবেদনশীল বিষয়বস্তু ছড়ানোর অভিযোগে ভারতে ১৬টি পাকিস্তানি ইউটিউব চ্যানেল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশটির কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিশে এসব চ্যানেল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া, ভারত সরকার আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বিবিসিকেও সতর্কবার্তা পাঠিয়েছে। নিষিদ্ধ চ্যানেলগুলোর মধ্যে রয়েছে ডন, সামা টিভি, এআরওয়াই নিউজ, বোল নিউজ, রাফতার, জিও নিউজ ও সুনো নিউজ। পাশাপাশি সাংবাদিক ইরশাদ ভাট্টি, আসমা শিরাজি, উমর চিমা এবং মুনিব ফারুকের ব্যক্তিগত ইউটিউব চ্যানেলও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া দ্য পাকিস্তান রেফারেন্স, সামা স্পোর্টস, উজাইর ক্রিকেট এবং রাজি নামা চ্যানেলও নিষিদ্ধের তালিকায় রয়েছে। সরকারি সূত্র জানায়, এসব ইউটিউব চ্যানেল ভারত, এর সেনাবাহিনী এবং নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে উসকানিমূলক মন্তব্য, মিথ্যা তথ্য এবং বিভ্রান্তিকর প্রতিবেদন প্রচার করছিল। বিশেষ করে পেহেলগাম সন্ত্রাসী হামলার পর ভারত-পাকিস্তানের টানাপোড়েনের মধ্যে এগুলোর কার্যক্রম আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে। এখন কেউ এসব চ্যানেলে প্রবেশ করতে চাইলে দেখতে পাচ্ছেন- জাতীয় নিরাপত্তা বা জনশৃঙ্খলা সম্পর্কিত সরকারি আদেশের কারণে এই চ্যানেলটি বর্তমানে এই দেশে পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে, ভারত সরকার আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বিবিসিকেও সতর্কবার্তা পাঠিয়েছে। বিবিসির এক প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল, কাশ্মীরে পর্যটকদের ওপর ভয়াবহ হামলার পর ভারতীয়দের ভিসা স্থগিত করেছে পাকিস্তান। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের মতে, এই শিরোনাম পাঠকদের বিভ্রান্ত করতে পারে ও ভারতের বিরুদ্ধে নেতিবাচক বার্তা দিতে পারে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বহিঃপ্রচার বিভাগ বিবিসির ভারতের প্রধান জ্যাকি মার্টিনের কাছে দেশের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে একটি আনুষ্ঠানিক চিঠি পাঠিয়েছে।

২৬টি রাফালে এম যুদ্ধবিমান কিনতে ফ্রান্স-ভারত চুক্তি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফ্রান্সের সঙ্গে বৃহত্তম প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পন্ন করলো ভারত। দু দেশের মধ্যে ৬৩ হাজার কোটি রুপি অর্থমূল্যের চুক্তি সম্পাদন হয়েছে। এর আওতায় ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর বহরে মেরিন ভ্যারিয়্যান্টের ২৬টি রাফালে এম যুদ্ধবিমান যুক্ত হবে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি এ খবর জানিয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী, ২২টি একক আসনের যুদ্ধবিমান এবং ৪টি দ্বৈত আসনের প্রশিক্ষণ বিমান কেনা হবে। ২০৩১ সালের মধ্যে ২৬টি বিমান ভারত পুরোপুরি বুঝে পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। চুক্তিতে রক্ষণাবেক্ষণ, লজিস্টিক সহায়তা এবং কর্মীদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি আত্মনির্ভর ভারত উদ্যোগের অংশ হিসেবে কিছু যন্ত্রাংশ দেশের ভেতরে উৎপাদনের শর্তও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ভারতীয় বাহিনীর পুরোনো হয়ে যাওয়া মিগ-২৯কে বহরকে প্রতিস্থাপিত করা হবে রাফাল এম সিরিজের এই বিমানগুলো দিয়ে।

রাশিয়ার সীমান্ত অঞ্চলে শতাধিক ড্রোন হামলা করছে ইউক্রেন: মস্কো

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনী রাতারাতি রাশিয়ার ওপর একটি বিশাল ড্রোন হামলা শুরু করেছে। এর বেশিরভাগ সীমান্তবর্তী ব্রায়ানস্ক অঞ্চলে আটকে দেওয়া হয়েছে। রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মতে, হামলায় কমপক্ষে একজন বেসামরিক ব্যক্তি নিহত

হয়েছেন। বার্তা সংস্থা তাসের প্রতিবেদন অনুসারে, রোববার রাত সাড়ে ৮টা থেকে গতকাল সোমবার ভোর পর্যন্ত রাশিয়ার বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মোট ১১৫টি ড্রোন ভূপাতিত করেছে। এর মধ্যে ক্রিমিয়া এবং কৃষ্ণ সাগরের ওপর দশটি, কুরস্ক অঞ্চলের ওপর দুটি এবং বেলগোরোড অঞ্চলেও একটি রয়েছে। সবচেয়ে বেশি, প্রায় ১০২টি ড্রোন ভূপাতিত করা হয়েছে ব্রায়ানস্ক অঞ্চলে। অঞ্চলের গভর্নর আলেকজান্ডার বোগোমাজের মতে, হামলায় বেসামরিক অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং কমপক্ষে একজন নিহত হয়েছে। গভর্নর টেলিগ্রামে লিখেছেন, কিয়েভ সরকার আজ রাতে আরেকটি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটিয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, ব্রায়ানস্ক শহরে ইউক্রেনীয় হামলায় একজন বেসামরিক নাগরিক নিহত এবং একজন নারী আহত হয়েছেন। তাকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয় এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। গত সপ্তাহে ব্রায়ানস্কেও এক বিশাল ড্রোন হামলা চালানো হয়েছিল। যদিও তা অনেক কম পরিমাণে এবং কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। গত বৃহস্পতিবার রাশিয়ান সামরিক বাহিনী মোট ৮৭টি ইউক্রেনীয় ড্রোন ভূপাতিত করেছে - যার অর্ধেকই ক্রিমিয়ান উপদ্বীপে। গত সপ্তাহান্তে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ৩০ ঘণ্টার ইস্টার যুদ্ধবিরতির অংশ হিসাবে একতরফাভাবে যুদ্ধবিরতি স্থগিতের ঘোষণা করেছিলেন।

তিনি দেশের সৈন্যদের আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় কেবল ইউক্রেনীয় বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইউক্রেনীয় অভিযানের তীব্রতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেলেও, রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এই সময়ের মধ্যে প্রায় ৪,৯০০টি লঙ্ঘনের রেকর্ড করেছে। ভ্লাদিমির জেলেনস্কিও পরিবর্তে মস্কোর বিরুদ্ধে হাজার হাজার লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছেন। যুদ্ধে কিছুক্ষণের জন্য বিরতির পর গত সপ্তাহে রাশিয়ান সামরিক বাহিনী ইউক্রেনীয় সামরিক ও শিল্প লক্ষ্যবস্তুতে একাধিক দূরপাল্লার হামলা চালিয়েছে। ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা দাবি করেছেন, হামলায় ১২ জন নিহত এবং ১০০ জনেরও বেশি আহত হয়েছে, যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে কিয়েভের। মস্কো দাবি করেছে, তারা কেবল সামরিক স্থাপনা এবং কিয়েভের বাহিনীর ব্যবহৃত স্থাপনাগুলোকে লক্ষ্য করে আক্রমণ করে। ইচ্ছাকৃতভাবে বেসামরিক স্থাপনাগুলোতে হামলা চালানোর অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে তারা।

প্রেমিকাকে নিয়ে প্রাক্তন স্ত্রীর বাড়িতে আমির খান

বিনোদন ডেস্ক : বলিউড অভিনেতা আমির খান তার প্রথম স্ত্রী রীনার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার পর দু'জনের জীবনের পথ একেবারেই আলাদা। তবে এখনও বন্ধুত্ব রয়েছে। মেয়ের বিয়েতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছেন আমির-রীনা। এদিকে নতুন প্রেমে রয়েছেন মিস্টার পারফেকশনিস্ট। নতুন প্রেমিকাকে নিয়ে পরিবারের কারও কোনও আপত্তি নেই সেকথা আগেই জানিয়েছেন অভিনেতা। এবার প্রাক্তন স্ত্রী রীনার বাড়িতে একসঙ্গে যেতে দেখা গেছে আমির ও গৌরীকে সঙ্গে ছিলেন ছেলে জুনেইদও। ভারতীয় গণমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সম্প্রতি পাপারাজ্জিদের ক্যামেরাবন্দি হয়েছে সেই মুহূর্ত। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পরা ছবিতে দেখা যায়, প্রাক্তন স্ত্রী রীনার বাড়িতে একসঙ্গে যাচ্ছেন আমির-গৌরীকে সঙ্গে ছিল ছেলে জুনেইদ। কী কারণে হঠাৎ প্রেমিকা ও ছেলেকে নিয়ে প্রথম স্ত্রীর বাড়িতে গেছেন আমির, তা এখনও স্পষ্ট নয়। রাখঢাক সরিয়ে গত মাসেই নতুন প্রেমিকার সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন আমির।

ভক্তদের সুখবর দিলেন জাস্টিন বিবার

বিনোদন ডেস্ক : পপতারকা জাস্টিন বিবার তার নতুন অ্যালবামের কাজ শুরু করেছেন। মার্কিন একাধিক গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, অ্যালবামের কাজ শেষ করতে বিবার শিগগিরই ইউরোপের উত্তরাঞ্চলের পাঁচটি দেশের মধ্যে একটি দেশে ভ্রমণ করবেন। বিবার বর্তমানে লস অ্যাঞ্জেলেসের নিজস্ব বাড়িতে অ্যালবামটির 'জ্যাম সেশন' করছেন। এসব জ্যামিংয়ে প্রতিনিয়ত অংশ নিচ্ছেন ডিজে টে জেমস, হার্ভ, কার্টার ল্যাং, এডি বেঞ্জামিন এবং যুক্তরাজ্যের গায়ক-গীতিকার সেকউর মতো পরিচিত শিল্পীরা। জানা গেছে, নাম চূড়ান্ত না হওয়া অ্যালবামটির নির্মাণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত আছেন প্রখ্যাত অডিও প্রযোজক ডিলান উইগিন্স। সম্প্রতি বিবার তাঁর দীর্ঘদিনের ম্যানেজার স্কুটার ব্রনকে বাদ দিয়েছেন। বর্তমানে তাঁর সঙ্গে কাজ করছেন নতুন এক দল। চুক্তি অনুযায়ী 'ডেফ জ্যাম রেকর্ডস'-এর সঙ্গে বিবারের আরও চারটি অ্যালবাম প্রকাশ করতে হবে।

যেমন পাত্র চান মিলা

বিনোদন ডেস্ক : দীর্ঘদিন ধরেই সিঙ্গেল জীবন যাপন করছেন জনপ্রিয় রক গায়িকা মিলা ইসলাম। বিয়ের জন্য নাকি ছেলে খুঁজে পাচ্ছেন না! সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ব্যক্তিগত জীবন ও বিয়ে নিয়ে কথা বলেছেন এই তারকা। সেখানেই এমন মন্তব্য করেন। সাক্ষাৎকারে মিলা বলেন, আমি অনেকদিন থেকে অপেক্ষা করছি, আমাকে কেউ কেন জিজ্ঞেস করছে না আপনার কী প্রেম হয়েছে কখন বিয়ে করছেন। আপনি এখন কী করছেন, আপনার বিয়ে কখন হবে। বিয়ে প্রসঙ্গে এই সংগীত তারকার ভাষ্য, সমস্যা হচ্ছে, আমার জন্য ছেলে খুঁজে পাচ্ছি না। নিজে নিজে ছেলে খুঁজে প্রেম করাটা কঠিন কাজ। বিয়ে হওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ না এই মুহূর্তে দরকার একজন জীবনসঙ্গী যে আমার বন্ধু হবে, আমাকে বুঝবে, আপনারা বায়োডাটা পাঠান। আমি চাই যে গুড লুকিং হ্যান্ডসাম হোক। পাশাপাশি দায়িত্বশীল হতে হবে। মায়া থাকতে হবে অনেক শেষে বলবো পশু-পাখির জন্য মায়া থাকতে হবে। মিলা আরও বলেন, আমাদের জেনারেশন পরিবর্তন হয়েছে, আমাদের বাবা-মায়ের সময় তারা এক রকমের সংসার করেছে। এখনকার জেনারেশন আরেকভাবে সংসার করে। টাকা আয় করা গুরুত্বপূর্ণ তবে টাকাওয়ালা জামাই আমি চাই না। ২০০৬ সালে প্রকাশ হয় মিলার প্রথম একক অ্যালবাম 'ফেলে আসা'। ২০০৮ সালে তার দ্বিতীয় একক অ্যালবাম ফুয়াদ আল মুক্তাদির ফিচারিং মিলা চ্যাপ্টার-২ প্রকাশ হয়। ২০০৯ সালে ফুয়াদ ফিচারিং মিলা রি-ডিফাইন্ড প্রকাশ হয়। বর্তমানে স্টেজ শো নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন মিলা।

'আসলে প্রত্যেক মানুষই শিল্পী'

বিনোদন ডেস্ক : জনপ্রিয় মডেল-অভিনেত্রী কাজী নওশাবা আহমেদের ক্যারিয়ারটা শুরু হয়েছিল খুব সম্ভাবনা নিয়ে। নাটক, টেলিফিল্ম-বিজ্ঞাপনচিত্র থেকে শুরু করে সিনেমায় অভিনয় করেও নজর কেড়েছেন তিনি। এক সাক্ষাৎকারে নওশাবা বলেন, 'যেকোনো পারফরমেন্সই যেকোনো আর্ট ফর্মেই ভীষণভাবে আমাকে আন্দোলিত করে এবং আনন্দ দেয়। প্রত্যেকটি মানুষই আসলে শিল্পী এবং যখন আমি দেখি সেটা স্টেজে বিভিন্ন পথনাটকে সেটা মানে চলচ্চিত্রের পর্দায় সেই প্রকাশটা হওয়াটা খুব জরুরি। এই সময়ে বাংলাদেশে সংস্কৃতির চর্চা যত বেশি হবে সেটা আমাদেরকে সামনে এগিয়ে যাওয়াকে অনেক অনেক ত্বরান্বিত করবে। সেটা মানসিকভাবেও হবে এবং আমাদের ভেতরে এতদিনের চাপা অভিমান কষ্ট এবং আমরা জুলাই আন্দোলনে যা ফেস করেছি।' তার কথায়, 'প্রত্যেকটি মানুষের ভেতরে এক ধরনের একটা অনিশ্চয়তা আস্থাহীনতা এবং ট্রমা কাজ করেছে সেইটার আসলে একভাবেই সম্ভব সেটা হচ্ছে যত বেশি আপনি নাচ গান নাটক ফ্যাশন শো কবিতা লেখা গানের সৃষ্টি হবে তত বেশি এ জাতি আস্তে তাদের আস্থাটা ফিরে পাবে।' অভিনেত্রীর ভাষ্য, 'আমি নিজে চারুকলায় পড়াশোনা করেছি, পেইন্টিং এ মাস্টার্স করেছি এরপরে এতকাল ধরে যে অভিনয় করছি থিয়েটার পাপেট আমার কাছে মনে হয় যে আমি ব্যক্তিগতভাবে যতবার উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি সেটার একমাত্র শক্তি হিসেবে চালিকা কাজ করেছে।' শেষে বলেন, 'আমার আর্টিস্টিক সত্তা আমার সংস্কৃতির চর্চা সেইটা যখন আরো বড়ভাবে দলীয়ভাবে হয় সেরকম সেটা খুব দারুণভাবে হয় এবং সেটার মানে একেবারে তীর্থস্থান হচ্ছে শিল্পকলা স্টেজ।'

এবার রুপালি পর্দায় আসছে জ্যাকুলিন-সুকেশের প্রেমকাহিনি!

বিনোদন ডেস্ক : সংশোধনাগারে থেকেও প্রেমে ভাটা পড়েনি সুকেশ চন্দ্রশেখরের। সেখান থেকেই প্রেয়সী জ্যাকুলিন ফার্নান্ডেজের জন্য প্রেমের বার্তা পাঠান তিনি পাশাপাশি দামি উপহারও। জন্মদিন হোক বা ভালোবাসা দিবস প্রেমিকাকে কখনও বুঝতে দেন না যে তিনি কাছে নেই। তাদের এই প্রেম সব সময় বলিউডের হট টপিক। এবার ভারতীয় গণমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সুকেশ ও জ্যাকুলিনের প্রেম উঠে আসবে বড়পর্দায়। এই খবর ২০২১ সালে সুকেশই প্রথম জানিয়েছিলেন। তবে সেই সময় এই কথাকে গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন জ্যাকুলিন। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, সুকেশ ও জ্যাকুলিনের প্রেমকাহিনি নির্ভর তথ্যচিত্রের প্রস্তাব গিয়েছে অভিনেত্রীর কাছে। কারণ, জ্যাকুলিন ছাড়া এই গল্পের মাত্রা উন্নত হবে না বলে মনে করছেন নির্মাতারা। যদিও জনপ্রিয় ওটিটি প্ল্যাটফর্মের প্রস্তাবে এখনও সাড়া দেননি অভিনেত্রী। তবে মনে করা হচ্ছে, ইতিবাচক দিকেই এগোবে এই তথ্যচিত্রটির কাজ। প্রসঙ্গত, ২০১৫ সালের ২৯ মে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০ ও ১২০-বি ধারায় গ্রেফতার করা হয় সুকেশ চন্দ্রশেখরকে। এছাড়াও একাধিক ধারায় অভিযোগ দায়ের হয় তার বিরুদ্ধে।

আবারও শীর্ষস্থান দখল করলেন টেইলর সুইফট

বিনোদন ডেস্ক : বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন পপ গায়িকা টেইলর সুইফট। তার জনপ্রিয় অ্যালবাম 'দ্য টর্চাড পোয়েটস ডিপার্টমেন্ট' দিয়ে আবারও যুক্তরাজ্যের অ্যালবাম চার্টের শীর্ষস্থান দখল করেছেন। এটির প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গত ১৯ এপ্রিল একটি সাইনযুক্ত সিডি সংস্করণসহ নতুন রি-ইস্যু প্রকাশ করা হয়। এর ফলস্বরূপ, অ্যালবামটি চার্টে ২৩ ধাপ লাফিয়ে উঠে টানা ১১ সপ্তাহের জন্য এক নম্বর অবস্থান ধরে রেখেছে। এটি টেইলর সুইফটের যুক্তরাজ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় শীর্ষস্থান ধরে রাখার রেকর্ড। বিলবোর্ড সূত্রে জানা যায়, ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে মুক্তির সময়, তার জনপ্রিয় অ্যালবাম 'দ্য টর্চাড পোয়েটস ডিপার্টমেন্ট' দিয়ে একাধিক রেকর্ড গড়েছিল, যা এড শিরানের 'ডিভাইড' অ্যালবামের পর যুক্তরাজ্যে সর্বোচ্চ উদ্বোধনী সপ্তাহের বিক্রির রেকর্ড ভেঙে দিয়েছিল এবং এমনকি অ্যাডেলের 'থার্টি' অ্যালবামকেও অতিক্রম করেছিল।

দর্শকের সঙ্গে আমার একটা আত্মার মিল আছে : মোশাররফ করিম

বিনোদন ডেস্ক : দেশের খ্যাতিমান অভিনেতা মোশাররফ করিম। ছোট পর্দায় দীর্ঘদিন ধরেই সুনামের সঙ্গে কাজ করে এসেছেন তিনি। দর্শকদের অনেক নাটক উপহার দিয়েছেন। নিজের অভিনয় দক্ষতা দিয়ে দর্শকদের মনে জায়গা করে নিয়েছেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে মোশাররফ করিম উল্লেখ করেছেন যে, দর্শকদের সঙ্গে তার আত্মার মিল রয়েছে। মূলত দর্শকদের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশে তিনি এ কথা বলছেন। সাক্ষাৎকারে মোশাররফ করিম বলেন, 'আমার মনে হয় দর্শকের সঙ্গে আমার একটা আত্মার মিল আছে। কারণ আমিও সব জায়গায় থাকতে চাই। আমার কাছে বিষয়টা হচ্ছে অভিনয়। অভিনয়টা সব জায়গায় করতে চাই।' নাটকের প্রতি ভালোবাসা আছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'নাটকের প্রতি আমার একটা ভালোবাসা আছে এবং আমরা যারা কাজ করি এই যে নাটকটায় কাজ করলাম আমরা একসঙ্গে আমাদের এত ওঠাবসা এত চলাফেরা।' তার কথায়, 'একটা গল্প সেই গল্পটা নিয়ে আমাদের নিজেদের মধ্যে এই অল্প আয়াসের মধ্যেই আমাদের এক ধরনের গবেষণা থাকে এর মধ্য থেকেই আমরা একটু দর্শক স্পর্শ করতে চাই এবং আমরা সফলও হই। নাহলে চলতো না এই ব্যাপারটা দারুণ আমি এটা উপভোগ

যে কারণে নিজের প্রস্রাব পান করতেন পরেশ রাওয়াল

বিনোদন ডেস্ক : নিজের প্রস্রাব নিজে পান করে 'জাদুকরিভাবে' সুস্থ হয়েছিলেন বলে দাবি করেছেন বলিউডের প্রবীণ অভিনেতা পরেশ রাওয়াল। কয়েক দিন আগে লালনটপকে দেওয়া সাক্ষাৎকার এমন দাবি করেন 'পদ্মশ্রী' পুরস্কারজয়ী এই তারকা। এই আলাপচারিতায় পরেশ রাওয়াল জানান, শুটিং করতে গিয়ে হাঁটুতে আঘাত পান তিনি। এরপর মুম্বাইয়ের নানাবতী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তাকে দেখতে যান অজয় দেবগনের বাবা কোরিওগ্রাফার বীরু দেবগন। তখন পরেশ রাওয়ালকে 'নিজের প্রস্রাব পান করার' রীতিবিরুদ্ধ পরামর্শ দেন বীরু দেবগন। পরেশ রাওয়াল বলেন, "আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, যদি নিজের প্রস্রাব পান করতেই হয়, তবে একবারে তা পান করব না। বরং বিয়ারের মতো চুমুক দেব। কারণ আমি এটি সঠিকভাবে করতে চাই।" পরের ঘটনা বর্ণনা করে পরেশ রাওয়াল বলেন, "আমি টানা ১৫ দিন নিজের প্রস্রাব নিজে পান করেছি। ১৫ দিন পর চিকিৎসকের কাছে যাই। ডাক্তার আমার এক্স-রে করে হতবাক হন। ডাক্তার জানতে চান, 'এই সিমেন্টিং কীভাবে হলো?' ডাক্তার দেখলেন, একটি সাদা রেখা তৈরি হচ্ছে। ২ থেকে আড়াই মাস পর আমার ছাড়পত্র পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দেড় মাসের মাথায় আমাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এটা জাদুর মতো ছিল।"

পরেশ রাওয়াল অভিনীত সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা 'দ্য স্টোরিটেলার'। চলতি বছরের ২৮ জানুয়ারি মুক্তি পায় এটি। ৬৯ বছরের পরেশ এখনো অভিনয়ে দারুণ সরব। বর্তমানে তার হাতে ৮টি সিনেমার কাজ রয়েছে। অভিনয়ের পাশাপাশি রাজনীতিতেও সক্রিয় পরেশ রাওয়াল। ২০১৪ সালে গুজরাট অঞ্চল থেকে বিজেপির টিকিট নিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। এরপর আর নির্বাচনে অংশ নেননি। কিন্তু বিজেপির প্রতি তার সমর্থন-কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

জলাশয়ে জাল ফেলে মাছ ধরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন দুই জেলে। মধ্যকাতুলী, গাবতলী, বগুড়া।

ছাগল হত্যার ঘটনায় থানায় মামলা

বরিশাল প্রতিবেদক : পাট খেত বিনস্টের অভিযোগে ছাগল পিটিয়ে হত্যা করে ঝুলিয়ে রাখার ঘটনায় ওয়ার্ড কৃষক দলের সভাপতি আবু কাজীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ছাগলের মালিক দিনমজুর সবুজ হাওলাদার বাদি হয়ে এ অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনাটি জেলার গৌরনদী উপজেলার নলচিড়া ইউনিয়েনের মধ্য কান্ডপাশা গ্রামের। গতকাল সোমবার সকালে গৌরনদী মডেল থানার ওসি মো. ইউনুস মিয়া বলেন, বিষয়টি খুবই মর্মান্তিক। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মধ্য কান্ডপাশা গ্রামের বাসিন্দা আনিস হাওলাদারের ছেলে দিনমজুর সবুজ হাওলাদার জানান, তার পালিত ছাগলটি ঘাঁস খাওয়ানোর জন্য একই গ্রামের মৃত আইয়ুব আলী কাজীর ছেলে ও ৯ নম্বর ওয়ার্ড কৃষক দলের সভাপতি আবু কাজীর বাড়ির সন্নিকটের পাট খেতের অদূরে অনাবাদি জমিতে বেঁধে রাখা হয়। ওইদিন বিকেলে তিনি বেঁধে রাখা ছাগল আনতে গিয়ে না পেয়ে খোঁজাখুজি শুরু করেন। পরবর্তীতে ছাগলটিকে আবু কাজীর পাট খেতের পাশের বট গাছের সাথে মৃত অবস্থায় ঝুলানো দেখতে পেয়ে চিৎকার শুরু করেন। এসময় পাট খেতের মালিক আবু কাজী এসে ছাগল মালিক সবুজকে জানায় ছাগলটি তার পাট খেত বিনস্ট করেছে। তাই তিনি ছাগলটি মেরে ফেলেন। এনিয়ে উভয়ের মধ্যে বাগবিতন্ডার একপর্যায়ে আবু কাজী ছাগল মালিককে বিষয়টি নিয়ে বাড়াবাড়ি না করার জন্য বিভিন্ন ধরনের হুমকি প্রদর্শন করেন। উপায়অন্তর না পেয়ে দিনমজুর সবুজ হাওলাদার ওইদিন সন্ধ্যায় মৃত ছাগলটি নিয়ে থানায় এসে অভিযুক্ত কৃষক দলের ওয়ার্ড সভাপতি আবু কাজীর বিরুদ্ধে ছাগল হত্যার ঘটনায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তবে অভিযুক্ত আবু কাজীর বলেন, সবুজ হাওলাদার আমার নামে মিথ্যাচার করে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। কে বা কারা ছাগলটি মেরে ঝুলিয়ে রেখেছে তা আমি জানিনা।

লৌহজংয়ের চাঞ্চল্যকর ধর্ষণ মামলার আসামি গ্রেফতার

লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার বেজগাঁও ইউনিয়নের হাটভোগদিয়া গ্রামের চাঞ্চল্যকর ধর্ষণ মামলার এজাহারভুক্ত একমাত্র আসামি মোঃ খলিল শেখ (২৬) অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়েছে। গ্রেফতারকৃত মোঃ খলিল শেখ মৃত মানিক শেখ ও মৃত মনিকা বেগমের ছেলে। তিনি মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার বেজগাঁও ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের হাটভোগদিয়া (শেখ বাড়ি) এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা। লৌহজং থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ হারুন অর রশিদের নেতৃত্বে পুলিশের একটি চৌকস টিম অভিযান পরিচালনা করে তাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। গুরুত্বপূর্ণ এ মামলার আসামিকে দ্রুত গ্রেফতার করায় লৌহজং থানা পুলিশকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এলাকাবাসী। তার বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধনী ২০০৩) এর ৯(১) ধারায় লৌহজং থানায় দায়ের করা হয়। মামলা নং-১৩, তারিখ-৩০/০৩/২৫। সে দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর, গত শনিবার সন্ধ্যায়, ঢাকার উত্তরা এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ওসি হারুন অর রশিদ জানান, আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় লৌহজং থানা পুলিশ সর্বদা সতর্ক এবং প্রতিটি ঘটনায় দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। বর্তমানে গ্রেফতারকৃত আসামির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

চট্টগ্রামে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীকে তিন শিক্ষক কর্তৃক বলাৎকারের অভিযোগ

হাটহাজারী, চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি সদরে একটি প্রাইভেট মাদ্রাসায় ১২ বছর বয়সী এক ছেলে শিশুকে তিন শিক্ষক কর্তৃক বলাৎকারের অভিযোগ উঠেছে। ফটিকছড়ি পৌরসভা বিবিরহাট (সিটি সেন্টারের) ৪র্থ তলায় দারুল আজকা ফয়জিয়া মাদরাসার শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ওই অভিযোগ উঠে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়। ফটিকছড়ি থানায় নির্যাতনের শিকার শিক্ষার্থীর মা বাদী হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেছেন। এতে মামলার আসামিরা হলেন- রংপুর তারাগঞ্জের রফিকুল ইসলামের ছেলে ও ওই মাদ্রাসার হেফজ বিভাগের শিক্ষক গোলাম রাব্বি (২২), ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর থানার কামালপুকুর এলাকার আনিসুর রহমানের ছেলে ও কিতাব বিভাগের শিক্ষক মো: নুরুল ইসলাম (২৪) ও উপজেলার ভূজপুর থানার রোসাইংগোনার মো: শফিউল আলমের ছেলে পেয়ারুল ইসলাম (১৯)। স্থানীয় এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার থেকে ওই শিক্ষার্থীকে তিন শিক্ষকরা পালা ক্রমে বলাৎকার করে। সর্বশেষ সে শিক্ষার্থী ব্যথা সহ্য করতে না পেরে বিষয়টি পরিবারকে জানায়। পরে পুলিশ মাদ্রাসায় এসে অভিযুক্ত শিক্ষকদের রাতেই আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়ার পর তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করে ফটিকছড়ি থানার অফিসার ইনচার্জ নূর আহমেদ সাংবাদিকদের বলেন- অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত শিক্ষকদের থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। মোট ৩জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের হয়েছে।

ফুটেছে বার্মিজ সোনালু ফুল। সাধনাপুর, রাঙামাটি।

অস্ত্র ও গোলাবারুদ সহ সুন্দরবনের ১ বনদস্যু আটক

কয়রা, খুলনা প্রতিনিধি : সুন্দরবন থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সহ বনদস্যু আনারুল বাহিনীর ১ সহযোগীকে আটক করেছে কোষ্টগার্ডের সদস্যরা। আটককৃত বনদস্যুর সহযোগী হলেন কয়রা উপজেলার ৩নং কয়রা গ্রামের বিল্লাল হোসেন (৩০)। সুন্দরবনের খুলনা রেঞ্জের শিবসা নদীর পশ্চিম পাড়ের মুচির দোয়ানী এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয় বলে নিশ্চিত করেছেন কোষ্টগার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেঃ কমান্ডার সিয়াম-উল হক। তিনি সংবাদ মাধ্যমকে জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারি সুন্দরবনের শিবসা বন টহল ফাঁড়ি সংলগ্ন শিবসা নদীর পশ্চিম তীরে মুচির দোয়ানি এলাকায় দুর্ধষ বনদস্যু দল আনারুল বাহিনীর সদস্যরা অবস্থান করছে। এমন তথ্যের ভিত্তিতে গত রোববার রাত ৭ টার দিকে কোস্ট গার্ড বেইস মোংলা এবং আউটপোস্ট নলিয়ানের সমন্বয়ে একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযান চলাকালীন কোস্ট গার্ডের উপস্থিতি টের পেয়ে বনদস্যু দলের সদস্যরা বনের ভিতরে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে ওই এলাকায় সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা করে ১ টি একনলা বন্দুক ও ৫ রাউন্ড তাজা কার্তুজসহ দুর্ধষ বনদস্যু আনারুল বাহিনীর সদস্য মোঃ বিল্লাল হোসেন (৩৩) কে আটক করা হয়। আটক বিল্লাল খুলনার কয়রা উপজেলার ৩ কয়রা গ্রামের বাসিন্দা। আটককৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদে সে জানায় দীর্ঘদিন যাবৎ সুন্দরবনে বনদস্যু কার্যক্রমের সাথে জড়িত থাকার পাশাপাশি বনদস্যু আনারুল বাহিনীকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ দিয়ে সহযোগিতা করে আসছে। উদ্ধারকৃত অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ আটককৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তুতি চলছে।

টাঙ্গাইলে কলেজ শিক্ষার্থীর হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে শাজাহান সিরাজ কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থী আব্দুল আলীমের হত্যার প্রতিবাদ ও হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন পালন করা হয়েছে। কলেজের সামনে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উদ্যাগে এ কর্মসুচি পালন করা হয়। এতে বক্তব্য রাখেন, কলেজের অধ্যক্ষ মজিবর রহমান, অধ্যাপক আউয়াল, নিহতের মা আকলিমা আক্তার, শিক্ষার্থী মিদুল হাসান প্রমুখ। এসময় বক্তারা দ্রুতই হত্যাকারীর বিচারের দাবি করেন। তা না হলে কঠোর আন্দোলনের হুশিয়ারি দেন বক্তরা। মানববন্ধনে কলেজের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, নিহতের পরিবারের লোকজন অংশ গ্রহণ করেন।

ডোমার সাবেক চেয়ারম্যান ও আ'লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক গ্রেফতার

নীলফামারী প্রতিনিধি : নীলফামারীর ডোমার উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক তোফায়েল আহমেদকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতারকৃত তোফায়েল আহমেদ ডোমার উপজেলার পশ্চিম বোড়াগাড়ী গ্রামের মৃত শওকত আলীর ছেলে। ডোমার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আরিফুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি আভিযানিক দল বোড়াগাড়ী ইউনিয়নের বটতলী বাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে। পুলিশ জানায়, ২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে বেগম খালেদা জিয়ার বড় বোনের স্বামী ও বিএনপি দলীয় প্রার্থী অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের নির্বাচনী কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করতে ওই বছর ২৩ ডিসেম্বর রফিকুল ইসলামের নির্বাচনী জনসভা ও গাড়িবহরে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এতে তিনটি মাইক্রোবাস ও ২২টি মোটরসাইকেল ভাঙচুর ও পোড়ানোর মাধ্যমে প্রায় ৩৩ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়। ২০২৩ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর ওই ঘটনার জেরে ডোমার উপজেলার আওয়ামীলীগের ৩১ জন নেতাকর্মীসহ অজ্ঞাত আরও দুই থেকে তিনশ জনকে আসামী করে মামলা করেন জোড়াবাড়ী ইউনিয়ন বিএনপির ওয়ার্ড সভাপতি রবিউল ইসলাম। এ মামলার ৩ নং নামীয় আসামী ছিলেন তোফায়েল আহমেদ। ওসি আরিফুল ইসলাম জানান, দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বোড়াগাড়ী ইউনিয়নের বটতলী বাজার থেকে তাকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

গোমস্তাপুরে কৃষি প্রণোদনার ধানের বীজ বিতরণ

গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধিঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে আউশ (উফশী) ধানের বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদ চত্বরে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন গোমস্তাপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার নিশাত আনজুম অনন্যা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপজেলার বোয়ালিয়া ইউনিয়নের কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। পরে একই স্থানে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা তানভীর আহমেদ সরকার। বক্তব্য দেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) নিশাত আনজুম অনন্যা, উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি আতিকুল ইসলাম, কৃষক আলাউদ্দিন পারভেজ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা উদ্ভিদ সংরক্ষন কর্মকর্তা সেরাজুল ইসলাম, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ফজলুর রহমান, রাকীব উদ্দীন, জুবাইদা আবেদিন, মিঠুন চন্দ্র দেবনাথ উপকারভোগী কৃষকরা। উল্লখ্য, ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের খরিফ-১ মৌসুমে আউশ (উফশী) ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে উপজেলার ৬০০০ জন কৃষককে ১ বিঘা জমির জন্য ৫ কেজি ধানের বীজ, ১০ কেজি করে ডিএপি ও এমওপি সার প্রণোদনা হিসেবে বিতরণ করা হয়।

কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বিষপানে নারীর মৃত্যু

কক্সবাজার প্রতিনিধি : উখিয়ার শরণার্থী শিবিরের রোহিঙ্গা এক নারী পারিবারিক কলহের জেরে বিষপানে আত্মহত্যার করেছে। ৪নং রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ডি ব্লকে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রোহিঙ্গা নুর কলিমা ক্যাম্পের এফসিএন-২৭২৫৯৩ ব্লক ডির বশির আহমদের মেয়ে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ১৪ এপিবিএন পুলিশের অধিনায়ক সিরাজ আমীন। জানা গেছে, ঐ রোহিঙ্গা নারী বিষ-পান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করলে আশে পাশের লোকজন তাকে তার নিজ শেডের দরজা ভেঙ্গে উদ্ধার করে ক্যাম্পর পার্শ্ববর্তী জিকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে উখিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স রেফার্ড করেন। উখিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে আসার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ভিকটিমকে মৃত ঘোষণা করেন।

হাকিমপুরে যৌন উত্তেজক সিরাপ বিক্রির দায়ে জরিমানা

এফএনএস (হিলি, দিনাজপুর): দিনাজপুরের হাকিমপুর হিলিতে জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর লাইসেন্সবিহীন যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী সিরাপ বিক্রি ও মজুতের অপরাধে দুই মুদি দোকানিকে দেড় লাখ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান এবং প্রায় ২ হাজার পিচ জব্দকৃত সিরাপ ধ্বংস করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অমিত রায়।

দৌলতপুরে পাট বোঝাই চলন্ত ট্রাকে আগুন, ১০ লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি

দৌলতপুর, কুষ্টিয়া প্রতিনিধি : কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পাটবোঝাই একটি চলন্ত ট্রাকে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নের শান্তিনগর মাঠে এ ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বাহেরমাদি থেকে পাটবোঝাই ট্রাকটি সৈয়দপুরের উদ্দেশে রওনা দেয়। পথে শান্তিনগর মাঠের মধ্যে পৌঁছালে বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে এসে ট্রাকে আগুন ধরে যায়। ট্রাকে আগুন দেখতে পেয়ে আশপাশের মানুষ চিৎকার শুরু করে। বিষয়টি টের পেয়ে ট্রাকচালক দ্রত গাড়িটি থামান। স্থানীয় লোকজন প্রথমে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। খবর পেয়ে সুদুর ভেড়ামারা ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। জানা গেছে পাটবোঝাই ট্রাকটি (কক্সবাজার ট-১১-০১০৫) সৈয়দপুর যাচ্ছিল। অগ্নিকান্ডে প্রায় দশ লাখ টাকার পাট ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বলে জানু গেছে। রাস্তার পাশে বৈদ্যুতিক তারের স্পার্ক থেকে ট্রাকে থাকা পাটে আগুন লেগেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এতে ট্রাক ও পাটের বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

ঘোড়াঘাটে পুলিশের টহল গাড়িতে ডাকাতির চেষ্টা, আটক ২

হিলি, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটে যাত্রীবাহী গাড়ি ভেবে পুলিশের টহল গাড়ি থামিয়ে ডাকাতির চেষ্টা চালানোর সময় দেশীয় অস্ত্রসহ ডাকাত দলের ২ সদস্যকে আটক করেছে পুলিশ। গত রোববার মধ্য রাতে ঘোড়াঘাট উপজেলার ধলিহার খাঁ পুকুর এলাকায় হিলি-ঘোড়াঘাট সড়কের নির্মানাধীন ব্রীজের পাশে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে তাদেরকে আটক করা হয়। আটককৃতদের দিনাজপুর আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঘোড়াঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল হক। আটককৃতরা হলেন, জয়পুরহাট কালাই উপজেলার বিয়ালা এলাকার আবুল হোসেনের ছেলে ইমদাদুল হক(৪৯), একই উপজেলার চাকলামা নিমেরপাড় এলাকার সৈয়দ আলী বাচ্চু ছেলে আজিজার রহমান (৩৮)।

শ্রীমঙ্গলে পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে ম্যাক বাংলাদেশের সভা

শ্রীমঙ্গল, মৌলভী বাজার প্রতিনিধি : শ্রীমঙ্গলে পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে ফানসা বাংলাদেশ ও অন্যান্য নেটওয়ার্কের সাথে ম্যাক বাংলাদেশের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বেসরকারি সংস্থা ম্যাক বাংলাদেশের আয়োজনে গতকাল সোমবার সকাল ১১ টায় মহসিন অডিটোরিয়ামের কনফারেন্স রুমে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন ম্যাক বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক এস এ হামিদ। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সিনথিয়া তাসমিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা অসীম কুমার কর। মতবিনিময় সভায় পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন ম্যাক বাংলাদেশের প্রধান সমন্বকারি মো. আরমান খান। পরে মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন শ্রীমঙ্গলের স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক আতাউর রহমান কাজল, শ্রীমঙ্গল পৌরসভার সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা আজিজুল হক ও আইডিয়া প্রকল্পের ম্যানেজার পংকজ ঘোষ দস্তিদার প্রমুখ ৷৩রাইজিং ফর রাইটস ফর স্ট্রেংদেনিং সিভিল সোসাইটি নেটওয়ার্ক টু এচিভস এসডিজি-৬ এ প্রকল্পের আওতায় এই মতবিনিময় সভায় সাংবাদিক, শিক্ষক, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, নারী নেত্রী, এনজিও প্রতিনিধি, জনপ্রতিনিধিসহ ৪০ জন অংশগ্রহন করেন।

ধানখেতে খাবার খুঁজছে ফিঙে পাখি। আলুটিলা, রাঙামাটি।

আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দ্বন্দ্বে প্রতিপক্ষের বাড়িঘরে হামলা-ভাঙচুর, আহত ৫

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ফুরসন্দি ইউনিয়নের দিঘিরপাড় গ্রামে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দ্বন্দ্বের জের প্রতিপক্ষের বাড়িঘরে হামলা-ভাংচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে নারীসহ অন্তত ৫ জন। দিঘিরপাড় গ্রামের উত্তরপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। স্থানী-য়রা জানায়, দীর্ঘদিন ধরে ওই গ্রামের ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আমজাদ বিশ্বাসের সাথে স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতা আলিম উদ্দিনের সমর্থকদের মধ্যে এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিরোধ চলে আসছিলো। গত রোববার রাতে রেজওয়ানের সমর্থক তুষারের সাথে আলিম উদ্দিনের সমর্থক মুকুলের কথাকাটাকাটি ও হাতাহাতি হয়। এ নিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা শুরু হয়। পরে রাতে রেজওয়ান বিশ্বাসের সমর্থকদের বাড়িঘরে হামলা চালিয়ে ভাংচুর ও লুটপাট করে। বাঁধা দিলে পিটিয়ে ও কুপিয়ে আহত করা হয় নারীসহ ৫ জনকে। আহতদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, দিঘিরপাড় গ্রামে সামাজিক বিরোধ নিয়ে একটি ঘটনা ঘটেছিলো। এখন এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। এ ব্যাপারে থানায় অভিযোগ দিলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কালীগঞ্জে আইন শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে আইন শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। গতকাল সোমবার বেলা ১১টায় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দেদারুল ইসলাম বলেন, মাটি খেকো ও মাদক কারবারি সহ অবৈধ ব্যবসার সাথে উপজেলা প্রশাসনের কোন আপোষ নেই। এছাড়াও আমরা মাদক নির্মূল করতে প্রতিদিন অভিযান চালাচ্ছি। চিত্রা নদী দখলমুক্ত অভিযানে শিগ্রই নামবো। উপজেলা নির্বাহী অফিসার দেদারুল ইসলামের সভাপতিত্বে এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি শাহিন আলম।

মোচিক সমবায় সমিতির নির্বাচনে মুন্না ও আতিয়ার নির্বাচিত

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ মোবারকগঞ্জ চিনিকল কর্মচারী সঞ্চয় ও সরবরাহ সমবায় সমিতির নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। অনুষ্টিত এ নির্বাচনে বেসরকারী ফলাফলে মাহফুজুর রহমান মুন্না সহ-সভাপতি ও আতিয়ার রহমান সাধারন সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচনে প্রিজাইডিং অফিসার রাশিদুল ইসলাম জানান, গত রোববার চিনিকলের অভ্যান্তরে ভোট কেন্দ্রে সকাল ৮টা থেকে বিরতিহীন ভাবে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত ভোট গ্রহন অনুষ্ঠিত হয়। ভোটের ফলাফলে সহ-সভাপতি পদে ৩ জন প্রার্থীর মধ্যে মাহফুজুর রহমান মুন্না আনারস প্রতিকে (২১০ ভোট) পেয়ে বিজয়ী হন। তার নিকটতম আতিকুর রহমান চশমা প্রতিকে (১২৫ ভোট) ও মশিউর রহমান স্বপন চেয়ার প্রতিকে পেয়েছেন (১৪০ ভোট)। সাধারন সম্পাদক পদে ৩ জন প্রার্থীর মধ্যে আতিয়ার রহমান গরুর গাড়ী প্রতিকে (৩৭৬ ভোট) পেয়ে বিজয়ী হন। তার নিকটতম আতাউল হক জেহাদ ছাতা প্রতিকে পেয়েছেন (২৯ ভোট) ও দেবাদিদেব ভট্টাচার্য্য মাছ প্রতিকে পেয়েছেন (৭৯ ভোট)।

কালীগঞ্জে চিত্রা নদী পুনঃখননের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার ঐতিহ্যবাহী চিত্রা নদী অনেক আগেই তার নাব্যতা হারিয়েছে। অবৈধ দখলদারদের দখলে চলে যাওয়ায় নদীটি এখন সংকটে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে চিত্রা নদী পুনঃখনন ও অবৈধ দখল উচ্ছেদ করে তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং নাব্যতা ফিরিয়ে আনার দাবিতে সেচ্ছাসেবী সংগঠন ক্লিন রিভার বাংলাদেশ (সিআরবি) ও ইয়ুথ কাউন্সিল অব বাংলাদেশ (ওয়াইসিবি) এর ঝিনাইদহ জেলা শাখা কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে স্মারকলিপি করেন। কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে স্মারকলিপিটি প্রদান করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন ইয়ুথ কাউন্সিল অব বাংলাদেশের ঝিনাইদহ জেলা প্রধান ও ক্লিন রিভার বাংলাদেশের ঝিনাইদহ ডিস্ট্রিক্ট ক্যাপ্টেন ফাতেজুর রহমান সাবিব, সিআরবির ডিস্ট্রিক্ট কো-ক্যাপ্টেন তানভীর হাসান মুন্না, কো-ক্যাপ্টেন দ্বীপ কুমার সাহা, ওয়াইসিবি ইয়ুথ এম্বাসাডর সোহান আহমেদ প্রমুখ।

পাঁচ কিলোমিটার সড়কে ২০ গ্রামের মানুষের দুর্ভোগ

বরিশাল প্রতিবেদক : মাত্র পাঁচ কিলোমিটারের জনগুরুত্বপূর্ণ সড়ক দীর্ঘদিনেও সংস্কার না করায় ২০টি গ্রামের মানুষকে প্রতিনিয়ত চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। গ্রীস্ম মৌসুমে ধুলো আর বর্ষা মৌসুমে কাঁদা পানিতে একাকার হয়ে সড়কটি চলাচলে সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে পরে। ঘটনাটি জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার পয়সারহাট এলাকার। সরেজমিনে দেখা গেছে, দীর্ঘদিনেও সড়কটি সংস্কার না হওয়ায় বর্তমানে পাঁচ কিলোমিটারের পুরো সড়ক দিয়ে যানবাহনতো দূরের কথা জনসাধারণের পায়ে হেঁটে চলাচলে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। প্রতিদিন ওই সড়ক দিয়ে ২০টি গ্রামের কয়েক হাজার বাসিন্দা ও কোমলমতি শিক্ষার্থীরা ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, উপজেলার বাকাল ইউনিয়নের পয়সারহাট-আমবৌলা ও সাতলা সড়কটি দীর্ঘ সাত বছর পূর্বে একটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান পাকা করণের কাজ করেন। কিন্তু দুই বছর না যেতেই সড়কের বিভিন্নস্থানের পাথর ও পিচ উঠে গিয়ে খানা-খন্দের কারণে যানবাহন চলাচলে দুর্ভোগের সৃষ্টি হয়েছে। সড়কের অধিকাংশস্থানে কার্পেটিং উঠে কাঁচা সড়কে পরিনত হয়েছে। সূত্রে আরও জানা গেছে, ২০ গ্রামের মানুষের চলাচলের একমাত্র সড়কটি দিয়ে বাধ্যহয়ে জনসাধারণকে যাতায়াত করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত ছোট-বড় দূর্ঘটনা লেগেই রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা আহাদ তালুকদার জানান, সড়কটির অবস্থা খুবই বেহাল। এমন দুরাবস্থাপূর্ণ সড়ক পুরো উপজেলায় আর একটিও নেই। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছে সড়কটি সংস্কারের জন্য একাধিকবার অনুরোধ করেও কোন সুফল মেলেনি। তিনি আরও জানান, উপজেলার বাকাল ইউনিয়নের পয়সারহাট-আমবৌলা ও সাতলা সড়কটি দিয়ে প্রতিনিয়ত ওইসব এলাকার প্রায় ২০টি গ্রামের মানুষ চলাচল করেন। এ ব্যাপারে উপজেলা প্রকৌশলী রবীন্দ্র চক্রবর্তী বলেন, এলাকাবাসীর মাধ্যমে ওই সড়কটির দুরাবস্থার কথা শুনে সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়েছে। আসলেই সড়কটির অবস্থায় চরম বেহাল। তাই ওই বেহাল সড়কসহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আরো কয়েকটি অভ্যন্তরীণ সড়ক জরুরিভাবে সংস্কার করার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে পাঠানো হয়েছে।

নদীপথে ট্রলারে করে বাঁশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পানখালী, দাকোপ, খুলনা।

এফএ কাপের ফাইনালের টিকেট পেলো ম্যানসিটি

স্পোর্টর্স ডেস্ক : প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়া এবং চ্যাম্পিয়নস লিগের বিদায়ের পর ম্যানচেস্টার সিটির জন্য এবারের মৌসুমটা হতাশারই বলা যাচ্ছিল। তবে, পেপ গার্দিওলার শিষ্যরা এখনো একটি শিরোপা জয়ের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রেখেছে। গত রোববার রাতে এফএ কাপের সেমিফাইনালে নটিংহ্যাম ফরেস্টকে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেছে তারা। ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই সেমিফাইনালে ২-০ গোলের জয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে সিটি। দলের হয়ে একটি করে গোল করেন রিকো লুইস ও জস্কো গাভার্দিওল। আগামী ১৭ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য ফাইনালে ক্রিস্ট্যাল প্যালেসের মুখোমুখি হবে গার্দিওলার দল। ম্যাচের শুরুতেই প্রতিপক্ষের রক্ষণ ভেঙে এগিয়ে যায় ম্যানসিটি। ম্যাচের মাত্র দ্বিতীয় মিনিটেই দুর্দান্ত ফিনি-শিংয়ে গোল করেন রিকো লুইস। প্রথমার্ধের বাকি সময়ে আর কোনো গোল না হলেও সিটি দাপটের সঙ্গেই আধিপত্য ধরে রাখে। বিরতির পর আরো আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে সিটি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আরো একবার প্রতিপক্ষের জালে বল জড়ান ক্রোয়াট ডিফেন্ডার গাভার্দিওল। এরপর ব্যবধান ধরে রেখে নির্বিঘ্নেই জয় নিশ্চিত করে মাঠ ছাড়ে স্কাই ব্লুজরা।

প্রথম ম্যাচে জর্ডানের মুখোমুখি বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল

স্পোর্টর্স ডেস্ক : সব ঠিকঠাক। আগামী মে-জুনে জর্ডানে ত্রিদেশীয় আন্তর্জাতিক সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। কয়েকদিন আগে এই টুর্নামেন্টের দিনক্ষণ ঠিক হলেও ঠিক ছিল না বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচ কাদের বিপক্ষে খেলবে। বাংলাদেশ ও স্বাগতিক জর্ডান ছাড়া অন্য দলটি ইন্দোনেশিয়া। বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচ ৩১ মে ও দ্বিতীয় ম্যাচ ৩ জুন খেলবে এ পর্যন্ত চূড়ান্ত ছিল। অবশেষে জানা গেছে, বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচ খেলবে স্বাগতিক জর্ডানের বিপক্ষে। ৩১ মের ওই ম্যাচের পর দুই দিন বিরতি দিয়ে ৩ জুন ম্যাচ খেলবে ইন্দোনেশিয়ার বিপক্ষে। বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল এই প্রথম কোনো ত্রিদেশীয় আন্তর্জাতিক সিরিজ খেলবে। আগামী ২৮ জুন থেকে ৫ জুলাই মিয়ানমারে অনুষ্ঠিতব্য এএফসি নারী এশিয়ান কাপের বাছাইয়ে 'সি' গ্রুপে খেলবে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ গ্রুপের খেলা হবে মিয়ানমারে। অন্য দুই দল বাহরাইন ও তুর্কমেনিস্তান। ২৯ জুন বাহরাইনের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে মিশন শুরু করবেন আফঈদারা। দ্বিতীয় ম্যাচ স্বাগতিক মিয়ানমারের বিপক্ষে ২ জুলাই। আর শেষ ম্যাচ তুর্কমেনিস্তানের বিপক্ষে ৫ জুলাই।

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের টিকিট পেতে হলে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হতে হবে। মিয়ানমার থাকায় বাংলাদেশের জন্য কাজটি কঠিন। ফিফা র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের চেয়ে বেশ এগিয়ে মিয়ানমার। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের আগে দল শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিপক্ষে ম্যাচ খেলার পরিকল্পনা ছিল বাফুফের। সেই পরিকল্পনা থেকেই জর্ডান ও ইন্দোনেশিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ খেলবে মেয়েরা। জর্ডানের অবস্থান ৭৪ ও ইন্দোনেশিয়া ৯৪। বাংলাদেশ ১৩৩। এই দুই দলের বিপক্ষে ম্যাচ খেললে মেয়েরা নিজেদের অবস্থান বুঝতে পারবে। কোচ বুঝতে পারবেন দলকে কতটা প্রস্তুত করতে পেরেছেন।

তাইজুলকে প্রশংসায় ভাসালেন তামিম

২০০ টেস্ট উইকেটের দিনেই তাইজুল ইসলামকে নিয়ে তামিম ইকবাল বলেছিলেন, তাইজুল যথেষ্ট গুরুত্ব ও প্রাপ্য সম্মান পায় না। এবার ক্যারিয়ারের ১৬তম ফাইফারের পর তাইজুলকে তামিম অভিহিত করলেন বিশ্বের সবচেয়ে আন্ডাররেটেড বোলার হিসেবে। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে চট্টগ্রাম টেস্টের প্রথম দিনে তাইজুল তার ক্যারিয়ারের ১৬তম ফাইফারের দেখা পান। প্রথম দিনের খেলা শেষে তাইজুলকে নিয়ে ফেসবুকে একটি পোস্ট করেন তামিম। জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক সেখানে লিখেছেন, 'এ মুহূর্তে সে বিশ্বের সবচেয়ে আন্ডাররেটেড বোলার। এখনকার অন্যান্য বোলারের পরিসংখ্যান দেখুন, তাহলে আমার কথা বুঝতে পারবেন। আরও একবার পাঁচ উইকেট, দারুণ করেছো তাইজুল।' তাইজুল বরাবরই তামিমের প্রিয়পাত্র। তামিম যখন জাতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন, তাইজুল তখনও বল হাতে আলো ছড়িয়েছেন। তামিমও বরাবরই তাইজুলের গুণমুগ্ধ। গত বছরের অক্টোবরে তাইজুলের ২০০তম টেস্ট উইকেটের কীর্তিতে অভিনন্দন জানিয়ে তামিম লিখেছিলেন, 'অভিনন্দন তাইজুল ইসলাম। ২০০ টেস্ট উইকেট মানে বাংলাদেশের বাস্তবতায় দারুণ এক অর্জন। ৪৮ টেস্ট খেলে ২০০ উইকেট নেওয়া মানে আরও বড় অর্জন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, বাংলাদেশের ক্রিকেটে যথেষ্ট গুরুত্ব ও প্রাপ্য সম্মান সে সবসময় পায় না। ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করেও নায়কের মর্যাদা সেভাবে অনেক সময় পায় না। তবু নিজের কাজটুকু করে গেছে, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর।' তাইজুলকে গ্রেট বোলারদের সাথে তুলনা করে তামিম লিখেছিলেন, ও আমাদের দুর্ভাগ্য, বিশ্ব ক্রিকেটেও যথেষ্ট আলোচনা তাকে নিয়ে হয় না। অথচ অনেক গ্রেট বোলারের চেয়েও কম টেস্ট খেলে ২০০ উইকেট হয়ে গেল তার।

টটেনহ্যামকে হারিয়ে শিরোপা জিতল লিভারপুল

স্পোর্টর্স ডেস্ক : অ্যানফিল্ড যেন গত রোববার রাতে রূপ নিয়েছিল আনন্দের সমুদ্রে। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ২০২৪-২৫ মৌসুমে মাত্র এক পয়েন্টের প্রয়োজন ছিল লিভারপুলের শিরোপা নিশ্চিত করতে। কিন্তু তারা অপেক্ষা করেনি কোনো সমীকরণের জন্য। টটেনহ্যাম হটস্পারকে বিধ্বস্ত করে ৫-১ গোলের বড় জয় তুলে নিয়েছে অলরেডরা। তাতে চার ম্যাচ হাতে রেখেই প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা জয় নিশ্চিত হয়ে যায় তাদের। ঘরের মাঠে শুরুটা অবশ্য প্রত্যাশামতো হয়নি। ম্যাচের ১২ মিনিটে কর্নার থেকে আসা বলে হেড করে টটেনহ্যামকে এগিয়ে দেন ডমিনিক সোলাঙ্কে। গোল খেয়ে কিছুটা থমকে গিয়েছিল গ্যালারি। তবে দ্রুতই নিজেদের মেলে ধরে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে লিভারপুল। চার মিনিটের ব্যবধানে লুইস দিয়াজ সমতা ফেরান ডমিনিক সোবোসলাইয়ের নিখুঁত পাস থেকে।

প্রথমে অফসাইডের সংকেত এলেও ভিএআর রিভিউর পর গোলটি বৈধ ঘোষণা করা হয়। তারপর শুরু হয় গোলের বন্যা। ২৪ মিনিটে ডি বক্সের বাইরে থেকে দুর্দান্ত শটে অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার দলকে এগিয়ে দেন। বিরতির আগে ৩৪ মিনিটে কডি গাকপোর গোলে লিভারপুলের লিড বাড়িয়ে নেয় ৩-১ গোলে। প্রথমার্ধের শেষ বাঁশির আগে গ্যালারি ছিল উত্তেজনায় ফেটে পড়ার অপেক্ষায়। দ্বিতীয়ার্ধে ফিরে আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে লিভারপুল। ৬৩ মিনিটে সোবোসলাইয়ের পাস ধরে ডান প্রান্ত থেকে দারুণ ফিনিশে গোল করেন মোহাম্মদ সালাহ। এটি ছিল তার চলতি মৌসুমের ২৮তম গোল। এই গোলের মাধ্যমে তিনি প্রিমিয়ার লিগ ইতিহাসে সার্জিও আগুয়েরোকে ছাড়িয়ে সর্বকালের পঞ্চম সর্বোচ্চ গোলদাতার আসন দখল করেন। ম্যাচের ৬৯ মিনিটে স্পার্স ডিফেন্ডার ডেসটিনি উদোগির দুর্ভাগ্যজনক আত্মঘাতী গোল লিভারপুলের জয়টাকে আরও বড় করে তোলে। ৩৪ ম্যাচ শেষে লিভারপুলের সংগ্রহ দাঁড়াল ৮২ পয়েন্টে, যা দ্বিতীয় স্থানে থাকা আর্সেনালের চেয়ে ১৫ পয়েন্ট বেশি। ফলে চার ম্যাচ হাতে রেখেই শিরোপা নিশ্চিত করেছে আর্নে স্লটের দল। এই জয়ে সর্বোচ্চ ২০টি প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা জেতা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের রেকর্ডও ছুঁয়ে ফেলেছে অলরেডরা। শিরোপা জয়ের পর অ্যানফিল্ডে দেখা গেছে এক অনন্য দৃশ্য। বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত 'চ্যাম্পিয়ন্স' লেখা জার্সি পরে মোহামেদ সালাহ, ভার্জিল ফন ডাইকরা উদযাপনে মেতেছিলেন। গ্যালারির লাল সমুদ্র যেন আনন্দের জোয়ারে ভেসেছিল পুরো সময়টা। লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট নিজের প্রথম মৌসুমেই প্রিমিয়ার লিগ ট্রফি জিতে গড়লেন অনন্য কীর্তি।

অবিশ্বাস্যভাবে ম্যাচ হারলো মায়ামি

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ম্যাচের পর ৬৪ মিনিট পর্যন্ত ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে ছিল ইন্টার মায়ামি। এরপরই যেন সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেল। মাত্র ১৭ মিনিটের ব্যবধানে ৩ গোল হজম করে শেষ পর্যন্ত অবিশ্বাস্যভাবে হেরেই গেছে হ্যাভিয়ের মাচেরানোর দল। প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) মায়ামিকে ৪-৩ গোলে হারিয়ে দিয়েছে এফসি ডালাস। লিওনেল মেসি থাকলে হয়তো এমন বাজেভাবে হারতে হতো না মায়ামিকে। অনেক ভক্তই এ কথায় সুর মেলাবেন। তাই মেসিকে বিশ্রামে সিদ্ধান্ত নিয়ে মায়ামির ভক্তদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন কোচ মাচেরানো। হারের দায়ও নিজের কাঁধে নিয়েছেন আর্জেন্টাইন কোচ। এই হার ছিল এমএলএসে মায়ামির মৌসুমের প্রথম হার। অন্যদিকে ২৯ মার্চের পর প্রথম জয় তুলে নিলো ডালাস। ম্যাচ শেষে মাচেরানো বলেন, এটা সহজ ছিল না। আমরা প্রথম গোল খাওয়ার পর ৬০-৬৫ মিনিট ভালো খেলেছি। কিন্তু আমি খেলাটা বুঝতে ভুল করেছি এবং ছেলেদের সাহায্য করতে পারিনি। যখন ৩-১ বা ৩-২ ছিল, আমি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিতে চেয়েছিলাম, তখন প্রতিপক্ষ পাঁচজনের রক্ষণ তৈরি করে ফেলে। আমি কিছু মুভমেন্ট করেছিলাম, যা কাজে আসেনি। বাস্তবতা মেনে নিতে হয়। এই ম্যাচে মেসির মতো লুইস সুয়ারেজ, জর্দি আলবা ও সার্জিও বুসকেটসও খেলেননি। তিন দিন আগে কনকাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স কাপের প্রথম লেগে ভ্যাঙ্কুভার হোয়াইটক্যাপসের কাছে ২-০ গোলে হেরে গিয়েছিল মায়ামি। ওই ম্যাচ খেলার পর আজ বিশ্রামে থাকেন এ চার তারকা। দ্বিতীয় লেগ আগামী বুধবার মায়ামির ঘরের মাঠে। মূলত এই ম্যাচে ভালোভাবে পারফর্ম করে যেন পিছিয়ে পড়া মায়ামিকে টেনে তুলতে পারেন, সেজন্যই চারজনকে বিশ্রামে পাঠান মাচেরানো। মাচেরানো বলেন, লিও (মেসি) ভালো আছে। ভ্যাঙ্কুভারে দীর্ঘ ভ্রমণ ও সিনথেটিক ঘাসের মাঠে খেলার পর আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তাকে বিশ্রাম দেওয়ার। তবে সে আজ অনুশীলন করেছে এবং সে প্রস্তুত। ভ্যাঙ্কুভারের বিপক্ষে খেলা একমাত্র খেলোয়াড় ম্যাক্সি ফ্যালকনকেই এই ম্যাচে প্রথম একাদশে রেখেছিল মায়ামি। গোলরক্ষক পজিশনেও পরিবর্তন আসে, অস্কার উস্তারির বদলে দ্বিতীয়বারের মতো মৌসুমে শুরু করেন ড্রেক ক্যালেন্ডার। এফসি ডালাস তাদের আগের দুই ম্যাচে কোনো গোল করতে পারেনি। তবে এদিন শুরুর ৮ মিনিটেই শাক মুর গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। এরপর মায়ামির ফাফা পিকল্ট ১৬ মিনিটে রিবাউন্ড থেকে গোল করে ম্যাচে সমতা ফেরান।

লাইফস্টাইল

করলার এই ৫ উপকারিতা জানতেন?

লাইফস্টাইল ডেস্ক : করলার নামটিই শুনলেই এই সবজির তেতো স্বাদে আপনার মুখ ভরে যাবে, তাই না? আমাদের বেশিরভাগই এই সবজিকে পছন্দের তালিকার বাইরে রাখি। আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন কেন এর তিতকুটে স্বাদ সত্ত্বেও, আমাদের বাবা-মা আমাদের এটি খেতে বাধ্য করেন? এর স্পষ্ট কারণ হলো এর দুর্দান্ত পুষ্টিগুণ। যারা করলা পছন্দ করেছেন তারা দাবি করেন যে এর স্বাদ তৈরি হতে কিছুটা সময় লাগে, এবং একবার এটি তৈরি হলে, আপনি আশ্চর্যজনকভাবে এর প্রেমে পড়ে যাবেন। চলুন জেনে নেওয়া যাক করলা খাওয়ার উপকারিতা সম্পর্কে- ১. ওজন কমাতে সাহায্য করে, হ্যাঁ, করলা অত্যন্ত কম ক্যালোরিযুক্ত। এটি একটি কম চর্বিযুক্ত এবং কম কার্বযুক্ত খাবার। এই সবগুলো বিষয়ই ওজন কমানোর ডায়েটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। তাই যারা ওজন কমাতে চান বা নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান তাদের খাবারের তালিকায় যুক্ত করে নিতে পারেন এই সবজি। ২. হজমে সহায়তা করে, করলা একটি ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার, যার অর্থ এটি মল জমা করে, খাবার হজম এবং শোষণ সহজ করে। করলা খাওয়ার পরে আপনি কখনোই পেট ভারী, ফোলা বা অ্যাসিডিক বোধ করবেন না। তাই সহজ হজমের জন্য আপনার সবজির তালিকায় রাখুন উপকারী সবজি করলা। ৩. ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য উপকারী, টঝউঅ অনুসারে, ১০০ গ্রাম করলায় মাত্র ১৩ মিলিগ্রাম সোডিয়াম থাকে, পটাসিয়াম থাকে ৬০২ গ্রাম। এছাড়াও এতে পলিপেপটাইড-পি বা পি-ইনসুলিন (উদ্ভিদ-ভিত্তিক ইনসুলিন) রয়েছে যা উচ্চ রক্তে শর্করার মাত্রা কমাতে সাহায্য করতে পারে। ৪. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, করলার প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্য এবং উচ্চ ভিটামিন সি উপাদান সুস্থ শরীর বজায় রাখতে সাহায্য করে, বিভিন্ন সংক্রমণ এবং অসুস্থতা থেকে রক্ষা করে। তাই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে যেসব সবজি খেতে হবে সেসবের মধ্যে করলার নাম থাকা জরুরি। ৫. ত্বকের উন্নতি করে, করলায় আয়রন এবং ম্যাগনেসিয়ামের মতো বিভিন্ন ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থের উপস্থিতি এটিকে ত্বক এবং চুলের যত্নের জন্য একটি দুর্দান্ত খাবার করে তোলে। ব্রণমুক্ত ত্বকের জন্য নিয়মিত করলার রস পান করার কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন?

স্মার্টফোনের অতিরিক্ত ব্যবহারে হারাতে পারেন পুরুষত্ব!

লাইফস্টাইল ডেস্ক : স্মার্টফোনের ব্যবহার এখন এতই বেশি যে আপনি হয়তো এই লেখাটিও পড়ছেন স্মার্টফোনের স্ক্রিনে! পুরো একটি দিন তো দূরে থাক, কয়েক ঘণ্টাও এখন স্মার্টফোন ছাড়া কল্পনা করা যায় না। উপকারী এই যন্ত্রটিই হতে পারে আপনার ক্ষতির কারণ! ভাবছেন, এত প্রয়োজনীয় একটি যন্ত্র কীভাবে ক্ষতি করতে পারে? মোবাইল রেডিয়েশনের ফলে মস্তিষ্কের ক্যান্সার, একাগ্রতা, চোখের সমস্যা, স্ট্রেস বৃদ্ধি, নিউরোডিজেনারেটিভ ডিসঅর্ডার, হার্টের ঝুঁকি, প্রজনন ক্ষমতা এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধকতার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। এমস এবং ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ (আইসিএমআর) এক গবেষণায় দাবি করা হয়েছে যে, মোবাইল রেডিয়েশনের কারণে মানুষ বধিরও হতে পারে এবং হারিয়ে যেতে পারে পৌরুষত্বও! ক্ষতিকর রেডিয়েশন থেকে নিজেকে রক্ষা করবেন যেভাবে- মোবাইল ফোনে ৫০ মিনিটের বেশি কথোপকথনে আমাদের মস্তিষ্কের উপর প্রভাব পড়ে। কিন্তু আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা মোবাইলে কথা বলতে থাকি। তাই আমাদের উচিত হেডফোন ব্যবহার করা। এখন বাজারে ব্লুটুথ হেডফোনও চলে এসেছে। তবে এটি কতটা নিরাপদ তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। তাই আপনি কথা বলার সময় তারযুক্ত হেডফোন ব্যবহার করুন। রেডিয়েশন থেকে মুক্তি দিতে এমন কিছু সংস্থা রয়েছে যা অ্যান্টি-রেডিয়েশন কেস তৈরি করেছে। এই কেসগুলোর বাইরেটা সিন্থেটিক এবং ভিতরটা মাইক্রোফাইবার দিয়ে তৈরি।

কাঁচা আম নাকি পাকা আম, স্বাস্থ্যের জন্য কোনটি ভালো?

লাইফস্টাইল ডেস্ক : আসছে আমের মৌসুম। অনন্য স্বাদ ছাড়াও আম অসাধারণ পুষ্টিতে ভরপুর যা অন্ত্রের স্বাস্থ্য, শক্তির মাত্রা এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিস্ময়কর কাজ করে। আম বিভিন্ন উপায়ে খাওয়া যেতে পারে। কেউ কেউ পাকা, রসালো এবং মিষ্টি আম পছন্দ করেন, আবার কেউ কেউ কাঁচা আমের স্বাদ টক এবং সুস্বাদু বলে মনে করেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কাঁচা এবং পাকা উভয় আমেরই নিজস্ব সুবিধা রয়েছে। চলুন জেনে নেওয়া যাক, কোনটি বেশি উপকারী- কাঁচা আমের উপকারিতা কাঁচা আমে ভিটামিন সি বেশি থাকে এবং পাকা আমের তুলনায় এটি বেশি অ্যাসিডিক। এটি তাদের হজম ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। কাঁচা আমে প্রচুর ডায়েটারি ফাইবার থাকে যা হজমের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, নিয়মিত মলত্যাগের গতি বৃদ্ধি করে এবং অন্ত্রের সুস্থ মাইক্রোবায়োমকে সহায়তা করে। কাঁচা আমে ভিটামিন সি-এর ঘনত্বও বেশি থাকে, যা একটি অপরিহার্য পুষ্টি উপাদান। যা এর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিকারী বৈশিষ্ট্য, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রভাব এবং কোলাজেন সংশ্লেষণে ভূমিকা রাখার জন্য পরিচিত। কাঁচা আম কাঁচা প্রকৃতির কারণে বেশি অ্যাসিডিক। এই অ্যাসিডিটি হজমের সুবিধা দেয়, পাচক এনজাইম উৎপাদনকে উদ্দীপিত করে এবং খাদ্য ভাঙনে সহায়তা করে। কাঁচা আম অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্যের একটি সমৃদ্ধ উৎস যা ক্যান্সার এবং হৃদরোগের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। পাকা আমের উপকারিতা, পাকা আমে বিটা-ক্যারোটিনের মতো কিছু অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বেশি থাকে, যা এই ফলকে কমলা-হলুদ রঙ দেয়। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কোষকে অক্সিডেটিভ ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে এবং দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি কমাতে পারে। এছাড়াও বিটা-ক্যারোটিনসহ এর ক্যারোটিনয়েডের পরিমাণ বেশ বৃদ্ধি পায়। এই ক্যারোটিনয়েড শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা বয়স-সম্পর্কিত ম্যাকুলার ডিজেনারেশন এবং নির্দিষ্ট ধরনের ক্যান্সার থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। পাকা আমে ভিটামিন এ বেশি থাকে, যা সুস্থ দৃষ্টিশক্তি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং ত্বকের স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য। তবে এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে পাকা আমে প্রাকৃতিক চিনির পরিমাণ বেশি থাকে, যা এই ফলকে মিষ্টি এবং আরও সুস্বাদু করে তোলে।

ডায়াবেটিস থাকলে হার্টের যত্ন নেবেন যেভাবে

লাইফস্টাইল ডেস্ক : ডায়াবেটিসের সঙ্গে লড়াইটা সহজ নয়, তাই রক্তে সঠিক শর্করার মাত্রা এবং হার্টকে সুরক্ষিত রাখতে এটি সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে অতিরিক্ত শর্করা এবং কোলেস্টেরলের কারণে ডায়াবেটিস রোগীদের হৃদরোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই ঝুঁকি কমাতে জীবনযাপনে পরিবর্তন করা আনতে হবে এবং ডাক্তারের পরামর্শ মেনে চলতে হবে। চলুন জেনে নেওয়া যাক, ডায়াবেটিস থাকলে কীভাবে হার্টের যত্ন নেবেন- ১. রক্তে শর্করা পরীক্ষা করুন, রক্তে শর্করা বজায় রাখা সামগ্রিক স্বাস্থ্য এবং হৃদরোগ প্রতিরোধের জন্য অপরিহার্য। রক্তে উচ্চ শর্করা রক্তনালীর ক্ষতি এবং জটিলতা তৈরি করতে পারে। ঘন ঘন গ্লুকোজের মাত্রা পরীক্ষা করার জন্য এবং ওষুধ বা খাদ্যতালিকায় প্রয়োজনীয় সমন্বয় করার জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে আলোচনা করুন। ২. হৃদরোগ-প্রতিরোধী খাবার খান, ডায়াবেটিস এবং হৃদরোগের স্বাস্থ্য উভয় ক্ষেত্রেই পুষ্টি একটি বড় ভূমিকা পালন করে। তাই উপযুক্ত খাবার খাওয়া জরুরি। ফল এবং শাক-সবজির মধ্যে স্টার্চবিহীন শাক-সবজি, ব্রকলি এবং বেরি খেতে পারেন। গোটা শস্য খাবেন ওটমিল, কুইনোয়া এবং গোটা শস্যের রুটি। স্বাস্থ্যকর চর্বির মধ্যে রয়েছে অ্যাভোকাডো, বাদাম, বীজ এবং অলিভ অয়েল। লো প্রোটিন যেমন মুরগি, মাছ, বিন এবং টোফু খেতে পারেন। অন্যান্য বিধিনিষেধের মধ্যে রয়েছে স্যাচুরেটেড ফ্যাট, ট্রান্স ফ্যাট এবং প্রক্রিয়াজাত শর্করা, যা কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ায় এবং শরীরে প্রদাহ সৃষ্টি করে। ৩. শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকুন, ব্যায়াম রক্তে শর্করার মাত্রা বজায় রাখতে, ওজন কমাতে এবং সুস্থ হৃদয় বজায় রাখতে সাহায্য করে। প্রতি সপ্তাহে ১৫০ মিনিটেরও বেশি সময় ধরে মাঝারি তীব্রতার অ্যারোবিক কার্যকলাপে নিজেকে নিযুক্ত করুন। হাঁটা, সাঁতার কাটা, সাইকেল চালানোর মতো সাধারণ ব্যায়ামে মনোযোগ দিন। কোনো নতুন ব্যায়ামের আগে ডাক্তার কিংবা ফিটনেস বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে ভুলবেন না। ৪. ধূমপান ত্যাগ করুন, ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং হৃদরোগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য। ধূমপান ত্যাগ করলে রক্ত ??সঞ্চালন উন্নত হয়, রক্তচাপ কমায় এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। ৫. নিজেকে চাপমুক্ত করুন, অভ্যাসগত চাপ রক্তে শর্করা এবং রক্তচাপ উভয়ই বাড়ায় এবং হৃদরোগের স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ধ্যান, গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম, যোগব্যায়াম, শখের কাজ ইত্যাদি আপনার চাপের মাত্রা কমাতে ব্যবহার করুন।

গরমে ত্বকের সমস্যা কমাতে 'ফেসিয়াল মিস্ট'

লাইফস্টাইল ডেস্ক : গরমের দিনগুলোতে ত্বকের সমস্যা কমাতে 'ফেসিয়াল মিস্ট' অত্যন্ত কার্যকর। বাইরে বেরোনোর পর রোদ বা গরমের কারণে ত্বকে জ্বালা, শুষ্কতা, ব্রণ বা ফুসকুড়ি দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে, বাড়িতে তৈরি করা মিস্ট স্প্রে করলে ত্বক হবে সতেজ এবং শীতল। দোকানের মিস্টের চেয়ে ঘরোয়া মিস্ট অনেক বেশি উপকারী, কারণ এতে কোনও কৃত্রিম সুগন্ধি বা রাসায়নিক উপাদান থাকে না। কীভাবে বানাবেন জেনে নিন, মধুর ফেস-মিস্ট, আধা কাপ পানিতে ২ চা চামচ মধু ও ২ চা চামচ গ্লিসারিন মিশিয়ে নিন। এই মিশ্রণ একটি স্প্রে বোতলে ভরে নিন। মধুর মিস্ট স্প্রে করলে ত্বকের আর্দ্রতা বজায় থাকবে। শুষ্ক ত্বকের জন্য খুবই উপকারী এই মিস্ট। মুখে মাখলে ব্রণ-ফুস্কুড়িও দূর হবে। আপনার শিশু কী মারমুখী? যেভাবে বদলাবেন বদঅভ্যাস, কাঁচা আম নাকি

পাকা আম, স্বাস্থ্যের জন্য কোনটি ভালো? ডায়াবেটিস থাকলে হার্টের যত্ন নেবেন যেভাবে, অ্যালোভেরা এবং শসার মিস্ট, ১টি শসার রস, ২ চা চামচ অ্যালোভেরা জেল নিতে হবে। আধা কাপ পানিতে এই দুটি উপাদান মিশিয়ে নিয়ে স্প্রে বোতলে ভরে ফ্রিজে রেখে দিন। যখন দরকার হবে, বার করে মুখে, গলায় স্প্রে করে নিলেই ত্বকের প্রদাহ কমবে, ঘামের ফলে হওয়া সংক্রমণ থেকে রেহাই মিলবে। শসা এবং অ্যালোভেরা ত্বকের জ্বালাপোড়া ভাব কমাতে সাহায্য করবে। টি ট্রি অয়েলের মিস্ট, আধ পানিতে ৩-৪ ফোঁটা টি ট্রি অয়েল মিশিয়ে নিন। এই মিশ্রণ স্প্রে বোতলে ভরে ব্যাগে রেখে দিন। গরমের সময়ে যদি ত্বকে ব্রণ বা র‍্যাশের সমস্যা বাড়ে, তা হলে এই মিস্ট স্প্রে করলেই কমবে। ত্বকের প্রদাহ কমাতেও উপকারী এই মিস্ট। ল্যাভেন্ডারের মিস্ট, আধা কাপ ঠান্ডা ক্যামোমাইল চায়ে ল্যাভেন্ডার এসেনশিয়াল ৫ ফোঁটা মেশাতে হবে।

৪ মানবিক বাংলাদেশ মানবিক বাংলাদেশ ৫ ৬ মানবিক বাংলাদেশ মানবিক বাংলাদেশ ৩

৪ মানবিক বাংলাদেশ মানবিক বাংলাদেশ ৫ ৬ মানবিক বাংলাদেশ মানবিক বাংলাদেশ ৩
৪ মানবিক বাংলাদেশ মানবিক বাংলাদেশ ৫ ৬ মানবিক বাংলাদেশ মানবিক বাংলাদেশ ৩
৪ মানবিক বাংলাদেশ মানবিক বাংলাদেশ ৫ ৬ মানবিক বাংলাদেশ মানবিক বাংলাদেশ ৩
৪ মানবিক বাংলাদেশ মানবিক বাংলাদেশ ৫ ৬ মানবিক বাংলাদেশ মানবিক বাংলাদেশ ৩
৪ মানবিক বাংলাদেশ মানবিক বাংলাদেশ ৫ ৬ মানবিক বাংলাদেশ মানবিক বাংলাদেশ ৩
৪ মানবিক বাংলাদেশ মানবিক বাংলাদেশ ৫ ৬ মানবিক বাংলাদেশ মানবিক বাংলাদেশ ৩
৪ মানবিক বাংলাদেশ মানবিক বাংলাদেশ ৫ ৬ মানবিক বাংলাদেশ মানবিক বাংলাদেশ ৩
৪ মানবিক বাংলাদেশ মানবিক বাংলাদেশ ৫ ৬ মানবিক বাংলাদেশ মানবিক বাংলাদেশ ৩
৪ মানবিক বাংলাদেশ মানবিক বাংলাদেশ ৫ ৬ মানবিক বাংলাদেশ মানবিক বাংলাদেশ ৩
৪ মানবিক বাংলাদেশ মানবিক বাংলাদেশ ৫ ৬ মানবিক বাংলাদেশ মানবিক বাংলাদেশ ৩
৪ মানবিক বাংলাদেশ মানবিক বাংলাদেশ ৫ ৬ মানবিক বাংলাদেশ মানবিক বাংলাদেশ ৩
৪ মানবিক বাংলাদেশ মানবিক বাংলাদেশ ৫ ৬ মানবিক বাংলাদেশ মানবিক বাংলাদেশ ৩
৪ মানবিক বাংলাদেশ মানবিক বাংলাদেশ ৫ ৬ মানবিক বাংলাদেশ মানবিক বাংলাদেশ ৩
৪ মানবিক বাংলাদেশ মানবিক বাংলাদেশ ৫ ৬ মানবিক বাংলাদেশ মানবিক বাংলাদেশ ৩
৪ মানবিক বাংলাদেশ মানবিক বাংলাদেশ ৫ ৬ মানবিক বাংলাদেশ মানবিক বাংলাদেশ ৩
৪ মানবিক বাংলাদেশ মানবিক বাংলাদেশ ৫ ৬ মানবিক বাংলাদেশ মানবিক বাংলাদেশ ৩
৪ মানবিক বাংলাদেশ মানবিক বাংলাদেশ ৫ ৬ মানবিক বাংলাদেশ মানবিক বাংলাদেশ ৩
৪ মানবিক বাংলাদেশ মানবিক বাংলাদেশ ৫ ৬ মানবিক বাংলাদেশ মানবিক বাংলাদেশ ৩